দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা বুধবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-১৭১ ॥ ০৯ অক্টোবর ২০২৪ ॥ ২৪ আশ্বিন ১৪৩১ বাংলা ॥ ৫ রবিঃ সানি ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

জুলাই গণহত্যার বিচার দ্রুত শুরু করতে চান আইন উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : 'জুলাই গণহত্যা'র বিচার শুরু করার জন্য পুরাতন হাইকোর্টের ভবনটির যত দ্রুত সম্ভব সংস্কার কাজ শেষ করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। গতকাল মঙ্গলবার সকালে ওই ভবন সংস্কার কাজ পরিদর্শনে গিয়ে তিনি সংশ্লিষ্টদের দ্রুত সংস্কার কাজ শেষ করার নির্দেশ দেন। যাতে জুলাই গণহত্যার মূল বিচারকাজ শুরু করা সম্ভব হয়। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান সকাল সাড়ে ৮টায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের ভবন এবং সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করেন।

নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তাকে নিয়োগ করা হবে

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা জেলা প্রশাসক বা ডিসি হতে পারবেন না। কর্মজীবনে কোনো প্রকার শাস্তি হলে ডিসি হতে পারবেন না। বরং নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তাকে জেলা প্রশাসক বা ডিসি হিসেবে নিয়োগ করা হবে। এজন্য করা হচ্ছে নতুন নীতিমালাও। তাতে আর থাকছে না ডিসি ফিটলিস্ট। তবে পিএসসির মেধা তালিকা প্রাধান্য পাবে। কর্মজীবনে দক্ষরা অগ্রাধিকার পাবেন। রাজনৈতিক তদবির বন্ধ হবে। ওই লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় খসড়া নীতিমালা তৈরি করছে। সূত্র জানায়, ডিসি হতে সহকারী কমিশনার (এসিল্যান্ড), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) অথবা এডিসি হিসেবে কমপক্ষে ৩ বছর মাঠে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কাজের অভিজ্ঞতা পর্যবেক্ষণ করা হবে। এর মধ্যে কর্মজীবনে কী পরিমাণ কাজ দ্রুত এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন তার মূল্যায়ন করা হবে। কর্মজীবনে সৃজনশীল কাজ থাকলে তাও বিবেচনায় নেয়া হবে। সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চিঠি তা কাজের নির্দেশনা কে কত দ্রুত এবং দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন তাও দেখা হবে। একই সঙ্গে কর্মজীবনে জনসাধারণ মোকাবিলার অভিজ্ঞতাও বিবেচনায় নেয়া হবে। পিএসসির মেধা তালিকার সঙ্গে এসব কিছু যুক্ত করে এবং এসিআর বিবেচনায় নিয়ে সম্পূর্ণ দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তাদের ডিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে। সূত্র আরো জানায়, নতুন নীতিমালা চূড়ান্ত হলে কাউকে ফিটলিস্টের জন্য পরীক্ষা দিতে আসতে হবে না। তাতে কর্মকর্তাদের সময়ের অপচয় বন্ধ হবে এবং সরকারের অর্থের সাশ্রয় হবে। এই পরীক্ষায় অংশ নিতে প্রতি বছর শতাধিক কর্মকর্তাকে টিএ, ডিএ প্রদান করতে হয়। এ ছাড়া মাঠ প্রশাসন থেকে কোনো কর্মকর্তা ঢাকায় পরীক্ষা দিতে আসতে ৩-৪ দিন অফিস করতে পারেন না। এতে কাজের অপচয় হয়। একই সঙ্গে ফিটলিস্ট পরীক্ষা নেয়া শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরও শ্রমঘণ্টা নষ্ট হয়। নতুন নীতিমালায় ডিসি নিয়োগের জন্য রাজনৈতিক তদবিরও থাকবে না। এদিকে একজন সাবেক সচিব জানান, আগে শুধু মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে তালিকা তৈরি করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে সার-সংক্ষেপ পাঠানো হতো। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর ওই তালিকা থেকে ডিসি নিয়োগ দেয়া হতো। কিন্তু ২০১৪ সালে তা পরিবর্তন করা হয়। জেলা প্রশাসকরা কেন্দ্রীয় সরকারের জেলার প্রতিনিধি। সেক্ষেত্রে স্মার্ট ও যোগ্য কর্মকর্তাদের ডিসি হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার লক্ষ্যে এই পদ্ধতি আধুনিকায়ন করা হয়। সেক্ষেত্রে চাকরি জীবনে অবশ্যই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ এডিসি পদে (সিনিয়র স্কেল পদে) কমপক্ষে দুই বছর দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা থাকলে এবং এসিআর ভালো থাকলে, বিভাগীয় মামলা না থাকলে, কোনো দুর্নীতির অভিযোগ না থাকলে তিনি ডিসি ফিটলিস্টের পরীক্ষা দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। এর পর ডিসি ফিটলিস্টের পরীক্ষার পদ্ধতিতে আধাঘণ্টার কোনো একটা বিষয়ভিত্তিক প্রেজেনটেশন তৈরি করে তা উপস্থাপন

> **প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর ওই তালিকা থেকে ডিসি নিয়োগ দেয়া হতো। কিন্তু ২০১৪ সালে তা পরিবর্তন করা হয়। জেলা প্রশাসকরা কেন্দ্রীয় সরকারের জেলার প্রতিনিধি। সেক্ষেত্রে স্মার্ট ও যোগ্য কর্মকর্তাদের ডিসি হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার লক্ষ্যে এই পদ্ধতি আধুনিকায়ন করা হয়**

নিউইয়র্কে বাজিমাত ড. ইউনূসের
কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ আছে সরকারের

স্টাফ রিপোর্টার : নোবলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) দায়িত্বের দুই মাস পূর্ণ করতে চলেছে। এই সময়ে কূটনৈতিক অঙ্গনে অন্তর্বর্তী সরকারের বড় অর্জন হিসেবে মনে করা হয়, নিউইয়র্কে জাতিসংঘের অধিবেশনের ফাঁকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে ড. ইউনূসের বিরল বৈঠককে। কেননা, শেখ হাসিনা সরকারের আমলে ওয়াশিংটনের সঙ্গে ঢাকার সম্পর্কের টানাপোড়ন ছাপিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস মিলেছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে। তবে এই সময়ে নিকট প্রতিবেশি ভারতের সঙ্গে যে টানাপোড়ন তৈরি হয়েছে সেটি কমিয়ে সুসম্পর্কে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ রয়েছে। অন্যদিকে, পাকিস্তানের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের সুসম্পর্ক দৃশ্যমান হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র দিয়ে প্রথম বিদেশ সফর শুরু করেন ড. ইউনূস। গত তিন দশকে জাতিসংঘের অধিবেশনের ফাঁকে বাংলাদেশের কোনো শীর্ষ

২-এর পাতায় দেখুন

ডিসেম্বরের মধ্যে ইতালির ২০ হাজার ভিসা প্রসেসিংয়ের আশা পররাষ্ট্র উপদেষ্টার

স্টাফ রিপোর্টার : ইতালি যেতে আগ্রহী বাংলাদেশি কর্মী যাদের ভিসা অপেক্ষমান আছে, সেটির শিগগিরই সমাধান হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। তিনি বলেন, ইতালির প্রতিনিধিদল এবং ঢাকায় নিযুক্ত দেশটির হাইকমিশনারের সাথে আলাপ হয়েছে, তারা আশ্বাস দিয়েছেন, দ্রুততম সময়ে পেন্ডিং ইস্যুগুলো করার। আমরা আশা করছি, চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে অন্তত ২০ হাজারের মতো ভিসা ইস্য করা হবে। মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) দুপুরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে উপদেষ্টা সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। এর আগে ইতালির ভিসাপ্রার্থী একটি প্রতিনিধিদল পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সাথে সাক্ষাৎ করে দ্রুত ভিসা দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানান। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ইতালি হাইকমিশনের সাথে ভিসার আবেদন জমে থাকা (ব্যাকলগ) ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়েছে। যেহেতু বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের পক্ষ থেকে উদ্বেগের জায়গাটা বলেছি। তারা জানিয়েছে ২০ হাজার ভিসা রোম থেকে ক্লিয়ার হয়েছে। এখন এসব ইস্যু ক্লিয়ার করবে হাইকমিশন। তবে ক্লিয়ার হওয়ার গতি কম। উপদেষ্টা বলেন, হাইকমিশনে জনবলও সংকট রয়েছে। ইতোমধ্যে ২/৩ জন নিয়োগ দিচ্ছে হাইকমিশন। আমরা আশা করছি ডিসেম্বরের মধ্যে সব ভিসা ক্লিয়ার করবে। অমিত শাহ'র সাম্প্রতিক

২-এর পাতায় দেখুন

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ

পূজার ছুটি বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন বেসরকারি অফিসেও ছুটি

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্গাপূজা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর) নির্বাহী আদেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার। মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এর মাধ্যমে এবার দুর্গাপূজা ও সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে টানা চার দিনের ছুটি হতে যাচ্ছে। কেননা আগামী শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি। পরদিন রোববার শারদীয় দুর্গাপূজার বিজয়া দশমী উপলক্ষে সরকারি ছুটি। সব মিলিয়ে আগামী বৃহস্পতি থেকে রোববার পর্যন্ত ছুটি থাকছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, অ্যালোকেশন অব বিজনেস অ্যামং দ্য ডিফারেন্ট মিনিস্ট্রিজ অ্যান্ড ডিভিশনসের জনপ্রশাসন

২-এর পাতায় দেখুন

বাজার নিয়ন্ত্রণে সাড়ে ৪ কোটি ডিম আমদানির অনুমোদন

স্টাফ রিপোর্টার : ডিমের বাজার দর স্থিতিশীল রাখতে সীমিত সময়ের জন্য সাত প্রতিষ্ঠানকে শর্তসাপেক্ষে চার কোটি ৫০ লাখ ডিম আমদানির অনুমতি দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। মঙ্গলবার (০৮ অক্টোবর) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-১ শাখা থেকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অনুমোদন পত্রে বলা হয়েছে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য মতে দেশে প্রতিদিন প্রায় ৫ (পাঁচ) কোটি পিস ডিমের চাহিদা রয়েছে। বর্তমানে ডিমের বাজার পরিস্থিতি বিবেচনায় ও বাজারদর স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে সাময়িকভাবে সীমিত সময়ের জন্য সাতটি প্রতিষ্ঠানকে সাড়ে চার কোটি ডিম আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ আমদানির অনুমতির মেয়াদ আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বহাল থাকবে। তবে আমদানির কিছু শর্তাদি অনুসরণ করতে হবে। যশোরের মেসার্স তাওসিনকে এক কোটি পিস, সাতক্ষীরার মেসার্স সুমন ট্রেডার্সকে ২০ লাখ পিস, রংপুরের আলিফ ট্রেডার্সকে ৩০ লাখ পিস, ঢাকার মেসার্স মিম এন্টারপ্রাইজকে এক কোটি পিস, হিমালয়াকে এক কোটি পিস, মেসার্স প্রাইম কেয়ার বাংলাদেশকে ৫০ লাখ পিস এবং মেসার্স জামান ট্রেডার্স ৫০ লাখ পিস ডিম আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আমদানির জন্য প্রযোজ্য শর্তের মধ্যে রয়েছে- ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন ফর অ্যানিমেল হেলথ (হো) এর গাইডলাইন অনুযায়ী বার্ড ফ্লু মুক্ত জোনিং/কম্পার্টমেন্টালাইজেশনের স্বপক্ষে রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জোনিং/কম্পার্টমেন্টালাইজেশনের সার্টিফিকেট/ঘোষণা দাখিল করতে হবে। আমদানিকৃত ডিমের প্রতিটি চালানের জন্য রপ্তানিকারক দেশের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত/ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বা

২-এর পাতায় দেখুন

গুম সংক্রান্ত কমিশনে অভিযোগ জানানোর সময় আরও বাড়ল

স্টাফ রিপোর্টার : গুম সংক্রান্ত কমিশনে অভিযোগ দেওয়ার সময় আরও সাতদিন বাড়ানো হয়েছে। আগামী ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত গুম সংক্রান্ত কমিশন অব ইনকোয়ারিতে অভিযোগ জমা দেওয়া যাবে। মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) কমিশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এর আগে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত অভিযোগ জানানোর সময় বেঁধে দিয়েছিল কমিশন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জোরপূর্বক গুমের ঘটনার ভিকটিম নিজে বা পরিবারের কোনো সদস্য বা আত্মীয়-স্বজন বা গুমের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী যে কোনো ব্যক্তি সশরীরে কমিশনের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন। এতে আরও বলা

২-এর পাতায় দেখুন

রাজশাহী মহানগর যুবদলের উদ্যোগে মসজিদ ও মাদ্রাসায় আর্থিক সাহায্য প্রদান

মোঃ আতিকুর রহমান আতিক, রাজশাহী: দেশ নায়ক তারেক রহমানের নির্দেশে রাজশাহী মহানগর যুবদলের সদস্য সচিব মোঃ রফিকুল ইসলাম রবির উদ্যোগে মসজিদ ও মাদ্রাসায় আর্থিক সাহায্য প্রদান করে যুবদলের কর্মীরা। ৮ অক্টোবর (মঙ্গলবার) দুপুর ৩ টায় খিরসিন টিকর,নওদাপাড়া আলকারিম দারুল উলুম কওমি মাদ্রাসা ও এতিমখানার ছাত্রদের সাথে তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন যুবদলের সদস্য সচিব রবি। এর পড় মাদ্রাসার ম্যানেজারের হাতে আর্থিক অনুদান প্রদান করেন যুবদলের কর্মীরা। সেখান থেকে তাঁরা রওজাতুস সালেহীন হাপেজিয়া মাদ্রাসা, হেতম খাঁ গোরস্থানের মাদরাসার ছাত্রদের তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে তাঁদের হাতে অনুদান তুলে দেন।

এই সময় উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহানগরের যুবদলের সদস্য সচিব মোঃ রফিকুল ইসলাম রবি,মাসুদুল হক মৃধা রাজশাহী মহানগর যুবদলের সদস্য, জুয়েল রানা রাজশাহী মহানগর যুবদলের সদস্য, কাজল যুবদল কর্মী, মমিনুল ইসলাম মিলু বোয়ালিয়া থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক,মোঃ সোহাগ চন্দ্রিমা থানার স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তিনি মসজিদ ও মাদ্রাসা এর পাশাপাশি রাজশাহীর বিভিন্ন পূজা কমিটির সাথে আলোচনা করে তাদের সমস্যা সমাধানের ব্যাবস্থা সহ আর্থিক অনুদান প্রদান করেছেন ।

দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা স্পেস পাবে না এটা আমাদের প্রতিজ্ঞা : মাহফুজ আলম

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম বলেছেন, যারা দেশের সাম্প্রাদায়িক পরিস্থিতিকে বিশৃঙ্খল করে তোলা এবং সরকারকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছেন, তাদের জেনে রাখা দরকার সরকার খুব নিবিড়ভাবে দেশের সব জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আছে। বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে নিয়মিত সংলাপের আয়োজন হচ্ছে। নিয়মিত বোঝা-পড়া হচ্ছে। সরকার তাদের ন্যায্য দাবিগুলো মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ওপেন আছে। দেশি-বিদেশি কোনও ষড়যন্ত্রকারী স্পেস পাবে না, এটা আমাদের প্রতিজ্ঞা। মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) দুপুরে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা জানান। মাহফুজ বলেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের

২-এর পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার রাজধানীর বকশিবাজারে সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার নিজস্ব মাঠ দখলমুক্ত করতে বিক্ষোভ করছেন প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীরা।

গুরুত্বপূর্ণ পদ শূন্য থাকায় অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষাকার্যক্রম

স্টাফ রিপোর্টার : উপাচার্যসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ এখনো শূন্য থাকায় ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। বিগত সরকারের পতনের পর ৪২ জন উপাচার্য (ভিসি) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে পদত্যাগ করেছেন। তবে ১০ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এখনো পদত্যাগ করেননি। তার মধ্যে এখনো ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। ফলে ব্যাহত হচ্ছে ওসব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ক্লাস-পরীক্ষাও ব্যাহত হচ্ছে। বর্তমানে দেশে ৫৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। এর মধ্যে আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের পর একে একে ৪২ জন ভিসি পদত্যাগ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, উপাচার্যের পদ শূন্য থাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সরকার এখন পর্যন্ত ৩৩ জন উপাচার্য নিয়োগ দিয়েছে। আর ৯ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো উপাচার্য নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয়নি।

Manabik Foundation

JOIN OUR VOLUNTEER TEAM

Manabik Foundation is a voluntary organization engaged in the service of humanity. It's working for the welfare of the poor and helpless people of the country.

MANABIK FOUNDATION

Let's join us

+8801887454562

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা বুধবার ॥ ০৯ অক্টোবর ২০২৪ ॥ ২৪ আশ্বিন ১৪৩১ বাংলা

ব্যাংকখাতে পরিবর্তনের ঢেউ ফিরছে আস্থা

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর পরই জাতির উদ্দেশে ভাষণে নিজের কর্মপরিকল্পনার ধারণা দেন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষে ব্যাংক ও আর্থিক খাতের ব্যাপক সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছি। কোনো বিদেশি ব্যবসা বা বিনিয়োগ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তা নিশ্চিত করতে চাই। আর এসব সংস্কার যেন টেকসই হয়, তা দীর্ঘমেয়াদে নিশ্চিত করতে এবং অবাধ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য উপযোগী পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। প্রধান উপদেষ্টার নেওয়া সংস্কারের প্রভাব দেখা দিয়েছে ব্যাংকখাতে। অত্যন্ত নাজুক আর ভঙ্গুর ব্যাংকগুলো ঢেলে সাজাতে নেওয়া হয়েছে নানান উদ্যোগ। যেখানে গ্রাহকের আস্থার সংকট ছিল তা ফিরিয়ে আনতে তৎপর বাংলাদেশ ব্যাংক। সংকট কমিয়ে আনতে ইতোমধ্যে দুর্বল ব্যাংকগুলোকে তারল্য সহায়তা দেওয়া হচ্ছে, যেখানে গ্যারান্টার হিসেবে রয়েছে খোদ কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলছে, ব্যাংকখাতে ব্যাপক সংস্কারে হাত দেওয়া হয়েছে। ফলে ব্যাংক থেকে ইতিবাচক প্রভাব আসবে।

- আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে এসেছে রেকর্ড ৪৬২ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স
- মূল্যস্ফীতির রাশ টেনে ধরতে দুই মাসে দুবার নীতি সুদ হার বৃদ্ধি
- কয়েক মাসের মধ্যে মূল্যস্ফীতি সহনীয় মাত্রায় চলে আসবে: বাংলাদেশ ব্যাংক

মুদ্রানীতিতে সুদহার বৃদ্ধির মাধ্যমে সংকোচনমূলক নীতি অবলম্বন করার ফলও পেতে শুরু করেছে তারা। বিনিময়হার স্থিতিশীল আর মূল্যস্ফীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা।

এরপর ৮ আগস্ট শপথ নেয় ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। এই সরকারের দুই মাসে ব্যাংকখাতে যত উদ্যোগ ও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তার কিছু তুলে ধরা হলো: বাংলাদেশ ব্যাংকে নতুন গভর্নর গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর পরই পালিয়ে যান বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার। অন্যদিকে ব্যাংক লুটপাটের সহযোগী হিসেবে আখ্যা দিয়ে ডেপুটি গভর্নরদের পদত্যাগ চান বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা। এরপর সরিয়ে দেওয়া হয় দুই ডেপুটি গভর্নর, পলিসি উপদেষ্টা ও বিএফআইইউ প্রধানকে।

৭-এর পাতায় দেখুন

বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক ট্যাগে নির্যাতনের শিকার ৮০শতাংশ শিক্ষার্থী

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও আবাসিক হলগুলোতে গত ১৫ বছরে যেসব নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে তন্মধ্যে ৮০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে রাজনৈতিক ট্যাগ ব্যবহার করে নির্যাতন করা হয়েছে। ৮৪ শতাংশ শিক্ষার্থী নির্যাতিত হয়েছেন আবাসিক হলগুলোতে। এছাড়া ১৪ শতাংশ শিক্ষার্থী ছাত্র শিবির ও ২ শতাংশ শিক্ষার্থী ছাত্রদলের রাজনীতি করার কারণে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। বিগত সরকারের আমলে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ না করা, রাতে হলে গেস্টরুমের মিটিংয়ে অনুপস্থিত থাকা, জ্যেষ্ঠ নেতাদের যথেষ্ট সম্মান-সমীহ না করাসহ নানা কারণে এসব নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এক গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন 'সোচ্চার-টর্চার ওয়াচডগ বাংলাদেশ'। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্যাতিত ৫০ জনের সাক্ষাৎকার নিয়ে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে সংগঠনটি। গত সোমবার রাতে বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক ওয়েবিনারে এ প্রতিবেদন প্রকাশ

৭-এর পাতায় দেখুন

পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান মঙ্গলবার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সুন্দরবন বাঘ জরিপ-২০২৪ এর ফলাফল ঘোষণা উপলক্ষ্যে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। -পিআইডি

২০ অক্টোবরের মধ্যে সেন্টমার্টিন নিয়ে কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত: পরিবেশ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : সেন্টমার্টিন দ্বীপে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করা, দ্বীপে রাত্রিযাপন এবং পর্যটকের সংখ্যা নির্ধারণসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা আগামী ২০ অক্টোবরের মধ্যে চূড়ান্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে 'সুন্দরবন বাঘ জরিপ-২০২৪' এর ফলাফল ঘোষণা উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে উপদেষ্টা এ কথা জানান। গত সোমবার আপনারা সেন্টমার্টিন দ্বীপ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সেখানে কী কী সুপারিশ এসেছে- জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, সেখানে যারা হোটেল ও জাহাজ চালান তারা একমত হয়েছেন যে, সেখানে একবার ব্যবহারযোগ্য কোনো প্লাস্টিক ঢুকতে দেওয়াই উচিত নয়। কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, চানাচুর, চিপস, আচার- এগুলো ওখানে ঢুকতে দেওয়াই উচিত না। উপদেষ্টা বলেন, তাদের সঙ্গে আরেকটা আলোচনা হয়েছে, সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেগুলো ঐক্যমতের ভিত্তিতে নেওয়া সিদ্ধান্ত কিন্তু সেগুলো কেন

৭-এর পাতায় দেখুন

আগামী সপ্তাহে বাড়তে পারে বৃষ্টি

স্টাফ রিপোর্টার : মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তা কিছুটা কমেছে। ফলে গত দুদিন থেকে সারাদেশে বৃষ্টি কমেছে। এ অবস্থায় সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। গতকাল মঙ্গলবার আবহাওয়া অফিসের নিয়মিত পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এছাড়া আগামী সপ্তাহের শেষদিকে বৃষ্টিপাত বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদ ওমর ফারুক। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, শুধু ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং ঢাকা, রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের কিছু জায়গায়, চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। এ সময় সারাদেশে দিন এবং

৭-এর পাতায় দেখুন

দুর্গাপূজায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা থাকবে: ডিএমপি কমিশনার

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার মো. মাইনুল হাসান বলেছেন, আসন্ন দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে ঢাকায় কোনো থ্রেট নেই। দুর্গাপূজায় মণ্ডপ এলাকা, বিসর্জন শোভাযাত্রা ও বিসর্জনের সময় সব ধরনের মাদকদ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকবে। মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) দুপুরে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দিরে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, একইসঙ্গে সব ধরনের পটকা ও আতশবাজির ব্যবহার না করার জন্য অনুরোধ করছি। বিসর্জনের সময় উচ্চস্বরে সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করা যাবে না। যারা সাঁতার জানেন না তারা বিসর্জনের সময় পানিতে না নামার অনুরোধ করছি। ডিএমপি কমিশনার বলেন, ঢাকা মহানগরীতে এবার ২৫৩টি পূজামণ্ডপে পূজা অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় ১৩১টি এবং উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকায় ১৩১টি মণ্ডপ রয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে শান্তি-শৃঙ্খলা ও ভাবগাম্ভীর্যভাবে পূজা অনুষ্ঠিত হতে পারে এজন্য এর আগে সমন্বয় সভা করেছি। প্রতিটি পূজামণ্ডপে ফিক্সড পুলিশ মোতায়েন থাকবে,

৭-এর পাতায় দেখুন

১১ অক্টোবর বন্ধ থাকবে দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান

স্টাফ রিপোর্টার : শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে আগামী শুক্রবার (১১ অক্টোবর) দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। এতে বলা হয়, অতীতের ধারাবাহিকতায় শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবারও অষ্টমী পূজার দিন অর্থাৎ ১১ অক্টোবর রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাজুস। বাজুসের এই ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ১১ অক্টোবর দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। প্রসঙ্গত, দেশের বাজারে বর্তমানে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণ বিক্রি হচ্ছে ১ লাখ ৩৭ হাজার ৪৪৯ টাকায়। আর ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি ১ লাখ ৩১ হাজার ১৯৭ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি ১ লাখ ১২ হাজার ৪৫৩ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি স্বর্ণের

৭-এর পাতায় দেখুন

শেরপুরে বন্যায় কৃষি খাতে ক্ষতি ৫০০ কোটি টাকা

শেরপুর প্রতিনিধি : ভয়াবহ বন্যার কবলে শেরপুরের পাঁচ উপজেলা। তিন দশকেও এত ভয়াবহ বন্যা দেখেনি শেরপুরবাসী। মহারশী আর চেল্লাখালী নদীর তীরবর্তী বাঁধের ভাঙনে লন্ডভন্ড স্থানীয় কৃষকদের স্বপ্ন। কৃষি বিভাগের তথ্য বলছে, টানা বর্ষণ আর পাহাড়ি ঢলে এবারের বন্যায় শুধু কৃষি খাতেই ক্ষতি হয়েছে ৫০০ কোটি টাকার। শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলার কৃষক সামাদ মিয়া। এবছর ৩০ বিঘা জমিতে করেছিলেন আমনের চাষ। গেলো শুক্রবারের বন্যায় ভেসে গেছে তার ফসলের খেত। ধার-কর্যের মূলধন সব হারিয়ে দিশেহারা তিনি। সামাদ মিয়া বলেন, আমার সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। খেতের একটা ধানও তুলতে পারবো না। একই অবস্থা দড়িকালীনগর গ্রামের রমিজ মিয়ারও। চড়া সুদে ঋণ নিয়ে স্বপ্ন বুনেছিলেন ৫০ বিঘা জমিতে। টানা বর্ষণ আর পাহাড়ি ঢলে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। রমিজ মিয়া বলেন, ৮৮

৭-এর পাতায় দেখুন

দুদকের জালে দেড় শতাধিক আওয়ামী লীগ মন্ত্রী-এমপি

স্টাফ রিপোর্টার : নখদন্তহীন বাঘ কিংবা রাজনৈতিক হাতিয়ার হচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এমন বিশেষণ নিয়ে টিমটিম করে চলছিল রাষ্ট্রীয় সংস্থাটি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হঠাৎ নড়েচড়ে বসেছে দুদক। অন্তবর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই আওয়ামী লীগ সরকারের অন্তত ৭০ মন্ত্রী-এমপি, সাবেক শীর্ষ আমলা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ব্যবসায়ী ও পুলিশের শীর্ষ কর্তাব্যক্তিদের দুর্নীতির খোঁজে মাঠে নেমেছে সংস্থাটি। শুধু তাই নয় তাদের নামে-বেনামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ফ্রিজ করা শুরু করেছে। অনুসন্ধান কাজ আরও গতিশীল করতে অর্ধশত ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছে বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা। যদিও এরই মধ্যে অনেকে দেশত্যাগ করেছেন, কেউ কেউ গ্রেপ্তার হয়েছেন। দুদক সূত্রে জানা যায়, অধিকাংশের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, ঘুষ গ্রহণ, ব্যাংকের ঋণ নিয়ে লুটপাট, অর্থপাচার, নিয়োগ বাণিজ্য, টেন্ডারবাজি, কমিশন বাণিজ্য, সরকারি ও বেসরকারি জমি-সম্পত্তি দখল, লুটপাটসহ নানা অনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে হাজার কোটি টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। দুদকের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেশের চলমান দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সদ্য সাবেক ক্ষমতাসীন মন্ত্রী-এমপি ও আমলাদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান কাজ চলমান আছে। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট তথ্য-উপাত্ত পাওয়ায় কমিশন থেকে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আইন-বিধি অনুসরণ করে কাজ চলমান রয়েছে। এটা প্রমাণিত দুদক স্বাধীনভাবে কাজের সুযোগ পেলে অবশ্যই ভালো কিছু করে দেখাতে পারবে। মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হবে। তিনি বলেন, কারও বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ এলে গোয়েন্দা ইউনিট থেকে সেসব অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেলে প্রকাশ্যে অনুসন্ধান শুরু করা হচ্ছে। এ বিষয়ে দুদক সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক মো. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, পটপরিবর্তনের পর দুদকের সাম্প্রতিক তৎপরতা দুইভাবে দেখা উচিত। একটি হচ্ছে প্রাক্তন মন্ত্রী ও জনপ্রতিনিধিদের বিতর্কিত

৭-এর পাতায় দেখুন

খালেদা জিয়ার গ্যাটকো মামলায় অভিযোগ গঠন শুনানি পেছালো

স্টাফ রিপোর্টার : গ্লোবাল অ্যাগ্রোট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড (গ্যাটকো) দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন শুনানির জন্য আগামী ২০ অক্টোবর দিন ধার্য করেছেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার তিন নম্বর বিশেষ আদালতের বিচারক আবু তাহেরের আদালতে মামলাটির অভিযোগ গঠন শুনানির দিন ধার্য ছিল। এদিন খালেদা জিয়ার পক্ষে হাজিরা দাখিল করেন তার আইনজীবী। এরপর আসামি পক্ষ অভিযোগ গঠন শুনানি পেছানোর জন্য সময়ের আবেদন করেন। সময়ের আবেদন মঞ্জুর করে আগামী ২০ অক্টোবর নতুন দিন ধার্য করেন আদালত। খালেদা জিয়ার আইনজীবী জিয়া উদ্দিন জিয়া ও হান্নান ভুইয়া এ তথ্য জানান। ২০০৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর তেজগাঁও থানায় এ মামলা করেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) উপ-পরিচালক গোলাম শাহরিয়ার চৌধুরী। এতে আসামি করা হয় চার

৭-এর পাতায় দেখুন

সাইবার নিরাপত্তা আইন সংশোধনযোগ্য নয় বাতিল করতে হবে: ড. ইফতেখারুজ্জামান

স্টাফ রিপোর্টার : সাইবার নিরাপত্তা আইন সংশোধনযোগ্য নয় বলে দাবি করেছেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। একইসঙ্গে তিনি আইনটি অবিলম্বে বাতিলেরও আহ্বান জানান তিনি। মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে 'বাতিলযোগ্য সাইবার নিরাপত্তা আইন: জনগণের প্রত্যাশা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে এ কথা বলেন তিনি। ডিজিটাল রাইট, নাগরিক ও ইউনাইটেড নেশনস বাংলাদেশ যৌথভাবে এই গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। টিআইবি নির্বাহী পরিচালক বলেন, সবাই বলেছেন আইনটি বাতিলযোগ্য। এটি সংশোধনযোগ্য নয়। আইনটি বাতিল করতে হবে। আমি অবিলম্বে আইনটি বাতিলের কথা বলব। এই আইনে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে দ্রুত ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে, তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, আইনটিকে যারা কর্তৃত্ববাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে, তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। যারা হুকুমের আসামি তাদেরও জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। ভবিষ্যতে কোনো আইনের মধ্যে আর সাইবার সিকিউরিটি শব্দটি থাকা উচিত নয়

৭-এর পাতায় দেখুন

অক্টোবরেই চালু হচ্ছে মেট্রোরেলের মিরপুর ১০ নম্বর স্টেশন

স্টাফ রিপোর্টার : ক্ষতিগ্রস্ত মিরপুর ১০ মেট্রোরেল স্টেশনটি শিগগিরই চালুর প্রস্তুতি নিচ্ছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)। এটি চলতি অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়েই চালুর চেষ্টা করা হচ্ছে। মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) ডিএমটিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবদুর রউফ একথা নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, 'বর্তমান সরকারের মানুষের প্রতি যে প্রতিশ্রুতি, দ্রুত সময়ের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত মেট্রোরেলের স্টেশনগুলো চালু করা, তা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে কাজীপাড়া সীমিত পরিসরে চালু করেছি। তা যাত্রীদের বেশ উপকারে আসছে। মিরপুর ১০ নম্বর স্টেশনের কাজও প্রায় শেষের দিকে। আগামী ১০ অক্টোবর আমরা প্রস্তুতিমূলকভাবে স্টেশনের কার্যক্রম চালু করবো। তারপর তা উপদেষ্টা মহোদয়ের নজরে দেবো। চেষ্টা আছে এই অক্টোবরেই এটি চালু করার।' উল্লেখ্য, গত ১৮ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচি চলাকালে রাজধানীর মিরপুরের ১০ নম্বর গোলচত্বরে থাকা পুলিশ বক্সে আগুন ধরিয়ে দেয় বিক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীরা। আগুনের কালো ধোঁয়া মেট্রোরেল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। জননিরাপত্তার স্বার্থে ওইদিন বিকাল সাড়ে ৫টায় মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরদিন ১৯ জুলাই শুক্রবার

৭-এর পাতায় দেখুন

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বাংলোর সিসিটিভির হার্ডডিস্ক গায়েব

স্টাফ রিপোর্টার : শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) উপাচার্যের (ভিসি) বাংলোর সিসিটিভি ক্যামেরার হার্ডডিস্ক হঠাৎ করেই গায়েব হয়ে যায়। উপাচার্যের বাসভবনের ক্ষয়ক্ষতি তদন্ত করতে গিয়ে বিষয়টি ধরা পড়ে। এ ঘটনায় সিলেট মহানগর পুলিশের জালালাবাদ থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। গত সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফারুক মিয়া থানায় এই সাধারণ ডায়েরি দায়ের করেন। এসব তথ্য নিশ্চিত করেন জালালাবাদ থানার ওসি মোহম্মদ হারুনুর রশীদ। তিনিবলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বাংলো থেকে সিসিটিভি ক্যামেরার হার্ডডিস্ক গায়েব হওয়ার ঘটনায় থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। সাধারণ ডায়েরিতে উল্লেখ করা হয়েছে, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্যের বাসভবনের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের জন্য একটি

৭-এর পাতায় দেখুন

কানাডার অটোয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশন মঙ্গলবার 'বিশ্ব শিশু দিবস-২০২৪' উপলক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিশুদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন হাইকমিশনার নাহিদা সোবহান।

রাজধানীতে ট্রাফিক আইন অমান্যে ৮৫৭ মামলা, জরিমানা ৩৫ লাখ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে ৮৫৭ টি মামলা ও ৩৫ লাখ ১৪ হাজার ৬২৫ টাকা জরিমানা করেছে ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ডিএমপি'র মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, গত সোমবার ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের অভিযানে এসব মামলা ও জরিমানা করা হয়। এছাড়াও অভিযানকালে ২১৪ টি গাড়ি ডাম্পিং ও ৮৬ টি গাড়ি রেকার করা হয়েছে। ঢাকা মহানগর এলাকায় ট্রাফিক শৃঙ্খলা রক্ষায় ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।

শেয়ারবাজার

টানা দরপতনে হাহাকার বাড়ছে বিনিয়োগকারীদের

স্টাফ রিপোর্টার : নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) একের পর এক বৈঠক করলেও দেশের শেয়ারবাজারে দরপতন থামছে না। অব্যাহত দরপতনের মধ্যে পড়ে প্রতিনিয়ত বিনিয়োগ করা পুঁজি হারাচ্ছেন বিনিয়োগকারীরা। ফলে দিন যত যাচ্ছে তাদের হাহাকার ততো বাড়ছে। গত কয়েক কার্যদিবসের মতো মঙ্গলবারও (৮ অক্টোবার) প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এবং অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) দরপতন হয়েছে। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটর দাম কমায় দুই বাজারেই মূল্যসূচকের পতন হয়েছে। এর মাধ্যমে চলতি সপ্তাহের তিন কার্যদিবসেই শেয়ারবাজারে দরপতন হলো। আর শেষ সাত কার্যদিবসের মধ্যে ছয় কার্যদিবসেই দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে এমন দরপতন দেখা দেওয়ার প্রতিবাদে একাধিক দিন বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছেন বিনিয়োগকারীদের একটি অংশ। বিনিয়োগকারীদের এই বিক্ষোভ থেকে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসির চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদের পদত্যাগের দাবি জানানো হয়েছে। অন্যদিকে নিয়ন্ত্রক সংস্থা কয়েক দফায় বাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেছে

৭-এর পাতায় দেখুন

লেবাননে আশ্রয়কেন্দ্রে যাচ্ছেন বাংলাদেশিরা

স্টাফ রিপোর্টার : লেবাননে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দেশটিতে অবস্থানরত বাংলাদেশিরা আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান নিচ্ছেন। বাংলাদেশ দূতাবাস বৈরুত নিয়মিতভাবে প্রবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে। লেবাননের স্থানীয় সময় সোমবার (৭ অক্টোবর) রাতে দূতাবাস এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়, লেবাননে যুদ্ধের কারণে যেসব প্রবাসী কর্মস্থল ও আবাসস্থল ত্যাগ করেছেন তাদেরকে লেবানন প্রবাসী বিভিন্ন বাংলাদেশি ব্যক্তি ও সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে সমন্বয় করে তুলনামূলক নিরাপদ এবং অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে এক দিনে ১৭৫টি রকেট ছুড়ল হিজবুল্লাহ এছাড়া, কিছু সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি লেবানিজ সরকার ঘোষিত আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক বিভিন্ন সামযিক

৭-এর পাতায় দেখুন

গোমস্তাপুরে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার

মোঃ দুলাল আলী, গোমস্তাপুর প্রতিনিধিঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে সেবি (৩৫) নামে এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার ভোররাতে তার বাড়ির পিছনের আমবাগানে এই ঘটনা ঘটে। নিহত গৃহবধূ উপজেলার গোমস্তাপুর ইউনিয়নের হোগলা দারাবাজ গ্রামের বাসিন্দা রেসিম আলীর স্ত্রী। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন গোমস্তাপুর থানার ওসি শহিদুল ইসলাম। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায় মঙ্গলবার ভোররাতে হোগলা দারাবাজ গ্রামের রেসিম আলীর স্ত্রী সেবি পরিবারের অজান্তে বাড়ির পেছনে আমগাছে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে। পরে পরিবারের লোকজন জানতে পেরে গোমস্তাপুর থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ওই গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

পারিবারিক কলহের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে বলে পুলিশ প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে।

এবিষয়ে গোমস্তাপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শহিদুল ইসলাম বলেন পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ওই গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় গোমস্তাপুর থানায় অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা দায়ের হয়েছে।

সাবেক আইজিপি মামুন ৩৮ দিনের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে হত্যার অভিযোগে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী ও নিউমার্কেট থানার পৃথক সাত মামলায় পুলিশের সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনের ৩৮ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শাহিন রেজার আদালত শুনানি শেষে রিমান্ডের আদেশ দেন। এর মধ্যে যাত্রাবাড়ী থানার ৬টি ও

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

প্রবাসীদের জন্য লাউঞ্জ হচ্ছে

সেবা বৃদ্ধিতে বেবিচক সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছে। নতুন আরও বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যেগুলোর কার্যক্রম চলমান। তিনি বলেন, আগামী এক মাসের মধ্যে প্রবাসী যাত্রীদের জন্য হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বহুতল কার পার্কিংয়ের দ্বিতীয় তলায় একটি বিশেষ লাউঞ্জের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যেখানে দূর দূরান্ত থেকে আসা প্রবাসীদের বিশ্রাম নেওয়া এবং স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যকর খাবারের ব্যবস্থা করা হবে। সাক্ষাতের সময় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন কামরুল ইসলাম, এটিজেএফবি সভাপতি তানজিম আনোয়ার, সহ-সভাপতি রাজীব ঘোষ, সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরুল কাওসার ইমনসহ সংগঠনের সিনিয়র সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা স্পেস

ওপর হামলার ঘটনায় মামলা পরিচালনা ও আর্থিক সহায়তায় সরকার এগিয়ে আসবে। তিনি বলেন, 'গত দুই মাসে হিন্দু সম্প্রদায় যেসব দাবি নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে, আমরা সেগুলো পর্যবেক্ষণ করছি। কী ধরনের পদক্ষেপ নিলে তাদের দাবিগুলোর সঙ্গে কাজ করে যেতে পারি আমরা সে চেষ্টা করেছি। গত ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের পরে আমরা দেখেছি, বিভিন্ন জায়গায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হিন্দুসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের ওপর হামলা হয়েছে। ওই সময় সরকার, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র ও জনতা এসব হামলা-সংঘাত রুখে দিতে চেষ্টা করেছে। এরপরও অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিল থেকে আমরা তাদের সাহায্য-সহযোগিতার চেষ্টা করবো। আমরা হয়তো আজ-কালের মধ্যে সেটি করবো। যাতে তারা নিরাপদে ও আনন্দে পূজা উদযাপন করতে পারেন।' দুর্গাপূজার ছুটি একদিন বাড়ানো হবে জানিয়ে তিনি বলেন, 'অনেকদিন ধরে দুর্গাপূজার ছুটি বাড়ানোর দাবি ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের। তারা ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত আনন্দ উদযাপন করেন। এবার দুর্গাপূজার দশমীর আগে শুক্র-শনিবার পড়েছে। তাই আমরা চিন্তা করেছি, এবার আমরা একদিন ছুটি বাড়িয়ে দেবো। সরকার বৃহস্পতিবার ছুটি ঘোষণা করে আজকের মধ্যে একটি প্রজ্ঞাপন হয়তো জারি করবেন। এর মধ্যে দিয়ে পূজার ছুটি একদিন বাড়ানো হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'শুধু হিন্দু সম্প্রদায় নয়, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও যেভাবে নিপীড়িত বলে অনুভব করছে, নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করছে, আমরা তাদের পরিস্থিতি খুব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। আমরা দেখবো, যাতে তারা নির্বিঘ্নে ও আনন্দের সঙ্গে তাদের প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন করতে পারেন। সব জনগোষ্ঠীর নির্বিঘ্নে আনন্দে নিজস্ব উৎসব পালনের অধিকার আছে। সেই অধিকার নিশ্চিতে সরকার বদ্ধ পরিকর। কঠিন চীবর দান উৎসবের বিষয়ে আমরা খুব শগগিরই এমনভাবে ব্যবস্থা নেবো যাতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা তাদের উৎসব পালন করতে পারেন।'

১০০০ এতিমকে খাওয়াবে স্টার

উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তারা। এর আগে, স্টার কাবাবের ফেসবুক পেজে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবৃতি দিয়ে দুঃখপ্রকাশ করে তারা। একইসঙ্গে পুনরায় এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটানোর প্রতিশ্রুতিও দেয় রেস্টুরেন্টটি। বিবৃতিতে তারা জানায়, গত রোববার (৬ অক্টোবর) বিকেলে আমাদের বনানী স্টার কাবাবে একজন সম্মানিত কাস্টমারের (গ্রাহক) সঙ্গে একজন কর্মচারীর ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে উদ্ভূত অনভিপ্রেত ঘটনার জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত। সেইসঙ্গে আমরা আমাদের এই সম্মানিত কাস্টমারের কাছে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তির আওতায় নিয়ে এসে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত রোববার দুপুরে বনানীর স্টার কাবাবে কাচ্চি বিরিয়ানির সঙ্গে পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত টিক্কা দেওয়ায় প্রতিবাদ করায় সালেহ মোহাম্মদ রশীদ অলককে মারধর করে হোটেলটির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এতে তার ডান হাত ও ডান পা ভেঙে যায়, কপাল ও মাথা ফেটে রক্তাক্ত হন তিনি। আহত অবস্থায় কুর্মিটোলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। সাংবাদিক অলকের রক্তাক্ত একটি ভিডিও ফেসবুকে ভাইরাল হয় ওই দিনই। এতে তাকে বলতে শোনা যায়, দুপুরে তিনি ও তার এক বন্ধু খাবার গন্ধ হওয়ার অভিযোগ করলে স্টার কাবাবের ম্যানেজার বলেন, জীবনে টিক্কা খাননি আপনি। এটা এমনই হয়। এ কথা শুনে তিনি প্রতিবাদ করলে আরও তিনজন গ্রাহকও একই অভিযোগ করেন। এতে ম্যানেজার কলিংবেল চেপে সব স্টাফকে জড়ো হতে বলেন এবং স্টাফরা অলককে ধাক্কা দিতে দিতে দোতলা থেকে নিচ তলায় নামান এবং নিচ তলায় সিঁড়ির নিচে ফেলে মারধর করেন। স্টার কাবাবের ১৪ থেকে ১৫ জন এ হামলায় অংশ নেন। এ ঘটনায় ওইদিনই মামলা দায়ের করেন ভুক্তভোগী সাংবাদিক সালেহ মোহাম্মদ রশীদ অলক। পরে ঘটনায় জড়িত ১১ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাসেল সারোয়ার তখন জানান, স্টার কাবাবে সালেহ মোহাম্মদ রশীদ অলক নামে এক ব্যক্তির ওপর হামলার ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে। ইতোমধ্যে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সবার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অজ্ঞাত আরও ৪ থেকে ৫ জনের নামে মামলা হয়েছে। তদন্তসাপেক্ষে আরও কেউ জড়িত থাকলে, সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে।

পলক ২৪, দীপু মনি ১৪, ইনু-মেনন

হত্যাচেষ্টা মামলায় পলকের ৫ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়। আসামিদের পক্ষে তাদের আইনজীবীরা রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষ এর বিরোধীতা করে। শুনানি শেষে আদালত রিমান্ডের আদেশ দেন। রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকার চিটাগাং রোডে গত ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন ইমন হোসেন গাজী নামের এক যুবক। এ ঘটনায় তার ভাই আনোয়ার হোসেন বাদী হয়ে ২৮ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানায় ৮৫ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ১৪ বছরের কিশোর মাহমুদুল হাসান জয় একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। গত ৫ আগস্ট সে ছাত্র আন্দোলনের ডাকা মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচিতে যোগ দেয়। ওই দিন বেলা ১১টায় যাত্রাবাড়ীর শনিরআখড়া ব্রিজের কাছে পৌঁছালে মাহমুদুল হাসান জয় গুলিবিদ্ধ হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় জয়ের পূর্ব পরিচিত দাবিকারী রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানার সাত মসজিদ হাউজিংয়ের বাসিন্দা মো. রবিউল আউয়াল শেখ হাসিনাসহ ৩৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। গত ১৮ জুলাই যাত্রাবাড়ীর কাজলা বিশ্ব রোড এলাকায় গুলিতে সাকিব হাসান মারা যায়। গত ১৮ জুলাই যাত্রাবাড়ী থানাধীন মেয়রের হাসপাতালের সামনে রফিকুল ইসলাম গুলিবিদ্ধ হন। পরদিন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। গত ২ আগস্ট নিউমার্কেট থানাধীন ২ নং গেটের সামনে হামলা ও গুলিতে আহত হন মাজেদুল ইসলাম।

ছয় মামলায় সাবের হোসেনের

আক্রান্ত। তার হার্টে তিনটি রিং পরানো হয়েছে। বর্তমান শারীরিক পরিস্থিতিতে পুলিশ হেফাজতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আশানুরূপ তথ্য পাওয়া যাবে না। তাই আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ দিনের রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ না করে আদালতে প্রেরণ করা হলো। ভবিষ্যতে আসামির সুস্থতা সাপেক্ষে পুনরায় পুলিশের পক্ষ থেকে রিমান্ডের আবেদন করা হবে। অন্যদিকে, আসামিপক্ষের আইনজীবী তার জামিন চেয়ে শুনানি করেন। রাষ্ট্রপক্ষ থেকে তার জামিনের বিরোধিতা করা হয়। শুনানি শেষে আদালত এ আদেশ দেন। এর আগে, খিলগাঁও থানার চার মামলায় তার জামিন মঞ্জুর করে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসান। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের পরিদর্শক আসাদুজ্জামান জানান, গ্রেপ্তার হওয়া সব মামলায় জামিন পাওয়ায় সাবের হোসেনের কারামুক্তিতে বাধা নেই। যেহেতু তিনি আদালতের হাজতখানায় রয়েছেন, এখান থেকেই জামিনে মুক্ত হবেন। এর আগে, গতকাল তার পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। বিএনপির কার্যালয়ে পুলিশের অভিযানে গুলিতে মকবুল নামের বিএনপি কর্মী নিহতের মামলায় তাকে রিমান্ডে পাঠানো হয়। রিমান্ড শুনানি শেষে এজলাস থেকে হাজতখানায় যাওয়ার সময় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর প্রটোকল ভেঙে তার ওপর ডিম নিক্ষেপ ও হামলা চালায় বিএনপির নেতাকর্মীরা।

পিএসসির চেয়ারম্যানসহ সব

অতিরিক্ত সচিব হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

৫ হাজার কোটি টাকা লোপাট

এলাকায় সরবরাহ করা হয়। বিজয় ইন্টারন্যাশনাল টোব্যাকো ও তারা ইন্টারন্যাশনাল টোব্যাকো প্রতিষ্ঠান দুটি বছরে কমপক্ষে ১০ হাজার টন সিগারেটে তৈরির কাঁচামাল সংগ্রহ করেছে সিগারেটের কাঁচামাল আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে; যা দিয়ে ৫ কোটি সিগারেটের শলাকা তৈরি সম্ভব। এখানে সরকার ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক বাবদ রাজস্ব হারিয়েছে কমপক্ষে তিন হাজার কোটি টাকা। এছাড়া লিটন সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কোম্পানির সিগারেটের শলাকায় ব্যবহার করা ব্যান্ড রোল সংগ্রহ করে পুনরায় ব্যবহারের অভিযোগও রয়েছে। এ সিন্ডিকেটের সদস্যরা পানের দোকান থেকে সিগারেট কোম্পানির ব্যবহার হওয়া ব্যান্ড রোল সংগ্রহ করে। এজন্য প্রতিষ্ঠানটি দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা দেওয়া হয় দোকানদারকে। পুরনো ব্যান্ড রোল বারবার ব্যবহার করে এ সিন্ডিকেট ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক বাবদ লোপাট করেছে কমপক্ষে দুই হাজার কোটি টাকা। সব মিলিয়ে বিদেশি ব্র্যান্ডের নকল সিগারেট ও ব্যান্ড রোল জালিয়াতি করে দুই প্রতিষ্ঠান লোপাট করেছে কমপক্ষে পাঁচ হাজার কোটি টাকা। ওই দুই কোম্পানির মধ্যে বিজয় ইন্টারন্যাশনাল টোব্যাকোর কিছু দলিল বাংলাদেশ প্রতিদিনের হাতে এসেছে। ওই দলিল পর্যালোচনা করে দেখা যায়, রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মসের (আরজেএসসি) তথ্যানুযায়ী, ২০২০ সালের ডিসেম্বরে বিজয় ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা হয়। এ কোম্পানির চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন চসিকের সাবেক প্যানেল মেয়র ও নওফেল ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত আবদুস সবুর লিটন। কোম্পানিতে শেয়ারের সংখ্যা ১০ হাজার। ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে রয়েছেন লিটনের ভাই আবদুল মান্নান খোকন। তার শেয়ারের সংখ্যা দুই হাজার। ওই কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হিসেবে রয়েছে নিহান ইনভেস্ট হোল্ডিং লিমিটেডের প্রতিনিধি এমা ক্লেয়ার বার্টন। ওখানে দেওয়া তথ্যে এমার স্বামী হিসেবে মহিবুল হাসান চৌধুরীর নাম দেওয়া হয়েছে। ঠিকানা ব্যবহার করা হয়েছে ২০৭ চশমা হিল আবাসিক এলাকা, খুলশী, চট্টগ্রাম; যা মুহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলের পৈতৃকনিবাস। এক নির্ভরযোগ্য সূত্র জানান, নিহান ইনভেস্ট হোল্ডিং লিমিটেডের ৯৯ শতাংশ শেয়ার হচ্ছে নওফেল ও তার স্ত্রী এমার। বাকি ১ শতাংশ তাদের এক পারিবারিক বন্ধুর। জানা যায়, বিজয় ইন্টারন্যাশনাল টোব্যাকো এবং তারা ইন্টারন্যাশনাল টোব্যাকো নকল সিগারেট তৈরি এবং নকল ব্যান্ড রোল কারখানার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়ে বারবার অভিযান পরিচালনা করেছে বিভিন্ন সংস্থা। কিন্তু প্রতিবারই ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকেছে দুই প্রতিষ্ঠান। সর্বশেষ ২৫ সেপ্টেম্বর তারা ইন্টারন্যাশনালের কারখানায় যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে ৫৩ হাজার অবৈধ রাজস্ব স্ট্যাম্প এবং ১৩ লাখ ১৯ হাজার ৮২০ শলাকা সিগারেট জব্দ করা হয়। পরে নকল সিগারেট উৎপাদনের অভিযোগে তারা ইন্টারন্যাশনাল টোব্যাকো কোম্পানিকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এর আগে ৯ মে শুল্ক গোয়েন্দা তারা ইন্টারন্যাশনাল টোব্যাকোতে অভিযান চালায়। গত ২১ মে শুল্ক গোয়েন্দারা কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় বিজয় ইন্টারন্যাশনালের কার্যালয়ে অভিযান চালান। সেখানে নকল সিগারেট তৈরির মালামাল জব্দ করা হয়। বিজয় ইন্টারন্যাশনাল টোব্যাকো এবং তারা ইন্টারন্যাশনাল টোব্যাকোর নকল সিগারেট ও নকল ব্যান্ড রোল লাগিয়ে সিগারেট সরবরাহের অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করে চট্টগ্রাম সিআইডি। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তদন্তসংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা বলেন, অভিযোগ পেয়ে বিজয় ইন্টারন্যাশনাল টোব্যাকো ও তারা ইন্টারন্যাশনাল টোব্যাকোর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করা হয়। তদন্তে সাবেক মন্ত্রী নওফেলের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি আমরা জানতে পারি। কিন্তু একপর্যায়ে অদৃশ্য চাপে থমকে যায় সে তদন্ত। পরে এ ফাইল ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর মামলার কী অবস্থা হয়েছে তা জানি না।

৯৬ কোটি টাকার মসুর

কমিটি জানায়। এর আগে ভারত থেকে মসুর ডাল কিনতে প্রতি কেজিতে ১২৪ টাকা ব্যয় করতে হয়েছে। এখন দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে অনেকটা কম দামে ডাল কেনা সম্ভব হচ্ছে।

আজ থেকে শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু

করেন। তখন মানুষ অস্থির না হয়ে তাকে ডাকলেই তিনি তার কষ্ট দূর করেন। 'মহা চণ্ডী'তে উল্লেখ আছে, ত্রেতা যুগে ভগবান রাজা রাম চন্দ্র দশানন রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে রত হন। পাপের বিনাশের লক্ষ্যে দেবী আদ্যাশক্তি মহামায়ার কাছে শক্তি বৃদ্ধির আশায় শরৎ কালে তার পূজা করেছিলেন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করে দেবী সীতাকে উদ্ধার করেন ও রাবণকে হত্যা করতে সক্ষম হন রাম চন্দ্র। সেই থেকে পৃথিবীতে প্রতি বছর শরৎকালে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা দূর্গোৎসব পালন করে আসছেন। এবছর দেবী দুর্গার আগমন হবে দোলায় বা পালকিতে। ওই পালকি বা দোলায় দেবীর আগমন বা গমন হলে ফলাফল হয় মড়ক। দেবী দুর্গার ২০২৪ সালে মর্ত্যে আগমন যেহেতু দোলায় হচ্ছে, তার ফলাফল হতে পারে মড়ক। যা শুভ ইঙ্গিত নয়। এছাড়াও দেবী স্বর্গে গমন করবেন ঘোটকে বা ঘোড়ায়। শাস্ত্রমতে দেবীর গমন বা আগমন ঘোটকে হলে ফলাফল ছত্রভঙ্গ হয়। সেই নিরিখে ২০২৪ সালে দেবীর গমন ঘোড়ায় হওয়ার জেরে ফলাফল ছত্রভঙ্গ হতে পারে। শাস্ত্রমতে এই ঘোটকে গমনের ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক এলোমেলো অবস্থাকে ইঙ্গিত করে। এটি যুদ্ধ, বিগ্রহ, আশান্তি, বিপ্লবের ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। রামকৃষ্ণ মিশনের নির্ঘণ্টে বলা হয়েছে, বুধবার সকাল ৬টা ১০ মিনিটে সায়াংকালে দুর্গাদেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস। উৎসবের প্রথম দিন ষষ্ঠী পূজা বিকেল ৫টার পরে আরম্ভ হবে। পূজাকে আনন্দমুখর করে তুলতে দেশজুড়ে বর্ণাঢ্য প্রস্তুতি প্রায়ই শেষ হয়েছে। সারাদেশে এখন বইছে উৎসবের আমেজ। ঢাক-ঢোল কাঁসা এবং শঙ্খেখর আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠেছে বিভিন্ন মণ্ডপ। বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি বাসুদেব ধর বলেন, বাঙালি হিন্দুদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা আগামী বুধবার থেকে শুরু হবে, যা আগামী ১৩ অক্টোবর প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, সারাদেশে এ বছর ৩২ হাজার ৬৬৬টি মণ্ডপে দুর্গাপূজা উদযাপিত হবে। দুর্গাপূজা উপলক্ষে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশের প্রতিটি পূজামণ্ডপের নিরাপত্তা রক্ষায় পুলিশ, আনসার, বিজিবি, র‍্যাবসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা দায়িত্ব পালন করবেন। পুলিশ ও র‍্যাবের পাশাপাশি প্রায় প্রতিটি মণ্ডপে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী দায়িত্ব পালন করবে। ঢাকেশ্বরী মন্দির মেলাঙ্গনে মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির উদ্যোগে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হবে। রাজধানীতে কেন্দ্রীয় পূজা উৎসব হিসেবে পরিচিত ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির মণ্ডপে পূজার পাশাপাশি ভক্তিমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠান, বস্ত্র বিতরণ, মহাপ্রসাদ বিতরণ, আরতি প্রতিযোগিতা, স্বেচ্ছা রক্তদান ও বিজয়া শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। দুর্গোৎসব উপলক্ষে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, মহানগর সার্বজনীন পূজা উদযাপন কমিটির নেতৃবৃন্দ হিন্দু সম্প্রদায়সহ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সব নাগরিককে শারদীয় দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

গুরুত্বপূর্ণ পদ শূন্য থাকায় অনেক

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি, প্রোভিসি ও ট্রেজারার না থাকায় প্রতিষ্ঠানগুলো পুরোপুরি ক্লাসে ফিরতে পারেনি। ফলে কয়েক মাস বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকায় সেশনজট দীর্ঘ হওয়ার শঙ্কা বাড়ছে। সূত্র আরো জানায়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হলেও তাঁরা এখনো গুছিয়ে উঠতে পারছেন না। কারণ শুরুতে তাঁদের প্রশাসনিক পদগুলো পূরণ করতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে। তাছাড়া তাঁরা সব শিক্ষককে খুশি করতে পারছেন না। কেউ কেউ তাঁদের বিপক্ষে চলে যাচ্ছেন। আবার ক্যাম্পাসে যাতে কোনো কাজে কোনো ধরনের বিতর্কের মধ্যে না পড়তে হয় সেদিকও বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হচ্ছে । এদিকে বর্তমানে উপাচার্য না থাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ওসব প্রতিষ্ঠানে এখনো ভিসি নিয়োগ দেয়া হয়নি। ওসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিনদের সভা থেকে সিনিয়র একজন শিক্ষককে আর্থিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব দিয়ে কোনোমতে কাজ চালানো হচ্ছে। তবে বিগত সরকার পতনের পর ৪২ জন উপাচার্য পদত্যাগ করলেও ১০ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এখনো পদত্যাগ করেননি। তাঁরা হলেন- বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সিলেটের উপাচার্য ডা. এ এইচ এম এনায়েত হোসেন, চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. নাছিম আখতার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় কিশোরগঞ্জের উপাচার্য জেড এম পারভেজ সাজ্জাদ, হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. আবদুল বাসেত, শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় খুলনার উপাচার্য ডা. মোহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান, কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ কে এম জাকির হোসেন, সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. আবু নঈম শেখ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পিরোজপুরের উপাচার্য কাজী সাইফুদ্দীন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় নওগাঁর উপাচার্য মো. আবুল কালাম আজাদ এবং মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয় মেহেরপুরের উপাচার্য মো. রবিউল আলম। মূলত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যরা পদত্যাগ করেননি। কারণ ওসব প্রতিষ্ঠানে মাত্র দু-চার বছর ধরে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আর ওসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীও বেশি নয়। মূলত ওসব নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী খুব কম হওয়ায় উপাচার্যরা এখনো বহাল রয়েছেন। অন্যদিকে দেশের ৫৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে আরো ছয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আইন পাস হয়েছে। কিন্তু সেগুলোতে এখনো ভিসি নিয়োগ দেয়া হয়নি। যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কার্যক্রমও শুরু হয়নি সেগুলো হলো- বগুড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শরীয়তপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়, লক্ষ্মীপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সাতক্ষীরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নারায়ণগঞ্জ। সার্বিক বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়-১ অধিশাখা) নুরুন আক্তার জানান, বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু ভিসি নয়, প্রোভিসি ও ট্রেজারার পদও শূন্য হয়ে যায়। ইতোমধ্যে বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের শূন্যপদ পূরণ করা হলেও এখনো কিছু বাকি আছে। সেগুলোর কাজ চলছে। মূলত একটি ফাইল প্রসেস করে তা বিভিন্ন দপ্তর ঘুরে আসতে সময় লাগে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েরই ফাইল চলমান। আশা করা যায় নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ হয়ে যাবে।

গুম সংক্রান্ত কমিশনে অভিযোগ

হয়, ডাকযোগে বা ই- মেইলেও অভিযোগ জানানো যাবে। অভিযোগ জানানোর ঠিকানা- গুম সংক্রান্ত কমিশন অব ইনকোয়ারি, ৯৬, গুলশান অ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২১২। ই-মেইল: edcommission.bd@gmail.com গত ২৭ আগস্ট এ কমিশন গঠন করে অন্তর্বরতীকালীন সরকার। ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি থেকে গত ৫ আগস্ট পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে জোরপূর্বক গুম হওয়া ব্যক্তিদের সন্ধান, তাদের শনাক্ত এবং কোন পরিস্থিতিতে গুম হয়েছিল তা নির্ধারণ করবে এ কমিশন। 'কমিশন অব ইনকোয়ারি অ্যাক্ট, ১৯৫৬' অনুসারে তদন্তকার্য সম্পন্ন করে তিন মাসের মধ্যে সরকারের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করবে এটি।

কমিশনের সভাপতি হাইকোর্ট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী। এছাড়া সদস্য হিসেবে রয়েছেন- হাইকোর্ট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মো. ফরিদ আহমেদ শিবলী, মানবাধিকার কর্মী নূর খান, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নাবিলা ইদ্রিস ও মানবাধিকার কর্মী সাজ্জাদ হোসেন।

পূজার ছুটি বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন

মন্ত্রণালয়ের অংশের ৩৭ নম্বর ক্রমিকের অনুবলে সরকার আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে ১০ অক্টোবর নির্বাহী আদেশে দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি ঘোষণা করল। সাধারণ ছুটির সময়ে সব সরকারি, আধা- সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি অফিস বন্ধ থাকবে। এতে বলা হয়, জরুরি পরিষেবা যেমন- বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি, ফায়ার সার্ভিস, বন্দরগুলোর কার্যক্রম, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট, ডাক সেবা এবং এ সংশ্লিষ্ট সেবা কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মীরা এ ছুটির আওতার বাইরে থাকবেন। হাসপাতাল ও জরুরি সেবা এবং এ সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা এ ছুটির আওতার বাইরে থাকবেন। চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক ও কর্মীরাও ছুটির আওতায় বাইরে থাকবেন। ছুটির আওতার বাইরে থাকবেন ওষুধসহ চিকিৎসা সরঞ্জামাদি বহনকারী যানবাহন ও কর্মীরাও। জরুরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত অফিসগুলো এ ছুটির আওতার বাইরে থাকবে। ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু রাখার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবে। আদালতের কার্যক্রমের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান দেবেন বলেও প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়। এর আগে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম জানান, আজ মঙ্গলবারের মধ্যে প্রজ্ঞাপন জারি করে ১০ অক্টোবর ছুটি ঘোষণা করা হবে।

বাজার নিয়ন্ত্রণে সাড়ে ৪ কোটি

বার্ড ফ্লু ভাইরাস ও ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া মুক্ত মর্মে সনদ দাখিল করতে হবে। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শুল্ক-কর পরিশোধ ও অন্যান্য বিধি-বিধান মানতে হবে। এছাড়া ডিম আমদানির প্রতি চালানের অন্যূন ১৫ দিন আগে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে জানাতে হবে। আমদানির অনুমতি পাওয়ার সাত দিন পর পর অগ্রগতি প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে এবং আমদানির অনুমতির মেয়াদ আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বহাল থাকবে।

ডিসেম্বরের মধ্যে ইতালির ২০ হাজার

বক্তব্যের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য কি জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, ইতোমধ্যে আমরা যে প্রতিবাদ জানিয়েছি সেটাই যথেষ্ট। অন্য এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, শেখ হাসিনার দুবাই যাওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত কোনো তথ্য নেই। দিল্লিতেও খোঁজ নেওয়া হয়েছে। তিনি আজমানে সম্ভবত গেছেন, কিন্তু নিশ্চিত হওয়া যায়নি। লেবানন থেকে যারা আসতে চায়, তাদের একটি তালিকা করতে সেখানকার দূতাবাসকে বলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। তিনি আরও বলেন, হাইকমিশনকে বলা হয়েছে একটা ফ্লাইটেরও ব্যবস্থা করতে। মামলাভুক্ত আসামিদের ফিরিয়ে আনার বিষয়ে সরকার উদ্যোগ নেবে কিনা- জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, আদালত তাদের ফিরিয়ে আনার বিষয়ে বললে তখন ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ আছে সরকারের

নেতার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বৈঠক হয়নি। বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের সঙ্গে সবসময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সংবর্ধনায় দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কোনো দেশের শীর্ষ নেতার দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের তেমন নজির নেই। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এমন বিরল ঘটনা ঘটেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ড. ইউনূসকে কাছে পেয়ে বুকে টেনে নেন। হাতে হাত রেখে বলেন, বাংলাদেশের সংস্কারের যে লক্ষ্য নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ঠিক করেছেন, তাকে বাস্তবে রূপ দিতে সব ধরনের সহযোগিতা করবে হোয়াইট হাউস। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৯তম সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে মাত্র চারদিনের সফরে বাংলাদেশের সরকার প্রধান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোসহ ১২টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সাইডলাইনে ৪০টি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকেও অংশ নেন। ঢাকার কূটনীতিকরা বলছেন, নানা ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের একপ্রকার সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছিল। ড. ইউনূসের নিউইয়র্ক সফরে সেই সংকট অনেকটাই কেটেছে। বিশেষ করে গণতন্ত্র, মানবাধিকারসহ বিভিন্ন ইস্যুতে বাংলাদেশের যে ভাবমূর্তি সংকট ছিল, সেটা কাটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বাংলাদেশের একটি বৈঠকের সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়নি সফরসূচিতে মিল না থাকায়। তবে নিউইয়র্কে বৈঠক করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন ও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। বৈঠকে তারা সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বর্তমান দিল্লির সঙ্গে সম্পর্কে ঢাকার যে টানাপোড়ন চলছে সেটি দৃশ্যমান। উভয়পক্ষের স্বার্থে এই টানাপোড়ন কমিয়ে আনতে হবে। সেজন্য দুই দেশের মধ্যে যত বেশি আলাপ-আলোচনার সুযোগ থাকবে টানাপোড়ন ততোই প্রশমিত হতে থাকবে। আনোয়ার ইব্রাহিমের ঢাকা সফর অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান ড. ইউনূসের আমন্ত্রণে শুক্রবার (৪ অক্টোবর) প্রায় পাঁচ ঘণ্টার জন্য ঢাকা সফর করে গেছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। আনোয়ার ইব্রাহিমকে ঢাকার বিমানবন্দরে স্বাগত জানান ড. ইউনূস। শুধু তাই নয়, বিমানবন্দর থেকে একই গাড়িতে করে ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে এসে ইউনূস-আনোয়ার দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে মিলিত হন। পরে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে প্রায় ১৮ হাজার বাংলাদেশি কর্মী মালয়েশিয়া যাওয়ার সুযোগ পাবেন বলে আশ্বাস দেন আনোয়ার। প্রসঙ্গত, চার মাস আগে ভিসা পাওয়া এবং সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরও মালয়েশিয়ার বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে (৩১ মে ২০২৪) দেশটিতে যেতে পারেননি বাংলাদেশের ১৭ হাজারের বেশি কর্মী। সংক্ষিপ্ত সফরে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী। সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে ড. ইউনূস আনোয়ার ইব্রাহিমকে বিমানবন্দরে গিয়ে বিদায় জানান। প্রায় ১১ বছর পর মালয়েশিয়ার কোনো প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফর করলেন এবং এটি ছিল অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ঢাকায় কোনো দেশের শীর্ষ নেতার প্রথম সফর। সর্বশেষ ২০১৩ সালের নভেম্বরে সরকারি সফরে ঢাকায় এসেছিলেন মালয়েশিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাক। গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর শেখ হাসিনা সরকারের আমলে বাংলাদেশি নাগরিকদের গুমের ঘটনায় বিভিন্ন সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলো উদ্বেগ জানিয়ে আসছিল। তবে সেটি সেই অর্থে আমলে নেয়নি আওয়ামী লীগ সরকার। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর গত ২৯ আগস্ট গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। ঢাকায় অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা ড. ইউনূস এই সনদে স্বাক্ষর করেন। আইসিপিপিইডি জাতিসংঘের আওতাধীন একমাত্র আন্তর্জাতিক কনভেনশন যা এনফোর্স ডিসএপিয়ান্সকে কেন্দ্র করে গৃহীত হয়েছে, যার লক্ষ্য হলো জোরপূর্বক অন্তর্ধান বা গুম প্রতিরোধ করা, ভুক্তভোগীদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। এছাড়া, গুরুতর এই মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। ৩০ আগস্ট জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক গুম দিবস পালনের আগের দিন আইসিপিপিইডিতে বাংলাদেশের পক্ষভুক্ত হওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করে। নতুন পররাষ্ট্র সচিব নিয়োগ ও যুক্তরাষ্ট্র সফর সরকারের পালাবদলের পর প্রশাসনে রদবদলের অংশ হিসেবে সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করা হয়। সেপ্টেম্বরের শুরুতে মাসুদ বিন মোমেনের উত্তরসূরি করা হয় চীনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. জসীম উদ্দিনকে। পররাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম অ্যাসাইমেন্টে রোববার (৬ অক্টোবর) রাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেছেন জসীম উদ্দিন। সপ্তাহখানেকের সফরে তিনি নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটন যাবেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, পররাষ্ট্র সচিব নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবেন। পরে তিনি তিন দিনের সফরে (১০-১২ অক্টোবর) নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটন যাবেন। ওয়াশিংটন সফরের সময় পররাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিবিষয়ক ভারপ্রাপ্ত আন্ডার সেক্রেটারি জন বাস, বেসামরিক নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়া, জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক জ্যেষ্ঠ পরিচালক লিন্ডসে ফোর্ড, সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেন্ডন লিঞ্চের বৈঠকের কথা রয়েছে। এছাড়া বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সঙ্গেও বৈঠকের কথা রয়েছে জসীম উদ্দিনের।সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ওয়াশিংটনে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠকে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উন্নয়ন সহযোগিতা, রোহিঙ্গা, প্রতিরক্ষা, সন্ত্রাসবাদ দমন, জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা হতে পারে। এছাড়া অন্তর্বর্তী সরকার প্রধানের দায়িত্ব নেওয়ার পর ড. মুহাম্মদ ইউনূস সরকার দেশের সংস্কারের কথা বলছেন। আর বাংলাদেশের সংস্কারে সহযোগিতা করতে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র। বৈঠকে সংস্কার ইস্যু বিশেষ গুরুত্ব পাবে বলে জানা গেছে। কূটনৈতিক সূত্র জানায়, নিউইয়র্ক সফরকালে পররাষ্ট্র সচিব জাতিসংঘে বিভিন্ন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা এবং একাধিক কমিটির বৈঠকে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে। বিদেশে দূত নিয়োগে সরকারের চ্যালেঞ্জ

সরকারের পালাবদলের পর প্রশাসনে রদবদলের অংশ হিসেবে গত ১৪ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জাপান, জার্মানি, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাওয়া বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের চুক্তি বাতিল করেছে সরকার। এছাড়া মালদ্বীপে প্রেষণে নিযুক্ত হাইকমিশনারকে দেশে ফিরতে বলা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জাপান, জার্মানি, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মালদ্বীপের রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার এরইমধ্যে তাদের নিজ নিজ স্টেশন ছেড়ে গেছেন। পরবর্তীতে ২৯ সেপ্টেম্বর এক দাপ্তরিক আদেশে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিমকে অবিলম্বে ঢাকায় ফিরে আসতে নির্দেশনা দেওয়া হয়। লন্ডনের পর গত ১ অক্টোবর ভারত, নিউইয়র্কে স্থায়ী মিশন, বেলজিয়াম, অস্ট্রেলিয়া ও পর্তুগালে দায়িত্ব পালনরত ওই পাঁচ রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনারকে বর্তমান দায়িত্ব ছেড়ে 'অনতিবিলম্বে' ঢাকায় ফেরার নির্দেশনা দিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। পেশাদার ওই পাঁচ কূটনীতিকের আগামী ডিসেম্বরে অবসরোত্তর ছুটিতে যাওয়ার কথা রয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, যেসব দূতাবাসে রাষ্ট্রদূত নেই, সেসব দেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। ইতোমধ্যে কিছু দেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এদিকে, পেশাদার কূটনীতিক মোহাম্মদ খোরশেদ আলম খাস্তগীর গত ২৫ সেপ্টেম্বর পোল্যান্ডে বাংলাদেশের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। নিয়োগের ১০ দিন পর রোববার (৬ অক্টোবর) সেই নিয়োগ বাতিল করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ২০২১ সালের পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দ্বিতীয় কোনো কূটনীতিককে নিয়োগ দিয়ে তা বাতিল করল। ওই বছর পেশাদার কূটনীতিক সৈয়দ মাসুদ মাহমুদ খন্দকারকে ব্রাজিলে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া, রোববার (৬ অক্টোবর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্সের সচিব রিয়ার অ্যাডমিরাল (অব.) মো. খুরশেদ আলম পদত্যাগ করেছেন। খুরশেদ আলমের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মেয়াদ ২০২৫ সালের ২৬ জানুয়ারি শেষ হওয়ার কথা ছিল। লেবাননে থাকা বাংলাদেশিদের প্রত্যাবর্তন চ্যালেঞ্জ লেবাননজুড়ে ইসরায়েলি হামলা দিনকে দিন বাড়ছে। এমন নাজুক পরিস্থিতিতে দেশটি অবস্থানরত বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। লেবানন থেকে বাংলাদেশিদের ফেরাতে বেশ চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যেতে হবে অন্তর্বর্তী সরকারকে। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, লেবানন থেকে বাংলাদেশিদের দেশে ফেরানো নিয়ে কাজ করছে সরকার। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে সরকার। বৈরুতের বাংলাদেশ দূতাবাস সূত্রে জানা গেছে, হাজার খানেকের বেশি বাংলাদেশি দেশে ফেরত আসতে দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। দূতাবাসের হটলাইন, হেল্পলাইন ছাড়াও লেবাননে থাকা বাংলাদেশি কমিউনিটির মাধ্যমে এসব বাংলাদেশির দেশে ফেরার বিষয়ে তাদের আগ্রহের কথা জানিয়েছে। লেবাননের পরিস্থিতি যত খারাপ হতে থাকবে দেশে আসতে চাওয়া বাংলাদেশিদের সংখ্যা তত বাড়তে থাকবে বলে ধারণা করছে দূতাবাস সংশ্লিষ্টরা। নাম প্রকাশ না করা শর্তে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন, লেবানন থেকে বাংলাদেশিদের দেশে ফেরানো নিয়ে আমরা আইওএমের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছি। এখনও আইওএম বসেনি আমাদের সঙ্গে। আমরা আইওএমের সঙ্গে বৈঠক করেছি, চিঠি দিয়েছি। কিন্তু বাংলাদেশিদের ফেরানোর বিষয়ে তাদের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা ছিল ওটা। এখন পরিস্থিতি কিন্তু খারাপের দিকে যাচ্ছে। আইওএম কাজ শুরু করেনি। আইওএমের সঙ্গে বসে আমরা সবকিছু চূড়ান্ত করব। যদি জাহাজে করে আমরা আনতে চাই সেক্ষেত্রে তারা আমাদের কীভাবে সহযোগিতা করতে পারবে সেটা জানতে হবে। অর্থনৈতিক বিষয় আছে। আইওএমের সঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত ঠিক করবে সরকার। এই কর্মকর্তা বলেন, বৈঠকে থাকা রাষ্ট্রদূতসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে পররাষ্ট্র সচিব পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকতে বলেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে বৈরুতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে স্টাডি করতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশিদের আনতে গেলে কোন রুটে আনা যেতে পারে। রাষ্ট্রদূত এ বিষয়ে স্টাডি করে সদর দপ্তরে জানাবে। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, লেবাননের অর্থনৈতিক সংকটের কারণে অনেক বাংলাদেশি কর্মী লেবানন ছেড়ে গেছে। দেশটির অর্থনৈতিক সংকটের আগে সেখানে দেড় লাখ বাংলাদেশির বসবাস ছিল। বর্তমানে ৭০-৮০ হাজার বাংলাদেশি লেবাননে বসবাস করছেস। এদের বেশিরভাগই আবার অবৈধ কর্মী। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বলছে, ২০২৩ সালে লেবাননে কর্মী ভিসায় যান ২ হাজার ৫৯৪ জন। চলতি বছর প্রথম সাত মাসে গেছেন ৪ হাজার ২২৫ জন। রোহিঙ্গা অনুপ্রেবেশ ভাবাচ্ছে সরকারকে গত সাত বছর থেকে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিয়ে ঝামেলায় আছে বাংলাদেশ। আশ্রিত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন করতে না পারার পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে মিয়ানমার সীমান্তে চলমান অস্থিরতা এবং নতুন রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে বাংলাদেশের। ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর মিয়ানমার থেকে বেশ কিছু রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। সরকারের পক্ষ থেকে মাস দেড়েক আগে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন করে ৮ হাজার রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের কথা বলা হয়েছে। তবে পরবর্তীতেও বিভিন্ন সময়ে রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশের তথ্য এসেছে দেশের গণমাধ্যমে। রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ ছাড়াও মিয়ানমারের চলমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। সেপ্টেম্বরে নেইম্যান-লুদের ঢাকা সফর অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়া পর সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে ঢাকা সফর করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব দপ্তরের ডেপুটি আন্ডার সেক্রেটারি ব্রেন্ট নেইম্যানের নেতৃত্বে দেশটির একটি প্রতিনিধি দল। গত ১৪ সেপ্টেম্বর ঢাকা সফর করে মার্কিন প্রতিনিধিদল। প্রতিনিধি দলে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ডোনাল্ড লু ছিলেন। প্রতিনিধি দলটি বাংলাদেশের সংস্কার প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহের কথা জানিয়েছে।

নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী দক্ষ ও

করতে বলা হয়। এই প্রেজেনটেশনে উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ (অডিয়েন্স) বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং তার জবাব দিতে হয়। ওই সময় প্রার্থীর গেটআপ, উচ্চারণ, শব্দ চয়ন ইত্যাদি বিষয়ের ওপর নম্বর প্রদান করা হয়। এর পর গ্রুপ ডিসকাশন। চারজনের একটি গ্রুপ করে এই আলোচনার ওপরও নম্বর প্রদান করা হয়। এর পর তাদের মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হয়। মৌখিক পরীক্ষার পর গোয়েন্দা রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে সার-সংক্ষেপ তৈরি করে প্রধানমন্ত্রীর (প্রধান উপদেষ্টা) কাছে পাঠানো হয়। প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন এবং গোয়েন্দা রিপোর্ট সন্তোষজনক হলে তাদের মধ্যে থেকে ডিসি পদায়ন করা হয়।

যশোরে প্রতিপক্ষের হাতুড়িপেটায় আহত সন্ত্রাসীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : প্রতিপক্ষের হাতুড়িপেটায় আহত যশোর সদর উপজেলার ভেকুটিয়া এলাকার আলোচিত সন্ত্রাসী সাইফুল ইসলাম সাগর (৩৫) মারা গেছেন। গত সোমবার দিবাগত রাত ১টার দিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে পদ্মা সেতু এলাকায় পৌঁছালে তিনি মারা যান। নিহতের ভাই আশরাফুল ইসলাম আকাশ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। নিহত সাগর যশোর শহরতলির বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে। প্রত্যক্ষদর্শী এবং পুলিশ সূত্র জানায়, সাইফুল ইসলাম সাগর এলাকায় সন্ত্রাসী এবং চাঁদাবাজ হিসেবে চিহ্নিত। ১০-১২ দিন আগে একটি অস্ত্র মামলায় জেলহাজত খেটে বাড়িতে আসেন। গত সোমবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে ফোন পেয়ে ভেকুটিয়া বাজারে গেলে এলাকার কিছু দুর্বৃত্ত তার দুই পায়ে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর জখম করে। স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাকে উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় রেফার করা হয়। ঢাকায় নেওয়ার পথে পদ্মা সেতু এলাকায় পৌঁছালে তিনি মারা যান। এ বিষয়ে যশোর কোতয়ালি থানার ওসি আবদুর রাজ্জাক বলেন, সাগর হত্যায় এখনও মামলা হয়নি। তবে পুলিশ জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে কাজ করছে।

স্ত্রীসহ সাবেক এমপি তানভীর ইমামের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা প্রয়াত এইচ টি ইমামের ছেলে ও সাবেক সংসদ সদস্য তানভীর ইমাম, তানভীরের স্ত্রী মাহিন ইমামের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেনের আদালত দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। এদিন দুদকের উপপরিচালক মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন। এ সময় দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর মীর আহমেদ আলী সালাম শুনানি করেন। শুনানি শেষে আদালত তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

সাবেক মন্ত্রী মান্নানকে ওসমানী মেডিকেলে স্থানান্তর

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী ও সাবেক সংসদ সদস্য এম এ মান্নানকে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে তাকে সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে আনা হয়। সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে তাকে চিকিৎসকরা ভর্তি করার জন্য পরামর্শ দেন। ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. শিশির রঞ্জন চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে তার চিকিৎসা চলছে। এসব তথ্য নিশ্চিত করেন সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপ-পরিচালক ডা. সৌমিত্র চক্রবর্তী। তিনি জানান, সাবেক মন্ত্রী এম এ মান্নানকে হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে। তিনি ডিভিশনপ্রাপ্ত হওয়ায় হাসপাতালেও ডিভিশন পেয়েছেন। সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী ও সাবেক সংসদ সদস্য এম এ মান্নান শারীরিক অবস্থা ভালো থাকলেও কারাবন্দি অবস্থায় থাকায় 'ডিপ্রেশনে' ছিলেন।

শেরপুরে বন্যায় কৃষি খাতে ক্ষতি

সালের পর এত ভয়াবহ বন্যা আমরা কখনো দেখি নাই। শুধু সামাদ ও রমিজ মিয়াই নন, শেরপুর জেলায় এবারের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন প্রায় ৫০ হাজার কৃষক। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে ঝিনাইগাতী ও নালিতাবাড়ী উপজেলায়। এখনো পানিতে তলিয়ে আছে প্রায় ৪৭ হাজার হেক্টর জমির রোপা আমন। ক্ষতি হয়েছে প্রায় ৩৫ হাজার হেক্টর জমির আবাদ। এই ক্ষতিতে জেলার কৃষি অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার শঙ্কা কৃষকদের। এদিকে আমনের পাশাপাশি আগাম সবজি ও মৌসুমি সবজির ক্ষতি হয়েছে প্রায় ১৫০০ হেক্টর জমিতে। সবজি আবাদে এবারের বন্যায় ক্ষতি হয়েছে ৬০ কোটি টাকার। প্রণোদনা ও আর্থিক সহযোগিতা না করলে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব নয় দাবি কৃষকদের। লছমনপুর এলাকার কৃষক ফরিদ বলেন, আগাম সবজির আবাদ করছিলাম। প্রায় লাখ খানেক টাকা খরচ করেও খেতের সবজি থেকে এক টাকাও আয় হলো না। কৃষি বিভাগ বলছে, এবারের বন্যায় প্রায় দুই লাখ কৃষকের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে তাদের পাশে দাঁড়ানোর কথা জানিয়েছেন শেরপুরের খামারবাড়ির উপ-পরিচালক ড. সুকল্প দাস। তিনি বলেন, এখনো অনেক জায়গায় বন্যার পানি। যার কারণে ক্ষতি নিরূপণ করা সম্ভব হচ্ছে না। পানি নেমে গেলেই বন্যাদুর্গত এলাকা পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২০ অক্টোবরের মধ্যে সেন্টমার্টিন

বাস্তবায়িত হয়নি। আমরা যদি সেগুলো বাস্তবায়ন করতে চাই তাহলে সেখানে তাদের বক্তব্য কি? তারা আমাদের বলেছেন, তাদের যে বাকি সদস্য রয়েছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলে আমাদের জানাবেন। তারা বলেছেন তাদের সঙ্গে আলোচনা না করে আগের সরকার একতরফাভাবে ওই সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছিল। যোগ করেন উপদেষ্টা। সৈয়দা রিজওয়ানা আহসান বলেন, আমরা তাদের বলেছি, সরকারি সিদ্ধান্ত ছিল সেন্টমার্টিনে পর্যটকদের রাতে থাকতে দেওয়া যাবে না, সিদ্ধান্ত ছিল নির্দিষ্ট সংখ্যকের বেশি পর্যটক সেন্টমার্টিনে যেতে পারবেন না- এখানে তাদের বক্তব্য কী? তারা একমত হয়েছেন যে সেখানে পর্যটক নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কিন্তু সংখ্যাটা কী হবে, সেটা তারা তাদের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে আমাদের জানাবেন। পরিবেশ ও বন উপদেষ্টা বলেন, পর্যটন বিভাগেরও এ বিষয়ে বক্তব্য আছে। জাহাজ যারা চালান তাদেরও একটা বক্তব্য আছে। আমরা হোটেল মালিক ও সেখানকার জাহাজ মালিকদের মতামত আমরা পাবো। সেখানে পর্যটকদের রাত্রিযাপন এবং পর্যটকের সংখ্যা সীমিত করার বিষয়ে তারা তাদের মতামত আমাদের ১৫ অক্টোবরের মধ্যে জানাবেন। এরপর সরকারি সংস্থার সঙ্গে কথা বলে আশাকরি ২০ অক্টোবরের মধ্যে সেন্টমার্টিনের ব্যাপারে আমাদের কর্মপরিকল্পনাটা আমরা নিতে পারবো, যোগ করেন উপদেষ্টা। সেন্টমার্টিনে প্রচুর কুকুর আছে জানিয়ে তিনি বলেন, কুকুর নিয়ে যে বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলো কাজ করে তারা ওখানে গিয়ে কুকুর বন্ধ্যাকরণের কাজ শুরু করলে তারা (হোটেল মালিকরা) সহযোগিতা করবেন। এদিকে সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে বাগেরহাটে গড়ে ওঠা রামপাল কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দূষণ সীমার মধ্যে রয়েছে কি না, সরকার নিরপেক্ষভাবে তা মূল্যায়নের কাজ শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য সুন্দরবন যে হুমকিতে রয়েছে সে বিষয়ে কি কোনো উদ্যোগ নিয়েছেন এমন প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, 'রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য সুন্দরবনের হুমকি বাস্তবতা থেকে সরে যায়নি। এটা নিয়ে দুটো পর্যায়ে কাজ করা প্রয়োজন, আমরা কাজ শুরু করেছি। ইউনেস্কো কাছে আমাদের একটা স্ট্র্যাটেজিক এনভায়রনমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট জমা দেওয়ার কথা ছিল। সেটা বিগত সরকার জমা দিয়েছে। সেখানে ইউনেস্কো আপত্তি দিয়েছে, যে এলাকাটা চিহ্নিত করা হয়েছে, সেখানে রক্ষিত এলাকাটা অনেকাংশেই বাদ দিয়েছে। এখন সেই অ্যাসেসমেন্ট আবার নতুন করে ইউনেস্কোর অবজারভেশনের আলোকে আমাদের দেখতে হচ্ছে। যাতে সুন্দরবনের পুরো এলাকা থেকে কোনো রক্ষিত জায়গা বাদ না দেই। তিনি বলেন, হয়ত বিগত সরকার ঝুঁকি কম দেখাতে পুরো রক্ষিত এলাকাকে কম দেখিয়ে অন্য জায়গা বেশি দেখিয়েছেন। আর জাতীয় পর্যায়ে যে কাজ করা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে যে দূষিত বায়ু বা ধোঁয়া বের হওয়ার ফলে বায়ুদূষণ হচ্ছে, সেটা আমরা নিরপেক্ষভাবে মনিটর করার চেষ্টা করছি। তিনি আরও বলেন, সব সময়তো আমরা মনিটর করে বলে দেই, ধলেশ্বরীর পানি পরিষ্কার, ট্যানারি নোংরা করেনি। রামপালের বাতাস খুব পরিষ্কার, সুন্দরবনের ক্ষতি হবে না। কিন্তু সেখানে যারা থাকে তারা কিছু অসুবিধার কথা বলছেন। ফলে যে ডিসচার্জটা (নিঃসরণ) হচ্ছে সেটা আসলে আইনের সীমার মধ্যে আছে কি না, সেটা দেখতে হবে। এজন্য আমরা একটা নিরপেক্ষ অ্যাসেসমেন্টের কাজ শুরু করেছি। সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, আপনারা জানেন জাতীয় পরিবেশ কমিটির সভায় রামপালকে কেন্দ্র করে ১০ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে ও এর আশপাশে বেশ কয়েকটি ভারীশিল্প গড়ে উঠেছে। যেগুলোর অনেকটাই লাল তালিকাভুক্ত ছিল। কিন্তু সেটা জাতীয় পরিবেশ কমিটির একটি সভায় লালকে কলমের খোঁচায় হঠাৎ সবুজ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা আবার পর্যালোচনা করে সেই সব ভারী শিল্প আদৌ লাল বা সবুজ হওয়ার যোগ্যতা রাখে কি না! নাকি লালে আবার ফেরত নিতে হবে, নাকি কমলা খাতে নিতে হবে সেই কাজটি করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

টানা দরপতনে হাহাকার

। একই সঙ্গে পুঁজিবাজার সংস্কারে টাস্কফোর্স গঠন করেছে বিএসইসি। কিন্তু কিছুতেই দরপতন ঠেকানো যাচ্ছে না। সর্বশেষ পুঁজিবাজারের সার্বিক উন্নয়ন, বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক মানে পুঁজিবাজারের সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গতকাল সোমবার বিএসইসি পাঁচ সদস্যের একটি বিশেষ পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্স গঠন করেছে। এই টাস্কফোর্সকে ১৮ দফা কর্মপরিকল্পনা ঠিক করে দিয়েছে বিএসইসি। এছাড়া মেঘনা গ্রুপ, সিটি গ্রুপ ও পিএইচপি গ্রুপের অধীনে থাকা শক্তিশালী মৌলভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানিগুলোকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত করতে এই তিন শিল্প গ্রুপের মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছে বিএসইসি। এর আগে ডিএসই, সিএসই, ডিবিএ, বিএমবিএ ও সিডিবিএলসহ শেয়ারবাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে বিএসইসি। নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাজার সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে একের পর এক বৈঠক করলেও বিনিয়োগকারীদের ভাগ্যের কোনো উন্নতি হয়নি। মঙ্গলবার শেয়ারবাজারে লেনদেন শুরু হয় বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বাড়ার মাধ্যমে। ফলে লেনদেনের শুরুতেই সূচকের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার দেখা মেলে। কিন্তু তা খুব বেশি সময় স্থায়ী হয়নি। বরং লেনদেনের সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে শেয়ারবাজারের দাম কমার তালিকা বড় হয়। এতে সবকটি মূল্যসূচক কমেই দিনের লেনদেন শেষ হয়। দিনের লেনদেন শেষে ডিএসইতে ১৪২টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের স্থান হয়েছে দাম বাড়ার তালিকায়। বিপরীতে দাম কমেছে ১৯৫টি প্রতিষ্ঠানের। আর ৬৩টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। এতে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের তুলনায় ১১ পয়েন্ট কমে ৫ হাজার ৩২৩ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। অন্য দুই সূচকের মধ্যে ডিএসই শরিয়াহ সূচক আগের দিনের তুলনায় ১ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ১৮৭ পয়েন্টে অবস্থান করছে। আর বাছাই করা ভালো ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক আগের দিনের তুলনায় ৩ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৯০৯ পয়েন্টে অবস্থান করছে। সবকটি মূল্যসূচক কমার দিনে ডিএসইতে লেনদেনের পরিমাণও কমেছে। দিনভর বাজারটিতে লেনদেন হয়েছে ৩৫৫ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ৩৬৬ কোটি ৫৫ লাখ টাকা। সে হিসাবে লেনদেন কমেছে ১১ কোটি ১৮ লাখ টাকা। এই লেনদেনে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে ব্র্যাক ব্যাংকের শেয়ার। কোম্পানিটির ৩৪ কোটি ৮৭ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের ১৬ কোটি ২০ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। ১২ কোটি ৬৩ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ইসলামী ব্যাংক। এছাড়া ডিএসইতে লেনদেনের দিক থেকে শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে- গ্রামীণফোন, অগ্নি সিস্টেম, লাভেলো আইসক্রিম, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক, মিডল্যান্ড ব্যাংক, ইউনিক হোটেল এবং এনআরবি ব্যাংক।

অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সার্বিক মূল্যসূচক সিএএসপিআই কমেছে ৫১ পয়েন্ট। বাজারটিতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ১৯৩টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৭৪টির দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ৯৫টির এবং ২৮টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। লেনদেন হয়েছে ১১ কোটি ৩২ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ৫ কোটি ৭৫ লাখ টাকা।

পুঁজিবাজারে পতন

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই ও সিএসই) সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) সূচকের বড় পতনের মধ্যে দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন ডিএসইতে আগের কার্যদিবসের চেয়ে টাকার পরিমাণে লেনদেন কমলেও সিএসইতে বেড়েছে। তবে সঙ্গে ডিএসই ও সিএসইতে লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দাম কমেছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে জানা গেছে, দিন শেষে ডিএসই'র প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ১১.৯৩ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৫ হাজার ৩২৩ পয়েন্টে। ডিএসই শরিয়া সূচক ১.৫৪ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ১৮৭ পয়েন্টে এবং ডিএস৩০ সূচক ৩.০১ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৯০৯ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। ডিএসইতে মোট ৪০০টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ১৪২টি কোম্পানির, কমেছে ১৯৫টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬৩টির। ডিএসইতে এদিন মোট ৩৫৫ কোটি ৩৭ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৩৬৬ কোটি ৫৫ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট অন্যদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সিএসইএক্স সূচক ২৭.৮৪ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৯ হাজার ৮৭ পয়েন্টে। সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ৪৯.৯৭ পয়েন্ট কমে ১৫ হাজার ৯৬২ পয়েন্টে, শরিয়া সূচক ০.৭৩ পয়েন্ট বেড়ে ৯৭১ পয়েন্টে এবং সিএসই ৩০ সূচক ১৩৫.১৩ পয়েন্ট কমে ১২ হাজার ১১০ পয়েন্টে অবস্থান করছে। সিএসইতে ১৯৩টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ৭৪টি কোম্পানির, কমেছে ৯১টির এবং অপরিবর্তিত আছে ২৮টির। দিন শেষে সিএসইতে ১১ কোটি ৩২ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে।আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৫ কোটি ৭৯ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট।

লেবাননে আশ্রয়কেন্দ্রে যাচ্ছেন

আশ্রয়কেন্দ্র ও আবাসস্থলে অবস্থানকারী প্রবাসীদের কাছে খাদ্যসামগ্রীসহ অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র পৌঁছানো হয়েছে। এ সহায়তা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দূতাবাস বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে আশ্রয়কেন্দ্রে বিছানাপত্র, পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। লেবাননে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এখনও কেউ আশ্রয়কেন্দ্র কিংবা নিরাপদ স্থানে পৌঁছাতে না পারলে অথবা অন্য যেকোনো প্রয়োজনে দূতাবাসের ফ্রন্ট ডেস্ক নম্বর- ৭১২১৭১৩৯, হট লাইন-৭০৬৩৫২৭৮ এবং হেল্প লাইন-৮১৭৪৪২০৭ এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করেছে দূতাবাস।

ব্যাংকখাতে পরিবর্তনের ঢেউ ফিরছে

ড. মো. জাকির হোসেন চৌধুরী ও ড. মো. কবির আহম্মদকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। দেশের প্রবীণ অর্থনীতিবিদ ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ড. আহসান এইচ মনসুরকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেয় সরকার। এর পরই তার হাত দিয়ে শুরু হয় আর্থিক খাতে সংস্কার।

১০ ব্যাংকের পর্ষদ পুনর্গঠন দেশের ব্যাংকখাত পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে ১০টি ব্যাংকের পর্ষদ ভেঙে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। পর্ষদ ভেঙে দেওয়া ব্যাংকগুলো হলো ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ, ন্যাশনাল ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি), এক্সিম ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক ও বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক। এছাড়া আরও পাঁচটি ব্যাংকের পর্ষদ পুনর্গঠনের অপেক্ষায় রয়েছে বলে বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে। ব্যাংকখাত সংস্কারে টাস্কফোর্স গঠন

ব্যাংকখাত সংস্কারের লক্ষ্যে একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে আর্থিক খাত বিষয়ে অভিজ্ঞ ছয়জনকে সদস্য করা হয়েছে। এতে সমন্বয়ক হিসেবে রয়েছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর। ব্যাংকখাত সংস্কারে নানান পদক্ষেপের পাশাপাশি শ্বেতপত্র প্রকাশ করবে এই টাস্কফোর্স। গত ১১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, টাস্কফোর্সের প্রধান হচ্ছেন গভর্নর। সদস্য হিসেবে রয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়সংক্রান্ত বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী, সাবেক ডেপুটি গভর্নর মুহাম্মদ এ (রুমি) আলী, ব্র্যাক ব্যাংকের চেয়ারম্যান মেহেরিয়ার এম হাসান, বিশ্বব্যাংক ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন, জেডএনআরএফ ইউনিভার্সিটি অব ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সের উপাচার্য এম জুবায়দুর রহমান ও হিসাববিদ কোম্পানি হুদা ভাসি চৌধুরীর অংশীদার সাব্বির আহমেদ।

ব্যাংকখাতে পরিবর্তনের ঢেউ, ফিরছে আস্থা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই টাস্কফোর্স প্রধানত আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে ব্যাংকখাতের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি, মন্দ সম্পদ, প্রধান ঝুঁকিগুলো নিরূপণ করবে। এছাড়া দুর্বল ব্যাংকগুলোর আর্থিক সূচক পর্যালোচনা, ঋণের প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ, নিরাপত্তা সঞ্চিতির ঘাটতি নিরূপণ, তারল্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা, নিট মূলধন নির্ণয়, সম্পদের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের মন্দ সম্পদকে পৃথকীকরণসংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবে। বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, টাস্কফোর্সের মাধ্যমে সংকটকালীন প্রতিঘাত সক্ষমতা অর্জনে ব্যাংকের সুশাসন ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার প্রক্রিয়ার আওতায় নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার উন্নয়ন, ব্যাংকের সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক ও করপোরেট প্রভাব সীমিত করা, ব্যাংকের মালিকানা সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করবে। সমস্যায় থাকা ব্যাংকের অর্থ উদ্ধার এবং বিধিকাঠামো ও সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রস্তুত করা, দুর্বল ব্যাংকগুলোর জন্য বিভিন্ন নীতিগত ব্যবস্থা বা পদক্ষেপও গ্রহণ করবে এই টাস্কফোর্স। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এই টাস্কফোর্স আর্থিক খাতসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন যেমন ব্যাংক কোম্পানি আইন, বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ইত্যাদির সংস্কার এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি, ব্যাংক অধিগ্রহণ ও একীভূতকরণসংক্রান্ত আইন প্রণয়ন, সংস্কার ও যুগোপযোগীকরণের প্রস্তাব দেবে এবং ব্যাংকখাতের শ্বেতপত্র প্রকাশের পদক্ষেপ নেবে। ব্যাংকখাত সংস্কারে দাতা সংস্থার ঋণ ব্যাংকখাত সংস্কারে বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ঋণ দিচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বাড়ানোর কাজেও এই ঋণ ব্যয় করা হবে। এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নতুন একটি প্রকল্প হাতে নিচ্ছে। পাশাপাশি আইএমএফ থেকেও সহায়তার আশ্বাস মিলেছে।

প্রাথমিকভাবে ৪০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণের বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। বর্তমান পরিস্থিতিতে ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে ৪৫ কোটি ডলার করা নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অন্যদিকে এডিবি ব্যাংকখাত সংস্কারে ১৩০ কোটি ডলার ঋণ দেওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছে। পাচারের অর্থ ফেরাতে টাস্কফোর্স পুনর্গঠন বিদেশে পাচার হওয়া সম্পদ দেশে ফেরত আনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য আন্তসংস্থা টাস্কফোর্স পুনর্গঠন করেছে সরকার। প্রথমবারের মতো এ টাস্কফোর্সের সভাপতি করা হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে। পুনর্গঠিত টাস্কফোর্সের সদস্য কমিয়ে সভাপতিসহ ৯ জন করা হয়েছে। এত দিন টাস্কফোর্সের জন্য আহ্বায়ক কমিটি ছিল, যার আহ্বায়ক ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল। আর কমিটি ছিল ১৪ সদস্যের। পুনর্গঠিত টাস্কফোর্সে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; আইন ও বিচার বিভাগ; দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক); পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি); অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়; জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) থেকে একজন করে উপযুক্ত প্রতিনিধি থাকবেন। উপযুক্ত প্রতিনিধি বলতে কী বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ কোনো সদস্য কোন পর্যায়ের কর্মকর্তার নিচে হবেন না, প্রজ্ঞাপনে তা সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। নতুন টাস্কফোর্স থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) কমিশনার, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের যুগ্ম সচিব, এনবিআরের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেলের মহাপরিচালক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালককে (বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ)। পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অভিযোগ রয়েছে ব্যাংকখাত থেকে প্রায় দুই লাখ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে তার বেশির ভাগই পাচার করেছে এস আলম গ্রুপ। এতে শঙ্কায় পড়েন আমানতকারীরা। ব্যাংকে বন্ধক নেই, এমন সম্পত্তি বিক্রি করার চেষ্টা করে গ্রুপটি। এস আলমের সম্পদ কাউকে না কেনার আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেন, এস আলম গ্রুপের সম্পদ বিক্রি করে আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। অন্যদের বিষয়েও খোঁজ নেওয়া হবে, তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ব্যাংক লুটেরা কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না বলে জানান তিনি। আর্থিক খাতের মাফিয়াদের ব্যাংক হিসাব জব্দ অভিযোগ ওঠে সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে আর্থিক খাতের মাফিয়ারা তাদের টাকা উত্তোলন করে নিচ্ছেন। তারা যাতে সন্ত্রাসী কাজে ব্যবহার কিংবা অন্য খাতে অর্থ সরিয়ে নিতে না পারে এজন্য রাঘববোয়ালদের ব্যাংক হিসাব জব্দ করছে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। হিসাব জব্দের তালিকায় রয়েছেন ব্যাংকের উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিএবি ও এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার এবং তার পরিবার, এস আলম ও তার পরিবার, সালমান এফ রহমান ও তার পরিবারের সদস্য, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) চেয়ারম্যান রুখমিলা জামান চৌধুরী (সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের স্ত্রী) ও তার পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে। আরও জব্দের তালিকায় রয়েছেন একাধিক ব্যক্তি ও তাদের একক প্রতিষ্ঠান। দুর্বল ব্যাংককে তারল্য সহায়তা বাংলাদেশ ব্যাংক ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের মতো টাকা ছাপিয়ে কোনো ব্যাংককে তারল্য সহায়তা দিচ্ছে না। বরং তারা গ্যারান্টার হয়ে তুলনামূলক সবল ব্যাংকের কাছ থেকে দুর্বল ব্যাংককে তারল্য সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এটাকে ইতিবাচক হিসেবে নিচ্ছেন অর্থনীতিবিদরা। এতে মূল্যস্ফীতি বাড়বে না, আবার ব্যাংকগুলোও তারল্য সংকটে ভুগবে না। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্যারান্টির বিপরীতে সবল ব্যাংক থেকে ৯৪৫ কোটি টাকা তারল্য সহায়তা পেয়েছে চারটি ব্যাংক। এর মধ্যে সিটি ব্যাংক, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক ও মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক থেকে দুর্বল ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক ৩০০ কোটি টাকা ধার পেয়েছে। সিটি ব্যাংক ও মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক থেকে আরেক দুর্বল সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকও ৩৫০ কোটি টাকা ধার পেয়েছে। অপরদিকে বেঙ্গল কমার্স ব্যাংক, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক ও সিটি ব্যাংক থেকে ২৭০ কোটি টাকার তারল্য সহায়তা পেয়েছে আলোচিত দুর্বল ন্যাশনাল ব্যাংক। আর ইস্টার্ন ব্যাংক, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক ও ডাচ্-বাংলা ব্যাংক থেকে চাহিদা অনুযায়ী ২৫ কোটি তারল্য সহায়তা পেয়েছে গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক। দুই মাসে দুবার নীতি সুদ হার বৃদ্ধি মূল্যস্ফীতির রাশ টেনে ধরতে গত আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে দুবার নীতি সুদ হার বৃদ্ধি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গত ২৪ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় ব্যাংক নীতি সুদহার ৫০ ভিত্তি পয়েন্ট বাড়ানোর ঘোষণা দেয়। ফলে ওভারনাইট রেপো সুদহার ৯ দশমিক ৫০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে এবং ঋণসহ সব ধরনের ব্যাংকিং পণ্যের ওপর সুদের হার বেড়েছে। মুদ্রানীতিতে সংকোচনমূলক পদক্ষেপ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে নীতি সুদহার বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর আগে গত ২৫ আগস্ট নীতি সুদহার বাড়ানো হয়। তখনো ৫০ ভিত্তি পয়েন্ট বাড়িয়ে নীতি সুদহার ৯ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছিল। ব্যাংকখাতে পরিবর্তনের ঢেউ, ফিরছে আস্থা কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, নীতি সুদহার বাড়ানোর পাশাপাশি ব্যাংকগুলোর তারল্য ব্যবস্থাপনা আরও দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করার লক্ষ্যে নীতি সুদহার করিডোরের ঊর্ধ্বসীমা স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটির (এসএলএফ) ক্ষেত্রে বিদ্যমান সুদহার ১০ দশমিক ৪০ শতাংশ থেকে ৫০ ভিত্তি পয়েন্ট বাড়িয়ে ১১ শতাংশে এবং নিচের সীমা স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) ৭ দশমিক ৫০ শতাংশ থেকে ৫০ ভিত্তি পয়েন্ট বাড়িয়ে ৮ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহীদের কাছে পাঠানো বাংলাদেশ ব্যাংকের চিঠিতে বলা হয়েছে, ২৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত মুদ্রানীতি কমিটির পঞ্চম সভায় মূল্যস্ফীতির লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংকোচনমূলক নীতি অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তবে কেন্দ্রীয় কোন সময়ের মধ্যে মূল্যস্ফীতি কোন পর্যায়ে নামিয়ে আনতে চায়, সে সম্পর্কে চিঠিতে কিছু বলা হয়নি। নীতি সুদহার বাড়ানোর মূল উদ্দেশ্য হলো বাজারে অর্থের সরবরাহ কমিয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি মনে করে বাজারে অর্থের সরবরাহ বেশি এবং সে কারণে মূল্যস্ফীতি বাড়ছে, তাহলে অর্থপ্রবাহ কমাতে নীতি সুদহার বৃদ্ধি করা হয়। নীতি সুদহার বৃদ্ধির অর্থ হলো, ব্যাংকগুলোকে অতিরিক্ত সুদ দিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ করতে হবে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের যে ঋণ দেয়, তার সুদহারও বাড়ে। নীতি সুদহার বেশি হলে ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে টাকা ধার করতে নিরুৎসাহিত হয়।

রেমিট্যান্সে উল্লম্ফন দেশে ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে প্রবাসীরা বৈধপথে রেমিট্যান্স পাঠানো কমিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে রেমিট্যান্সে ভাটা পড়ে। তবে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সবার সহযোগিতা চান। এর পরই বাড়তে থাকে রেমিট্যান্সের গতি। সদ্য বিদায়ী সেপ্টেম্বরের পুরো সময়ে ২৪০ কোটি ৪৮ লাখ ডলার (২.৪০ বিলিয়ন) পাঠিয়েছেন বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রতি ডলার ১২০ টাকা হিসেবে ২৮ হাজার ৮৫৬ কোটি টাকার বেশি। গত বছরের সেপ্টেম্বরে প্রবাসী আয় এসেছিল ১৩৩ কোটি ডলার। সেই হিসাবে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় গত মাসে প্রবাসীরা ৮০ শতাংশ বেশি অর্থ দেশে পাঠিয়েছেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যমতে, আগস্ট মাসের পুরোসময়ে দেশে বৈধপথে রেমিট্যান্স এসেছে ২২২ কোটি ডলার, যা তার আগের বছরের একই সময়ের (আগস্ট) তুলনায় ৬২ কোটি ডলার বেশি। গত বছরের আগস্ট মাসে এসেছিল প্রায় ১৬০ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স। চলতি (২০২৪-২৫) অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে দেশে ১৯০ কোটি মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স আসে। যা বলছে বাংলাদেশ ব্যাংক গত দুই মাসে ব্যাংকখাতের পরিবর্তন নিয়ে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল্যায়ন জানতে চেয়েছিল এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র হুসনে আরা শিখা বলেন, 'বড় পরিবর্তনের ঢেউ ছিল, পরিবর্তনটা অনেক বড়। তার একটি অংশ ব্যাংকখাতেও পড়েছে। প্রথম দিকে ব্যাংকখাত নিয়ে সবাই নেতিবাচক দেখেছিল, সে তুলনায় এখন আমরা ভালো দেখতে পাচ্ছি। সাধারণ মানুষ দেখছিল যে গ্রাহকরা ব্যাংক থেকে টাকা উঠিয়ে নিচ্ছে, আস্থার অভাব ছিল। তারা হয়তো অন্য ব্যাংকের কাছে গিয়ে এসব টাকা জমা দিয়েছে। এতে কিছু ব্যাংকের সঞ্চয় বেড়ে গেছে এবং কিছু ব্যাংকের সঞ্চয় কমেছে। যেসব ব্যাংকের সঞ্চয় কমেছে, তারা সাময়িকভাবে কিছু সমস্যায় পড়েছিল। কেন্দ্রীয় ব্যাংক গ্যারান্টি দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। এতে দাতা ব্যাংক তারল্য দিয়ে তাদের সাহায্য করছে। এর ইতিবাচক প্রভাব ব্যাংকখাতে পড়েছে, যার মাধ্যমে গ্রাহকের মধ্যে আস্থা ফেরাবে।' মুখপাত্র বলেন, 'এসবের বাইরেও ব্যাংকখাতে ব্যাপক সংস্কারে হাত দিয়েছি আমরা। ফলে ব্যাংক থেকে অবশ্যই ইতিবাচক প্রভাব আসবে। এর বাইরেও মুদ্রানীতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যেটা মূল কাজ, মুদ্রানীতিতে সুদের হার বৃদ্ধির মাধ্যমে সংকোচনমূলক নীতি অবলম্বন করেছি। তার ফলাফলও কিন্তু আমরা পেতে শুরু করেছি। আমাদের বিনিময় হার স্থিতিশীল আছে, সেই সঙ্গে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির মাধ্যমে, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করছি। মূল্যস্ফীতিতে ইতিবাচক দিক দেখা দিয়েছে, ইতিমধ্যে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে এসেছে। আমরা আশা করছি এভাবে যদি চলতে থাকি এবং সবকিছু ভালোভাবে চললে কয়েক মাসের মধ্যে মূল্যস্ফীতি সহনীয় মাত্রায় চলে আসবে।'

১১ অক্টোবর বন্ধ থাকবে দেশের সব

দাম পড়ছে ৯২ হাজার ২৮৬ টাকা। এ ছাড়া স্বর্ণের বিক্রয়মূল্যের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে সরকার-নির্ধারিত ৫ শতাংশ ভ্যাট ও বাজুস-নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি ৬ শতাংশ যুক্ত করতে হবে। তবে গহনার ডিজাইন ও মানভেদে মজুরির তারতম্য হতে পারে। চলতি বছরে এখন পর্যন্ত দেশের বাজারে ৪২ বার স্বর্ণের দাম সমন্বয় করা হয়েছে। যেখানে ২৫ বার দাম বাড়ানো হয়েছে, আর কমানো হয়েছে ১৭ বার। আর ২০২৩ সালে দাম সমন্বয় করা হয়েছিল ২৯ বার।

অক্টোবরেই চালু হচ্ছে মেট্রোরেলের

সাপ্তাহিক ছুটির দিনে মেট্রোরেল বন্ধ ছিল। ওইদিন বিকালে ভাঙচুরের শিকার হয় মেট্রোরেলের কাজীপাড়া ও মিরপুর ১০ নম্বর স্টেশন। এতে স্টেশন দুটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং ব্যবহার বন্ধ রাখতে হয়। এই দুটি মেট্রোরেল স্টেশন সংস্কারে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার এক বছর সময় লাগবে বললেও বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তিন মাসের মধ্যেই দুটি স্টেশন চালুর উদ্যোগ নেয়। এর মধ্যে গত মাসের ২০ তারিখ কাজীপাড়া স্টেশন চালু করা হয়েছে।

সাবেক আইজিপি মামুন ৩৮ দিনের

নিউমার্কেট থানার একটি হত্যা মামলা রয়েছে। এর আগে চার মামলায় ১৮ দিনের রিমান্ডে ছিলেন আব্দুল্লাহ আল মামুন। এর আগে পুলিশ তাকে আদালতে হাজির করে। পৃথক মামলায় তার রিমান্ডের আবেদন করা হয়। রাষ্ট্রপক্ষ রিমান্ড মঞ্জুরের পক্ষে শুনানি করে। আসামিপক্ষ রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করে। শুনানি শেষে আদালত রিমান্ডের আদেশ দেন।

চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনের আইনজীবী জানান, এর আগে চার মামলায় তিনি ১৮ দিনের রিমান্ডে ছিলেন। আজ আবার ৩৮ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। রাজনীতি ও প্রতিহিংসার কারণে তার বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে রিমান্ডে নেওয়া হচ্ছে। এদিন তাকে রাজধানীর আদাবর, কদমতলী, যাত্রাবাড়ী থানার কয়েকটি মামলায় পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত তাকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন।

সাইবার নিরাপত্তা আইন

। বৈঠকে ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বলেন, সাইবার নিরাপত্তা আইনের নামে প্রচুর মানুষকে হয়রানি করা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, মন খুলে সমালোচনা করতে। তবে, হাসিনার সময়েও মামলা হতো, এখন ইউনূসের সময়েও মামলা হচ্ছে। আর্টিকেল নাইনটিনের দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক শেখ মনজুর-ই-আলম বলেন, আমাদের মানসিকতা হচ্ছে হয়রানি করা। হয়রানি করাটা মূখ্য উদ্দেশ্য। নতুন আইন করার ক্ষেত্রে কেউ যাতে ওই আইনে হয়রানি না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। এমআরডিআইয়ের হেড অব প্রোগ্রাম অ্যান্ড কমিউনিকেশনস মিরাজ আহমেদ চৌধুরী বলেন, ন্যাশনাল সিকিউরিটির আলোচনাকে আর সাইবার সিকিউরিটির আলোচনাকে যদি আমরা আলাদা করতে না পারি, তাহলে আমাদের আরও অনেক বড় অধিকার ক্ষুণ্ন হবে। এটাকেও মাথায় রাখা দরকার। গোলটেবিল বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন আলোকচিত্রী ও মানবাধিকারকর্মী শহিদুল আলম, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক হাসনাত কাইয়ুম।

খালেদা জিয়ার গ্যাটকো মামলায়

দলীয় জোট সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া, তার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোসহ ১৩ জনকে। মামলার পরদিন খালেদা জিয়া ও কোকোকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর মামলাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয় জরুরি ক্ষমতা আইনে। পরের বছর ১৩ মে খালেদা জিয়াসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে এ মামলার অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়। অভিযোগে বলা হয়, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান গ্যাটকোকে ঢাকার কমলাপুর অভ্যন্তরীণ কনটেইনার ডিপো (আইসিডি) ও চট্টগ্রাম বন্দরের কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের কাজ পাইয়ে দিয়ে রাষ্ট্রের ১৪ কোটি ৫৬ লাখ ৩৭ হাজার ৬১৬ টাকার ক্ষতি করেছেন। এ মামলার আসামি ২৪ জনের মধ্যে সাবেক মন্ত্রী এম সাইফুর রহমানসহ আট জন মারা গেছেন। এ ছাড়া জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমির মতিউর রহমান নিজামীর ফাঁসির রায় কার্যকর হওয়ায় তাকেও মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। বর্তমানে খালেদা জিয়াসহ এ মামলার আসামি ১৫ জন। অন্যরা হলেন- সাবেক মন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সাবেক চেয়ারম্যান কমডোর জুলফিকার আলী, প্রয়াত মন্ত্রী কর্নেল (অব.) আকবর হোসেনের স্ত্রী জাহানারা আনছার, দুই ছেলে ইসমাইল হোসেন সায়মন ও এ কে এম মুসা কাজল, এহসান ইউসুফ, সাবেক নৌসচিব জুলফিকার হায়দার চৌধুরী, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সাবেক সদস্য এ কে রশিদ উদ্দিন আহমেদ, তৎকালীন গ্যাটকো পরিচালক শাহজাহান এম হাসিব, সৈয়দ তানভির আহমেদ ও সৈয়দ গালিব আহমেদ, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সাবেক চেয়ারম্যান এ এস এম শাহাদত হোসেন ও বন্দরের সাবেক পরিচালক (পরিবহন) এ এম সানোয়ার হোসেন।

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির

কমিটি কাজ করছে। ৯ সেপ্টেম্বর থেকে কমিটি ভবনের বিভিন্ন কক্ষ পরিদর্শনের সময় অফিসকক্ষে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংরক্ষণের হার্ডডিস্ক দেখতে পায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, হার্ডডিস্কটি কে বা কারা সরিয়ে ফেলেছে। হার্ডডিস্কের বাজারমূল্য প্রায় ১০ হাজার টাকা। তবে এতে সংরক্ষিত ফুটেজ অতি গুরুত্বপূর্ণ, যা অর্থমূল্যে মূল্যায়ন করা প্রায় অসম্ভব।

আগামী সপ্তাহে বাড়তে পারে বৃষ্টি

রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। আবহাওয়াবিদ ওমর ফারুক জানিয়েছেন, সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে বিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টিপাত হতে পারে। মৌসুমি বায়ু বিদায় নিচ্ছে, তাই বৃষ্টি কমে গেছে। তবে আগামী সপ্তাহের শেষদিকে বৃষ্টিপাত বাড়তে পারে। দেশে সর্বোচ্চ ১৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে টাঙ্গাইলে। সর্বোচ্চ ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ছিল যশোরে। এদিকে দেশের ছয়টি অঞ্চলের ওপর দিয়ে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড় হতে পারে। তাই সেসব এলাকার নদীবন্দরে তোলা হয়েছে সতর্কতা সংকেত। গতকাল মঙ্গলবার এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদ খো. হাফিজুর রহমান জানিয়েছেন, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ এবং সিলেট অঞ্চলসমূহের ওপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কিলোমিটার বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দরসমূহকে ১ নম্বর সতর্কতা সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। অন্য এক পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছুকিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে বুধবার পর্যন্ত রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছুকিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বুধবার সন্ধ্যা থেকে বৃহস্পতিবার রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছুকিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বর্ধিত পাঁচদিনে দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমি বায়ু সারা দেশ থেকে বিদায় নিতে পারে।

দুর্গাপূজায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা থাকবে:

থানা পুলিশ কর্তৃক অধিক টহল ও চেকপোস্ট স্থাপন, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সিসি ক্যামেরা, আর্চওয়ে ও মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে চেকিং ব্যবস্থা থাকবে। সাদা পোশাকে ডিবি পুলিশ মোতায়েন থাকবে। পাশাপাশি প্রতিটি পূজামণ্ডপে পর্যাপ্তসংখ্যক আনসার বাহিনীর সদস্য মোতায়েন থাকবে।একইসঙ্গে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যসহ র‍্যাবের সদস্যরা টহল ও অন্যান্য নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবে। বিসর্জনে ঢাকা মহানগরীতে ১৫টি স্পট নির্ধারণ করা হয়েছে। বিসর্জন শোভাযাত্রায় ডিএমপির বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে।সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে বিসর্জনের জন্য সব পূজা কমিটি ও ভক্তদের প্রতি অনুরোধ জানান ডিএমপি কমিশনার মাইনুল হাসান।আমাদের জানামতে এমন কোনো থ্রেট নেই, কোনো ঝুঁকিও দেখছি না। পুলিশ সদস্যদের মনোবল ফিরিয়ে আনা প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে ডিএমপি কমিশনার বলেন, আগস্টের ৫-৬ তারিখের সময় পুলিশের কার্যক্রম দেখেন অনুরূপ আজ ৮ অক্টোবরের পুলিশের কার্যক্রম দেখলে আপনারাই বুঝতে পারবেন পুলিশ কতটুকু মনোবল ফিরে পেয়েছে। যারা কর্মবিরতি দিয়েছিল তারাও পুরোদমে কাজে ফিরে আসছে।পূজার অনুষ্ঠানে দৃঢ় মনোবল নিয়ে পূজার দায়িত্ব পালন করবে পুলিশের প্রতিটি সদস্য।

দুদকের জালে দেড় শতাধিক

যেসব ঘটনা ছিল সরকার পতনের পর সেসব বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া। আরেকটি হচ্ছে এখন যাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, তাদের বিষয়ে দীর্ঘদিন আগে থেকেই তথ্য ছিল। যা আমরা টিআইবির গবেষণায় দেখিয়েছি। তিনি আরও বলেন, নির্বাচনের আগে আমরা দেখিয়েছি কীভাবে জনপ্রতিনিধিদের সম্পদ অস্বাভাবিকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তখন দুদক কিন্তু পদক্ষেপ নেয়নি। যতটুকু জানা যায় পটভূমি পরিবর্তনের পর আগের ওই তথ্যের ভিত্তিতে এখন পদক্ষেপ নিচ্ছে। বর্তমানে শতাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। এর ফলাফল যাই হোক না কেন, দুদককে যে ঢেলে সাজাতে হবে এর প্রয়োজনীয়তা ভুলে যাওয়ার সুযোগ নেই। যাদের বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধান বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়ার অভিযোগে ধীরে ধীরে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) জালে ধরা পড়ছে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী-এমপিরা। দুদক উপপরিচালক মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি টিম ১৩ জন সাবেক মন্ত্রী-এমপির দুর্নীতির অনুসন্ধান করছে। অভিযুক্তরা হলেন- সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ হাছান মাহমুদ, সাবেক প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমেদ, সাবেক বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্?মুদ চৌধুরী, সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন, কুষ্টিয়া-১ আসনের সাবেক এমপি সরওয়ার জাহান, মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য, যশোর-১ আসনের সাবেক এমপি শেখ আফিল উদ্দীন, রাজশাহী-৪ (বাগমারা) আসনের সাবেক এমপি এনামুল হক, জয়পুরহাট-২ আসনের সাবেক এমপি আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন ও বাগেরহাট-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শেখ হেলাল। দুদকের উপপরিচালক জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃত্বে অপর একটি অনুসন্ধান টিম আরও ১৩ সাবেক মন্ত্রী-এমপির দুর্নীতি ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ নিয়ে কাজ করছে। তারা হলেন- সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশী, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক স্থানীয় সরকারমন্ত্রী তাজুল ইসলাম, ধর্ম বিষয়ক সাবেক মন্ত্রী ফরিদুল হক খান, সাবেক মন্ত্রী ও জাতীয় পার্টি নেতা আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, জাসদ নেতা ও সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, সাবেক ত্রাণ ও দুর্যোগ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান, সাবেক বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, সাবেক যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল, ঢাকা-২০ আসনের সাবেক এমপি বেনজীর আহমেদ, যশোর-৩ আসনের সাবেক এমপি কাজী নাবিল আহমেদ, পটুয়াখালী-৪ আসনের সাবেক এমপি মহিববুর রহমান এবং নাটোর-১ আসনের সাবেক এমপি শহিদুল ইসলাম বকুল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক ট্যাগে

করা হয়। গবেষণা প্রতিবেদনে তারা উল্লেখ করেছেন, প্রায় ৮৪ শতাংশ নির্যাতনের ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে ঘটেছে, যেখানে ভুক্তভোগীদের নির্দিষ্ট কক্ষে ডেকে এনে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। ১০ শতাংশ নির্যাতন শুরু হয়েছে ক্যাম্পাসের কোনো স্থানে এবং শেষ হয়েছে আবাসিক হলের নির্দিষ্ট নির্যাতনের কক্ষে। ৬ শতাংশের ক্ষেত্রে নির্যাতন শুরু এবং শেষ হয়েছে ক্যাম্পাসেই। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, নির্যাতনের শিকার ২৬ শতাংশ শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের, ১৮ শতাংশ খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং ১৬ শতাংশ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের। এছাড়াও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটিতেও নির্যাতনের ঘটনা রয়েছে। এতে আরও বলা হয়, নির্যাতনের সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছে ২০১৭ সালে। মাস হিসেবে সবচেয়ে বেশি নির্যাতন করা হয়েছে আগস্ট মাসে। নির্যাতনের ধরণ উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে তাড়া করা এবং লাঠি, স্ট্যাম্প, রামদা ও জিআই পাইপ দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। গ্রুপভিত্তিক নির্যাতনের সময় সিগারেটের আগুনের ছ্যাঁকা দেওয়া, হকিস্টিক, ক্রিকেট স্ট্যাম্প, লাঠি ও রড দিয়ে পেটানো হয়েছে। হাত-পায়ের হাড় ভেঙে দেওয়া, চড়-থাপ্পড়, কিলঘুষি ও লাথি মারা হয়েছে। কারও কারও নখ তুলে ফেলা হয়। মারধরের পর মুমূর্ষু অবস্থায় পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে মিথ্যা মামলাও করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিবেদনে ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের কারণ, ধরন, নির্যাতনের সময় এবং নির্যাতন-পরবর্তী আন্দোলন নিয়ে সোচ্চারের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে অতীতে সংঘটিত নির্যাতনের বিচার এবং ভবিষ্যতে নির্যাতন বন্ধের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ক্যাম্পাস গড়ে তুলতে সোচ্চার ১০ দফা সুপারিশ করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়ার অর্থনীতি বিভাগের পোস্টডক্টরাল রিসার্চ ফেলো ও সোচ্চারের প্রেসিডেন্ট শিব্বির আহমদ বলেন, নির্যাতনের ঘটনার আগের দিনগুলো আর পরের দিনগুলো এক থাকে না শিক্ষার্থীদের। দীর্ঘ সময় কারাবরণ, মানসিক যন্ত্রণা, পড়াশোনায় অনিয়মিত হওয়া, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছিটকে পড়া, দীর্ঘমেয়াদি নানা সমস্যা দেখা দেওয়া, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, আর্থিক ক্ষতি, ক্যাম্পাসে আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তায় ভুগতে হয় ভুক্তভোগীদের। তিনি আরও বলেন, এসব নির্যাতন বন্ধে সরকারি কমিশন গঠন করে তদন্ত করতে হবে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের আলাদা তদন্ত কমিটি ও প্রাতিষ্ঠানিক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। ভিক্টিম সাপোর্ট সেল গঠন, প্রথম বর্ষের ছাত্রদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতির জন্য বিধিমালা তৈরি করা, ছাত্ররাজনীতির সংস্কার, হলগুলো ছাত্ররাজনীতি মুক্ত করা, ইনক্লুসিভ ক্যাম্পাস সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, আবাসনের সংকটের সমাধান ও ৭ অক্টোবর ক্যাম্পাস নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস ঘোষণা করতে হবে।

সংস্কারে নেই দৃশ্যমান অগ্রগতি

পরীক্ষা চালু করা যেত।' বড় রদবদলের পরও গতি ফেরেনি শিক্ষাপ্রশাসনে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর শিক্ষাপ্রশাসনে কয়েক দফায় বড় রদবদল এনেছে। বিগত সরকারের অনুগতদের সরিয়ে তুলনামূলক নিরপেক্ষ ও বিএনপি-জামায়াতপন্থি কর্মকর্তাদের বিভিন্ন পদে বসিয়েছে। তারপরও শিক্ষাপ্রশাসনে তেমন গতি আসেনি। শিক্ষাপ্রশাসনের বিভিন্ন কাজ যথাসময়ে শেষ করতে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতায় পড়ছে সরকার। মাউশির একজন নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে বলেন, 'বিভিন্নভাবে বিগত আওয়ামী লীগের দোসররা কৌশলে প্রশাসনের মধ্যে থেকে গেছেন। তারা ঠিকমতো কাজ করছেন না। অসহযোগিতা করার একটা প্রবণতা তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। ফলে সাবলীলভাবে কার্যক্রম পরিচালনা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।' বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-১) ড. খ ম কবিরুল ইসলাম বলেন, 'প্রথম দিকে হয়তো কিছু সমস্যা ছিল। এখন আমার দৃষ্টিতে কোনো সমস্যা দেখছি না। সবাই কাজ করছেন। সংস্কারকাজগুলোও গতিশীলভাবে চলছে।' শিক্ষাক্রম-বই সংশোধনে পদে পদে বিপত্তি আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রণীত জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১ বাতিল করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। তারা আগের সৃজনশীল শিক্ষাক্রমে ফেরার ঘোষণা দিয়েছে। সেজন্য ২০২২ সালের পাঠ্যবই কিছুটা পরিমার্জন ও সংশোধনের কাজ চলছে। এ কাজে গঠিত দুটি কমিটি নিয়ে বিপাকে পড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কমিটিতে যাদের রাখা হয়েছে তাদের 'ইসলামবিদ্বেষী' ট্যাগ দিয়ে মাঠে নেমেছে বিভিন্ন ইসলামি রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। তাছাড়া বিষয়ভিত্তিক বই সংশোধন কমিটির সদস্যদের নিয়েও নানা সমালোচনার মুখে পড়েছে সরকার। তবে বই পরিমার্জন ও সংশোধনে সাময়িক অসুবিধার মুখে পড়লেও তা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে বলে মনে করেন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কে এম রিয়াজুল হাসান। তিনি বলেন, 'হঠাৎ কমিটি করায় কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। অনেকে সেগুলো নিয়ে সমালোচনা করেছেন। আমরা সেগুলো ইতিবাচকভাবে নিয়েছি। খুবই স্বল্প পরিসরে সংশোধন-পরিমার্জনের কাজ হয়েছে।

সম্পাদকীয়

দেশে মাদকের বিস্তার
অনুপ্রবেশে ঠেকাতে কঠোর হোন

দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে মাদকের বিস্তার। মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণার পরও এর বিস্তার কমছে না, বরং দিন দিন বেড়েই চলেছে। নিত্যনতুন কায়দায় মাদকদ্রব্য দেশে প্রবেশ করছে। পাচার হয়ে আসছে ক্রিস্টাল মেথ, আইস, খাতসহ নতুন নতুন মাদক। অনেকটা প্রকাশ্যেই চলছে মাদকের ব্যবহার। রাজধানীসহ সারা দেশের শহরগুলোর অলিগলি, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়েছে নানা ধরনের মাদক। শিক্ষার্থীরা মাদক কারবারিদের মূল টার্গেট। তাদের মধ্যে আর রাখঢাক নেই। ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্র-ছাত্রীরা এ ক্ষেত্রে এগিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তরুণীদের মধ্যেও আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলেছে মাদকের বিস্তার। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পর্যবেক্ষণ, শিক্ষার্থীরা প্রকাশ্যে রাজধানীর অলিগলিসহ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদক সেবন করছে। ক্যাম্পাসেই মিলছে স্বল্পমূল্যে মাদক। স্থানীয় মাদক কারবারিরাও কৌশলে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে কোকেন, গাঁজা, মদ, মারিজুয়ানা, ইয়াবা, ফেনসিডিল, হেরোইন, পেথিডিন, সিসা, এলএসডির মতো মাদকের বিস্তার ঘটাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দেশব্যাপী থানাগুলোতে হামলা চালানো হয়। এরপর থেকে বেশ কিছুদিন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। এই সুযোগে সারা দেশে মাদক কারবারিদের উৎসব শুরু হয়। মাদক নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামা জরুরি হয়ে উঠেছে। অতীতে মাদকের বিষয়ে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা, জরিমানা ও গ্রেপ্তার করেও মাদকের সরবরাহ ও চাহিদা কমানো যায়নি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মাদকের চাহিদা ও ব্যবহারকারীদের বিষয়ে যতটা নজর, ততটা নেই সরবরাহের দিকে। সরবরাহ চলছে প্রায় অবাধে। কাজেই মাদকের অনুপ্রবেশ রোধ করা, মাদক পরিবহন, বেচাকেনা, সংরক্ষণ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, অর্থ লগ্নীকরণ, পৃষ্ঠপোষকতাসহ সংশ্লিষ্ট সব অপরাধ দমনে আরো কঠোর হতে হবে। সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। অপরাধীদের বিচারকাজ দ্রুততর করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। ব্যাপক ভিত্তিতে ডোপ টেস্ট চালু করতে হবে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ অনুযায়ী মাদকদ্রব্য পরিবহন, কেনাবেচা, সংরক্ষণ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, অর্থ লগ্নীকরণ, পৃষ্ঠপোষকতাসহ বিভিন্ন অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড। আমরা আশা করি, মাদক ব্যবসার মূল হোতাদের গ্রেপ্তার করে দ্রুত বিচার করতে হবে। যেকোনো মূল্যে মাদকের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে।

কাজেই মাদকের অনুপ্রবেশ রোধ করা, মাদক পরিবহন, বেচাকেনা, সংরক্ষণ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, অর্থ লগ্নীকরণ, পৃষ্ঠপোষকতাসহ সংশ্লিষ্ট সব অপরাধ দমনে আরো কঠোর হতে হবে। সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। অপরাধীদের বিচারকাজ দ্রুততর করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। ব্যাপক ভিত্তিতে ডোপ টেস্ট চালু করতে হবে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ অনুযায়ী মাদকদ্রব্য পরিবহন, কেনাবেচা, সংরক্ষণ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, অর্থ লগ্নীকরণ, পৃষ্ঠপোষকতাসহ বিভিন্ন অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড

রাতের আঁধারে বেপরোয়া দুর্বৃত্ত
প্রশাসনিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে

গত জুলাই মাসে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের তোপের মুখে পতন হয় স্বৈরাচার সরকারের। এরই পরিপ্রেক্ষিতে দেশ সরকার শূন্য হয়ে পড়ে। এতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীরও দুর্বলতা লক্ষণীয় ছিল। ফলে দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, দখলদারিত্ব, আধিপত্য ইত্যাদি বেড়েই চলছে। এতে সাধারণ মানুষ রয়েছেন আতঙ্কে। সম্প্রতি অভিযোগ উঠেছে রাজধানীতে রাতের আঁধারে ভয়াবহ রূপ নিচ্ছেন অপরাধীরা। রাত বাড়লে ভয়ংকর হয়ে উঠছে রাজধানী। ছিনতাই-ডাকাতির ঘটনা ঘটছে অহরহ। আধিপত্য বিস্তার, এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিতে সন্ত্রাসীরা রাতকেই বেছে নিচ্ছে। রাজধানীর অপরাধীরা রাতে ভীষণ সক্রিয়। এতে ঢাকার জনমনে তৈরি হচ্ছে আতঙ্ক। সম্প্রতি পত্রপত্রিকা থেকে জানা যায়, কিছুদিন আগে রাজধানীর মুগদায় বখাটের ধাড়ালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর আহত হন এক যুবক। তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হন তার দুই ভাই। রাতে দোকান বন্ধ করে তিন ভাই একসঙ্গে বাসায় ফেরার পথে দুর্বৃত্তরা তাদের ওপর হামলা চালায় এবং ছুরিকাঘাত করে। এছাড়াও একই সময় রাজধানীর বনশ্রীতে কাঁচাবাজারের নিয়ন্ত্রণ নিতে হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। এতে গুরুতর আহত হন চারজন। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, হামলার আগে বিষয়টি পুলিশকে জানালেও ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ। এছাড়াও রাজধানীর মোহাম্মদপুরের শেখের টেকে দুর্বৃত্তরা ঘর থেকে ডেকে নেয় এক তরুণকে। কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে ছুরিকাঘাত করা হয় তাকে। এর আগে রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর জনপদ মোড়ে দায়িত্বরত এক ট্র্যাফিক পুলিশ কনস্টেবলকে ছুরিকাঘাত করে দুর্বৃত্তরা। গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। শুধু মুগদা বা বনশ্রী নয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সক্রিয় না থাকায় হামলা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে গোটা রাজধানী জুড়েই। ঢামেক সূত্রে জানা যায়, গত শুক্রবার রাত আটটা থেকে রাত দেড়টা পর্যন্ত ৫৮ জন আহত ভর্তি হয়েছেন ঢামেক হাসপাতালে। যার অধিকাংশ সংঘাত সহিংসতায় আহত। অধিকাংশ ভুক্তভোগীর অভিযোগ, পুলিশের টহল না থাকায় রাজধানী ঢাকা অরক্ষিত হয়ে পড়েছে। রাত বাড়লে ভয়ংকর হয়ে উঠছে রাজধানী। ছাত্র-জনতা বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে গত জুলাইয়ে স্বৈরাচার সরকার পতন করা হয়েছে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে। তবে কি রাতের আঁধারে অন্যায় অত্যাচারে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হবে? প্রশ্নটা সরকারের কাছে সাধারণ জনতার। আশা করব, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সক্রিয় এবং ওই বিষয়ে কঠোর নজরদারি করে সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনবে। মানুষ এখন নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছে, এই স্বপ্নটা বাস্তবায়ন করার দায়িত্বটাও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে নিতে হবে। সর্বোপরি জনমনে স্বস্তি ফিরাতে সরকারের উদ্যোগের বিকল্প নেই।

কি রাতের আঁধারে অন্যায় অত্যাচারে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হবে? প্রশ্নটা সরকারের কাছে সাধারণ জনতার। আশা করব, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সক্রিয় এবং ওই বিষয়ে কঠোর নজরদারি করে সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনবে। মানুষ এখন নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছে, এই স্বপ্নটা বাস্তবায়ন করার দায়িত্বটাও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে নিতে হবে। সর্বোপরি জনমনে স্বস্তি ফিরাতে সরকারের উদ্যোগের বিকল্প নেই

নিরাপত্তা খাতের উন্নয়নে যা করা যেতে পারে

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সরকার মোহাম্মদ শামসুদ্দিন

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার ৫৩ বছরে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ এখন একটি পরিপক্ব ও পরিণত জাতি রাষ্ট্র। রাজনৈতিক মডেল হিসেবে, ১৬৪৮ সালের পিস অফ ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তির আলোকে ওয়েস্টফেলিয়া তত্ত্ব অনুযায়ী, একটি জাতিরাষ্ট্র মূলত দুটি নীতির ওপরে ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। প্রথমটি হলো রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব (ংঃধঃব ংড়াবৎবরমহঃু) নীতি, যা একটি রাষ্ট্রের নিজ ভূখণ্ডকে বাইরের কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়া স্বাধীনভাবে পরিচালনা করার অধিকার দেয়। দ্বিতীয়টি হলো জাতীয় সার্বভৌমত্ব (হধঃরড়হধষ ংড়া-বৎবরমহঃু) নীতি, যা একটি জাতিগোষ্ঠীর নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে স্বাধীনভাবে পরিচালনা করার অধিকার দেয়। আদর্শিক ও নৈতিকতার দিক থেকে জাতীয় সার্বভৌমত্ব নীতির মূল ভিত্তি হলো জনগণের শাসন, যে ব্যবস্থায় নিজস্ব জনগণের ইচ্ছা ও সার্বিক কল্যাণের প্রতিফলন ঘটে। জাতি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা বা হধঃরড়হধষ ংবপঁৎরঃু পৃথিবীর যেকোনো রাষ্ট্রের মতোই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের। এখানে অত্যন্ত সংক্ষেপে বোঝার চেষ্টা করবো যে, জাতীয় নিরাপত্তা ও জাতীয় নিরাপত্তার উপাদানগুলো কী, বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার বর্তমান প্রেক্ষাপটগুলো কী এবং আমাদের জন্য জরুরি বিবেচ্য বিষয়গুলো কী হতে পারে। সময়ের গুরুত্ব বিবেচনায় এই আলোচনা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও প্রাসঙ্গিক বলেই আমি মনে করি।

জাতীয় নিরাপত্তার সহজ সংজ্ঞা হলো, জাতি ও রাষ্ট্রের সব ধরনের স্বাধীনতা, ভূখণ্ড ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব, জাতির নিজস্ব ইচ্ছা ও মূল্যবোধ রক্ষাসহ সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। জাতীয় নিরাপত্তার মধ্যে মূলত ভূখণ্ডের সীমানার (territorial integrity) নিরাপত্তা; রাজনৈতিক স্বাধীনতার (political independence) নিরাপত্তা; জাতির স্বাধীন ইচ্ছা ও মূল্যবোধের নিরাপত্তা; অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা; অর্থনৈতিক নিরাপত্তা; কূটনৈতিক নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তা; সংস্কৃতি, পরিবেশ, জ্বালানি এবং পানি সম্পদ নিরাপত্তা সন্নিহিত।

জাতীয় প্রতিরক্ষা (national defense) ব্যবস্থা ভূখণ্ডের সার্বভৌমত্ব (sovereignty) ও সীমানা নিরাপত্তা (territorial integrity) রক্ষার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী থাকলেও, জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দৃঢ?তার ওপর রাজনৈতিক স্বাধীনতার নিরাপত্তা, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, কূটনৈতিক স্বাধীনতাসহ অন্য সব নিরাপত্তা অনেকাংশে নির্ভর করে। তবে অন্য সব জাতীয় নিরাপত্তার উপাদানগুলো রক্ষার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার উপর বর্তায়। তবে প্রত্যেকটি একে অপরের পরিপূরক এবং একটার সাথে অন্যটি সংশ্লিষ্ট। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব (state sovereignty) নীতির প্রশ্নে প্রথমেই আসে ভূখণ্ডের সীমানার (territorial integrity) নিরাপত্তা রক্ষা। বিষয়টি জাতীয় প্রতিরক্ষার (national defense) অংশ হলেও অর্থাৎ সশস্ত্র বাহিনীর বিষয় হলেও; এর সাথে কূটনীতি, অর্থনীতি, যোগাযোগ, এনার্জি, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ইত্যাদি সরাসরি সম্পৃক্ত। তেমনি জাতীয় নিরাপত্তার অন্যান্য উপাদানগুলোর নিরাপত্তা যেমন অর্থনৈতিক; তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ; পরিবেশ, পানি সম্পদ ইত্যাদির নিরাপত্তা জাতীয় প্রতিরক্ষার সাথে সম্পৃক্ত। যেমনটি ১৭৭৬ সালে Adam Smith—the father of Economics - তার জগৎ বিখ্যাত The Wealth of Nations গ্রন্থে লিখেছিলেন যে শুধু সম্পদ অর্জন করলেই হবে নাড়তার যথাযথ নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

জাতীয় নিরাপত্তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। আমাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আজকে কতটুকু সুসংহত তা কারওই অজানা থাকার কথা নয়। সবস্তরে সর্বগ্রাসী দুর্নীতির মহামারি ও সরকারি ছত্রছায়ায় প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির ব্যাপকতায় দেশ দেউলিয়া হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। ব্যাংক ব্যবস্থা ধ্বংস প্রায়, কোটি কোটি টাকা পাচার, মেগা প্রজেক্ট এর নামে দেশের স্বার্থ বিরোধী অসম চুক্তি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে চরম ঝুঁকির মধ্যে নিপতিত করা হয়েছে। বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের বিষয় হলো অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা। যেকোনো সময় বহিঃনিরাপত্তাকে প্রভাবিত করার মতো ক্ষমতা নিয়ে রোহিঙ্গা ইস্যু অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে চলমান ছিলই। এরমধ্যে জুলাই-আগস্ট ২০২৪ বিপ্লবোত্তর সময়ে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর অসংগঠিত অবস্থা ও নিষ্ক্রিয়তার কারণে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির নাজুক অবস্থা; পতিত সরকারের মরণ কামড়ের প্রচেষ্টায় তাদের প্রভু রাষ্ট্রের উসকানিতে অন্তর্বর্তী সরকারকে কোনোরকম সময় না দিয়ে বিভিন্ন ইস্যুতে অস্থির করে রাখা; আনসার আন্দোলন, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ওপর আক্রমণের প্রহসন, দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায় স্মরণ কালের ভয়াবহ বন্যা, পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পে শ্রমিক আন্দোলন ও ভাঙচুরের প্রচেষ্টা, পার্বত্য জেলাগুলোয় উপজাতিদের মধ্যে উসকানির মাধ্যমে চরম অস্থিরতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা, ইত্যাদির মতো একসাথে সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিস্থিতির মুখোমুখি বাংলাদেশ তার প্রতিষ্ঠার পর থেকে আর কখনো হয়নি। দুই মাসের জন্য সেনাবাহিনীর অফিসারদের ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দেওয়া অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার নাজুকতা ও গুরুত্বকেই প্রমাণ করে।

> পরিশেষে আমি মনে করি, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করাসহ জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে পারলে; দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন ও সত্যিকার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাসহ অন্যান্য সব নিরাপত্তা সহজেই নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। শেখ হাসিনার ১৫ বছরের ফ্যাসিবাদী সরকারকে বিতাড়িত করে দ্বিতীয় স্বাধীনতা অর্জনে এবং ফেনী-নোয়াখালী অঞ্চলে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা যে সাহস, ইচ্ছাশক্তি ও দেশ প্রেমের পরিচয় দিয়েছেড়এতে আমরা নিশ্চিত করেই বলতে পারি যে যেকোনো দেশই বাংলাদেশে সামরিক আগ্রাসন চালাতে অনেকবার ভাববে। তাছাড়া মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সাহস ও ইচ্ছা শক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো আছেই

বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে-

১। জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কমিটি (NCSA)-কে সক্রিয় করা। এই কমিটির অস্তিত্ব থাকলেও, আমরা খুব কমই এই কমিটির কোনো অর্থবহ কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছি।

২। নিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কমিটির নির্দেশনায়, প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নিয়ে, জরুরিভিত্তিতে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য threat ও চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করে জাতীয় নিরাপত্তার অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার উপাদানগুলোর প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা। পৃথিবীর অনেক দেশে জাতীয় নিরাপত্তা নীতিমালা (national security policy) প্রণীত হয় ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে নিয়মিত পর্যালোচনা করা হয়। জাতীয় নিরাপত্তা নীতিমালার আলোকে জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতিমালা, অর্থনৈতিক নীতিমালা, পররাষ্ট্র সংক্রান্ত নীতিমালাসহ অন্য সব বিষয়ে নীতিমালা প্রণীত ও পর্যালোচনা করা হয়।

৩। জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার elements of national power গুলো হলো- সামরিক, আধা-সামরিক ও অন্যান্য বাহিনীগুলো, অর্থনীতি, কূটনীতি, মানব সম্পদ, জ্বালানি সম্পদ, পানি সম্পদ এবং সর্বোপরি, জাতীয় ইচ্ছা শক্তি (national will)। এই উপাদানগুলো জাতীয় নিরাপত্তা নীতিমালার লক্ষ্য (policy objectives) সমূহ অর্জনে সর্বদা সক্রিয় রাখতে ও তাদের মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট বাহিনী সমূহ ও মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে নিয়মিত সমন্বয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কখনো কখনো কোনো কোনো রাস্তা ও ব্রিজ-এর মতো স্থাপনা নির্মাণ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হলেও জাতীয় প্রতিরক্ষা তথা জাতীয় নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করতে পারে। তাই এই ধরনের স্থাপনা নির্মাণের প্রজেক্ট গ্রহণের আগে জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটি বা উপকমিটিতে আলোচনার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করার দাবি রাখে।

৪। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া। এজন্য পুলিশ বাহিনী ও অন্যান্য বাহিনী সমূহ পুরোপুরি সুসংহত ও পুনর্গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সশস্ত্র বাহিনীকে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রাখা। তার ব্যতিক্রম হলে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা হুমকি হঠাৎ করেই সৃষ্টি হতে পারে ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে এবং তার সুযোগে প্রতি-বিপ্লব হয়ে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

৫। জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য সশস্ত্র বাহিনীকে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা ও আধুনিকায়ন করা একটা চলমান প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া চালু রাখতে হবে; তবে সবার আগে সশস্ত্র বাহিনীসহ সব আধা-সামরিক ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো ও এদের সব সদস্যদের পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি ও রাজনীতিমুক্ত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার আনতে হবে।

পরিশেষে আমি মনে করি, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করাসহ জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ? করতে পারলে; দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন ও সত্যিকার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাসহ অন্যান্য সব নিরাপত্তা সহজেই নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

শেখ হাসিনার ১৫ বছরের ফ্যাসিবাদী সরকারকে বিতাড়িত করে দ্বিতীয় স্বাধীনতা অর্জনে এবং ফেনী-নোয়াখালী অঞ্চলে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা যে সাহস, ইচ্ছাশক্তি ও দেশ প্রেমের পরিচয় দিয়েছেড়এতে আমরা নিশ্চিত করেই বলতে পারি যে যেকোনো দেশই বাংলাদেশে সামরিক আগ্রাসন চালাতে অনেকবার ভাববে। তাছাড়া মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সাহস ও ইচ্ছা শক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো আছেই।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা

ভালো শিক্ষক-গবেষক জরুরি কেন?

ড. কামরুল হাসান মামুন

বাংলাদেশে ভালো শিক্ষক-গবেষক নেই। এর পেছনের কারণ কি আমরা খুঁজেছি? ইউনেস্কোর তথ্যমতে, ২০১৫ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ২৪ হাজার ১১২ জন শিক্ষার্থী বিদেশে যায়। ২০২০ সাল নাগাদ এই সংখ্যা চারগুণ হয়েছে। আর ইউজিসির তথ্য অনুযায়ী, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্থায়ীভাবে বিদেশে থেকে যাওয়ার প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। কেন বাড়ছে? আওয়ামী লীগ সরকার যদি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ, নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট ইত্যাদি মেগা প্রজেক্ট না নিয়ে ওই টাকা শিক্ষা ও গবেষণায় বরাদ্দ দিত, বিশ্ব মানের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বানানোয় মনোযোগ দিত এবং একই সাথে দেশে দুই তিনটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্সটিটিউট বানাতো তাহলে ১৪/১৫ বছরে দেশের চেহারা বদলে যেত।

দেশে আজ একটি জেনারেশন তৈরি হতো যারা উন্নত জ্ঞান, বুদ্ধি ও চিন্তার মানুষ। দেশের মানুষ তখন তাদের স্বপ্রণোদিত হয়ে ভোট দিত। এইসব না করে তারা কী করল? কীভাবে ভোটারবিহীন নির্বাচন করে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা যায় তার জন্য গোটা প্রশাসনকে ব্যবহার করার জন্য দুর্নীতি করার ফ্রি লাইসেন্স দিয়ে দিলো। দেশ দুর্নীতিতে সয়লাব হয়ে গেল। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো যখনই ক্ষমতায় গেছে তখনই কীভাবে কৌশলে আজীবন ক্ষমতায় থাকা যায় তার চেষ্টা করেছে। মানুষের মন জয় করে ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় থাকতে চায়নি। উন্নত দেশ হওয়ার সূত্র হলো, আগে উন্নত মানের শিক্ষা দিয়ে সোনার মানুষ বানাতে হবে তারপর সেই সোনার মানুষ দিয়ে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ, নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট, বড় বড় সেতু, মেট্রোরেল ইত্যাদি নিজস্ব জনবল দিয়ে বানাতে হবে। তাহলে সেগুলো কম টাকায় বেশি মানসম্পন্ন হতো এবং বিদেশি নিয়োগ দিয়ে কাজ না করিয়ে দেশের টাকা ডলার হয়ে বিদেশে চলে যাওয়া রোধ করা যেত। শিক্ষায় মনোযোগ দিলে দেশে পঙ্গপাল তৈরি হতো না। অসৎ দুর্নীতিবাজ তৈরি হতো না। এত বছর যাবৎ শিক্ষকতা পেশাকে অনাকর্ষণীয় করে, নিয়োগ বিধিমালা ও দুষ্ট লোক দিয়ে নিয়োগ কমিটি ভরে মানহীন শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে সমাজে একটা ধারণা তৈরি করা হয়েছে যে আমাদের শিক্ষকরা ভালো না। আমাদের শিক্ষকরা প্রাইভেট পড়ায়, পার্টটাইমে ক্লাসে পড়ায়, জনপ্রতিনিধি তথা রাজনৈতিক ব্যক্তিদের পেছনে ঘুরে, নিজেরা রাজনীতি আর সমিতি করে নানা গ্রুপিং ও তদবিরে ব্যস্ত। এই কথা পুরোপুরি সত্য। কিন্তু এই সত্য অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে তৈরি করে শিক্ষাকে একদম ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন এ থেকে মুক্তির উপায় কী? এখন শিক্ষকতা পেশাকে উন্নত ও আকর্ষণীয় করতে বললেই একদল বলে ওঠে এদের যোগ্যতা নাই, এরা অমুক, এরা তমুক ইত্যাদি। তাহলে কি আমরা এর মধ্যেই আবর্তিত থাকবো? এক জায়গা থেকে তো শুরু করতে হবে।

এটা করলে এখন যারা খারাপ তারা লাভবান হয়ে যাবে বলে কি উচিত কাজটি করা যাবে না? উচিত কাজটি ঠিক করতে হবে ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে। যাতে সেইসময় থেকে যারা নিয়োগ পাবে তারা যেন যোগ্য হয়।

খারাপের উদাহরণ দিয়ে ভালো কিছু না করার যুক্তি কখনোই ভালো না। আর যেন একটি নিয়োগও খারাপ না হয়। শিক্ষকতা পেশাকে আকর্ষণীয় করার পাশাপাশি একই সাথে

> গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে ভিয়েতনাম তার জিডিপির ০.৫ শতাংশের বেশি ব্যয় করে আমরা করি ০.০৩ শতাংশ! পৃথিবীর সব দেশ মিলে ১.৭ ট্রিলিয়ন ডলার উন্নয়ন ও গবেষণায় ব্যয় করে। তার ৮০ শতাংশ ব্যয় করে ১০টি দেশ। আর সেই ১০টি দেশই পৃথিবীতে উন্নত ও ক্ষমতাবান। তাই কোনো দেশ শিক্ষা ও উন্নয়ন এবং গবেষণায় জিডিপির কত শতাংশ বরাদ্দ দেয় তার উপরই নির্ভর করে সেই দেশ কতটা উন্নত ও সভ্য। বাংলাদেশ এইসব বুঝেও না আর এইসবের ধারও ধারেনি কখনো। জনগণও বুঝে না। উন্নয়ন ও গবেষণায় ০.০৩ শতাংশ বরাদ্দ দিয়ে আমাদের উন্নয়নের গান শুনিয়ে গেল আর আমাদের বুদ্ধিজীবীরা তা গিলে খেল

আমাদের নিয়োগ বিধিমালাকেও কয়েকটি স্তরে ভাগ করতে হবে যেন তিন স্তরে ফিল্টারিং হয়ে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। একজন অসৎ খারাপ শিক্ষক যেমন অনেক বছর ধরে সমাজের ক্ষতি করে যেতে পারে, যা জলপ্রপাতের ধারার মাধ্যমে ক্ষতির পরিমাণ চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পায়; ঠিক তেমনি একটি ভালো নিয়োগ অনেক বছর ধরে সমাজের ভালো করে যেতে পারে যা জলপ্রপাতের ধারার মাধ্যমে লাভ চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পায়। আরেকটি বড় বিষয় হলো বাজেট। ২০২৩ সালের শিক্ষায় নেপাল তাদের জিডিপির ৩.৬৪৯ শতাংশ বরাদ্দ দিয়েছে। আমরা দিয়েছিলাম ১.৭৬ শতাংশ! ২০০০ সালের পর থেকে নেপাল তাদের জিডিপির ৩ শতাংশের বেশি শিক্ষায় বরাদ্দ দিয়ে আসছে। তার ফল তারা পাচ্ছে। শিক্ষার মানে নেপাল বাংলাদেশ থেকে এগিয়ে। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেতনে বাংলাদেশ থেকে এগিয়ে। মানবিক মানেও নেপালের মানুষ বাংলাদেশ থেকে এগিয়ে। নেপালে বাংলাদেশের মতো এত দুর্নীতিবাজ, ব্যাংক লুটকারী, পাচারকারী নেই। নেপাল তাদের জিডিপির ১ শতাংশ উন্নয়ন ও গবেষণায় বরাদ্দ দেয়। বাংলাদেশ দেয় ০.০৩ শতাংশ!

এই বছর ভিয়েতনাম শিক্ষায় জিডিপির ৩.৯২ শতাংশ বরাদ্দ দিয়েছে আর আমরা দিয়েছি ১.৬৯ শতাংশ! পার্থক্য বুঝতে পারছেন? ৬ বছর যাবৎ ভিয়েতনাম জিডিপির ৩.৫ শতাংশের বেশি শিক্ষায় বরাদ্দ দিয়ে আসছে। তার ফল ভিয়েতনাম পাচ্ছে। এখন তাদের বিশ্ববিদ্যালয় ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিং-এ ৫০০ এর মধ্যে চলে আসছে।

শিক্ষায় তাদের উন্নতি ঈর্ষা করার মতো। গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে ভিয়েতনাম তার জিডিপির ০.৫ শতাংশের বেশি ব্যয় করে আমরা করি ০.০৩ শতাংশ! পৃথিবীর সব দেশ মিলে ১.৭ ট্রিলিয়ন ডলার উন্নয়ন ও গবেষণায় ব্যয় করে। তার ৮০ শতাংশ ব্যয় করে ১০টি দেশ। আর সেই ১০টি দেশই পৃথিবীতে উন্নত ও ক্ষমতাবান। তাই কোনো দেশ শিক্ষা ও উন্নয়ন এবং গবেষণায় জিডিপির কত শতাংশ বরাদ্দ দেয় তার উপরই নির্ভর করে সেই দেশ কতটা উন্নত ও সভ্য। বাংলাদেশ এইসব বুঝেও না আর এইসবের ধারও ধারেনি কখনো। জনগণও বুঝে না। উন্নয়ন ও গবেষণায় ০.০৩ শতাংশ বরাদ্দ দিয়ে আমাদের উন্নয়নের গান শুনিয়ে গেল আর আমাদের বুদ্ধিজীবীরা তা গিলে খেল। এভাবে আর যাই হোক ভালো শিক্ষক ও ভালো গবেষক তৈরি হবে না, যারা একটু ভালো কাজ করতে চাই তারা দেশের বাইরে চলে যাবে। এখনই সময় শিক্ষা এবং গবেষণায় সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করা।

লেখক : অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের অভদ্র ভাষা ভদ্র ভাষায় বদলে যাক!

রাজু আহমেদ

মোটা হয়ে গেছো? শরীরে গোস্ত কই? আরে এ দেখি টাক হয়ে গেছো! এখনো বিয়ে হয়নি? কিংবা আরে কালারে কালা!- এসব বলে বলে মানুষ বড্ড সুখ পায়! নিজের মধ্যকার অসুস্থতা বাড়িয়ে তোলার টনিক পায়! এই গরীবের সাথে তোমরা কি আর সম্পর্ক রাখবা- এই কথা কয়েকবার শোনায়। মানুষ আসলে ব্যথা দিয়ে মজা পায়। আপনাকে একটু বেকায়দায় ফেলতে পারলে, দমাতে পারলে খুব শান্তি পায়! তার জীবনের সব হার কথা দিয়ে জিতে গিয়ে পোষাতে চায়। অথচ আরও নগ্নভাবে হেরে যায়। এখনো কিচ্ছু করো না, চাকরি-বাকরি পাবা, আমার অমুক তো তমুক তমুক কাজ করে। তার কত কত যোগ্য আর তোমার মধ্যে তো গুণের কিছুই নাই- এসব বলে বেকারকে, ছোট চাকুরিজীবীকে অসহনীয় যন্ত্রণা দিয়ে সহনীয় পর্যায়ের সুখ পায়! সৎভাবে সাদামাটা জীবন যাপনকারীকে থামিয়ে দবতে চায়। কোথাও দুর্বলতা পেলে, ব্যর্থতার খবরকে মহাকাব্যে পরিণত করতে কিংবা দুর্নাম রটাতে এমন মানুষের জুরি মেলা ভার! পেছনে দুর্নাম ছড়াতে মানুষের চেয়ে মেশিনও বেশি পারে না। বাবারে বাবা! কথার আঘাত দিয়ে সে বিশ্বজয়ের তৃপ্তি পায়! জঘণ্য রকমের ব্যক্তি আক্রমণ করে মানুষ নিজেদের মধ্যে পশুত্বের মাহফিল করে। পরের ভুঁড়ি নিয়ে তার যত দুশ্চিন্তা তত চিন্তা তার জীবন নিয়েও করে না। বিয়ে হচ্ছে না কেন, বাচ্চা নিচ্ছ না কেন কিংবা চাকুরি পাচ্ছ না কেন- এসব কথা তাদের ঠোঁটের আগায় ইনস্টলেশন করাই থাকে! কেমন আছ জিজ্ঞেস করার বদলে এসব জিজ্ঞেস করে। ওদের চিন্তা-ভাবনা, আফসোস দেখে মনে হয় যেন ওরাই খাওয়ায়, ওরাই পড়ায় এবং ওরাই গড়ে! আপনি ব্যর্থ হলে ওদের আত্মহত্যা ছাড়া আর উপায় থাকবে না। অথচ মানুষ একই কথা ঘুরিয়ে বললে তাদেরকে শুভাকাঙ্ক্ষী মনে হয়। মানুষ আসলে ইচ্ছা করলেই আপন হতে পারে। ভাষাও তখন ভদ্র হয়! স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দাও, ওজন বাড়তে দিও না। নিজেকে যত্ন করো, ঠিকঠাক সময়ে খাও। চুলে তোমাকে সুন্দর লাগে, চুলগুলোকে যত্ন করো। তোমার জীবনে যোগ্য মানুষ আসবে- তাড়াহুড়ো না করে অপেক্ষা করো কিংবা চেষ্টা চালিয়ে যাও। তোমার মত ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্টের চাকুরি না হয়ে পারবেই না- চেষ্টা অব্যাহত রেখো। মানুষ যদি হাসিমুখে কথা বলে, শত্রু না হতে চেষ্টা করে তবে মানুষের চেয়ে মানুষের আপন আর কেউ হয় না। তার চেয়ে সুন্দর-স্নিগ্ধও কেউ হয় না। কাউকে আঘাত করে কথা বলার মত বড় পাপ আর নাই! অনেকের খাছলত খোঁচা মারা। তারা স্বভাব সিদ্ধভাবেই সোজা কথা বাঁকা করে বলে। তাদেরকে মাফ করা যায়। কিন্তু এক শ্রেণির মানুষ আছে যারা ইচ্ছা করেই অন্যকে আঘাত করে খুশি হয়। ব্যথা দিয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলে। কাউকে না খোঁচালে তাদের খাবার হজম হয় না। নিজের সন্তানদের খবর নাই অথচ পড়শীর সন্তানের দুশ্চিন্তায় তার ঘুম হয় না। এদের সাক্ষাৎ, আলাপ এড়িয়ে চললে মোটামুটিভাবে শান্তিতে বাঁচা যায়। যে কথা শুনে সহ্য করা মুশকিল তা ইগনোর করতেই হবে। সুখে থাকার জন্য, বেঁচে থাকার জন্য গ্রহণ করার চেয়ে এড়িয়ে চলার শিক্ষা বেশি জরুরি। অনেক কথা কান পর্যন্ত আসবে কিন্তু তা মগজে নেওয়া যাবে না। নিজেকে নিজে চিনতে পারলে, নিজর মধ্যে আত্মপ্রত্যয় মজবুত হলে এবং নিজের স্বপ্ন বাস্তবায়নে বিভোর থাকলে কে কী বললো তাতে কী যায় আসে? বরং কারো কথা শুনে, খোঁচায় মন খারাপ করলে, ভেঙে পরলে নিজের ভাগের সময় থেকেই নষ্ট হবে! সুখের অপচয় হবে। পরের কথা বোকারা মন খারাপ করে।

সাক্ষাৎ, আলাপ এড়িয়ে চললে মোটামুটিভাবে শান্তিতে বাঁচা যায়। যে কথা শুনে সহ্য করা মুশকিল তা ইগনোর করতেই হবে। সুখে থাকার জন্য, বেঁচে থাকার জন্য গ্রহণ করার চেয়ে এড়িয়ে চলার শিক্ষা বেশি জরুরি। অনেক কথা কান পর্যন্ত আসবে কিন্তু তা মগজে নেওয়া যাবে না। নিজেকে নিজে চিনতে পারলে, নিজর মধ্যে আত্মপ্রত্যয় মজবুত হলে এবং নিজের স্বপ্ন বাস্তবায়নে বিভোর থাকলে কে কী বললো তাতে কী যায় আসে? বরং কারো কথা শুনে, খোঁচায় মন খারাপ করলে, ভেঙে পরলে নিজের ভাগের সময় থেকেই নষ্ট হবে

লেখক : কলামিস্ট

হার এড়াল ম্যানচেষ্টার ইউনাইটেড

স্পোর্টস ডেস্ক : ইনজুরি টাইমের গোলে ইউরোপা ফুটবল লিগে হার এড়ালো ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেষ্টার ইউনাইটেড। ইউরোপা লিগে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে পর্তুগালের ক্লাব পোর্তোর সাথে ৩-৩ গোলে ড্র করেছে ম্যান ইউ। এ নিয়ে নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচই ড্র করলো এরিক টেন হাগের দল ম্যান ইউ।

নিজেদের প্রথম ম্যাচে ঘরের মাঠে ডাচ ক্লাব এফসি টুয়েন্টির সাথে ১-১ গোলে ড্র করেছিলো ইংলিশ ক্লাবটি। পর্তুগালের মাঠ দ্রাগাও স্টেডিয়ামে প্রথম ২০ মিনিটের মধ্যে ২-০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ম্যানচেষ্টার ইউনাইটেড। সপ্তম মিনিটে ম্যান ইউকে প্রথম এগিয়ে মার্কাস রাশফোর্ড। এরপর ২০ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুন করেন রাসমাস হোলান্ড। ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়েও হাল ছাড়েনি পোর্তো। ৭ মিনিটের ব্যবধানে দুই গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরায় তারা। ২৭ মিনিটে পেপে ও ৩৪ মিনিটে সামু ওমোরোদিওন গোল করেন। প্রথমার্ধের বাকী সময় আর গোল না হলে ২-২ গোলের সমতয়া শেষ ম্যাচের প্রথম ভাগ।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ম্যাচে প্রথমবারের মত এগিয়ে যায় পোর্তো। ম্যাচের ৫০ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ওমোরোদিওন। ৮১ মিনিটে ব্রুনো ফার্নান্দেজ লাল কার্ড দেখলে ১০ জনের দলে পরিণত হয় ম্যানচেষ্টার ইউনাইটেড। ৩-২ গোলে এগিয়ে থেকে ম্যাচ শেষ করার পথে ছিলো পোর্তো। কিন্তু ইনজুরি সময়ের গোলে হার এগাতে পারে ম্যানচেষ্টার ইউনাইটেড।

৯১ মিনিটে হ্যারি ম্যাগুয়েরের গোলে ম্যাচে ৩-৩ সমতা ফেরায় ম্যান ইউ। শেষ পর্যন্ত পোর্তোর সাথে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে ম্যান ইউ। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা চার ম্যাচ জয়শূন্য থাকার পরও সবাইকে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানালেন কোচ টেন হাগ। তিনি বলেন, 'এই মুহূর্তে আমি নিজেদের মূল্যায়ন করবো না। মৌসুমের শেষে মূল্যায়ন করবো। আমরা একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে আছি।

এই দলকে ভালোভাবে গড়ে তুলতে হবে। দলের সবার ভেতরে তাড়না আছে এবং খেলোয়াড়রা ঐক্যবদ্ধ আছে। তাদের মনোবল শক্ত এবং তারা কিছু অর্জন করতে চায়। আমাদের মানসিকতা ভালো আছে। আমাদেও আরও উন্নতি করতে হবে।' প্রথম দুই ম্যাচ ড্র করায় ৩৬ দলের পয়েন্ট টেবিলে ২১তমস্থানে আছেন ম্যানচেষ্টার ইউনাইটেড। প্রথম ম্যাচ হারলেও নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে ড্র করেছে পোর্তো। টেবিলের ২৪তম স্থানে আছে তারা।

এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ জয়াবিক্রমা

স্পোর্টস ডেস্ক : জন্মদিনে নিষিদ্ধ হলেন শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার প্রাভিন জয়াবিক্রমা। আইসিসির দুর্নীতিবিরোধী একাধিক ধারা ভেঙে এক বছরের জন্য সব ধরনের ক্রিকেট থেকে নিষিদ্ধ হয়েছেন তিনি। আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে বিক্রমার শাস্তির বিষয়টি ঘোষণা করে আইসিসি। প্রাভিন জয়াবিক্রমার শাস্তি এক বছরের হলেও এর শেষ ৬ মাস থাকছে স্থগিত। প্রথম ৬ মাসে নতুন করে আইসিসির নীতিমালা বিরোধী কিছু না করলে ২০২৫ সালের ১ এপ্রিল থেকে ক্রিকেটে ফিরতে পারবেন তিনি। জয়াবিক্রমার বিপক্ষে অনেক অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় এই শাস্তি পেলেন তিনি। যেমন, ২০২১ লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে জুয়ারির পক্ষ হয়ে অন্য এক ক্রিকেটারকে ফিক্সিংয়ে রাজি করানোর প্রস্তাব পেয়েও তা আইসিসিকে না জানিয়ে মেসেজ গুলো ডিলেট করে দেন তিনি। জায়াবিক্রমাকে তার বন্ধু প্রস্তাব দেন, জাতীয় দলে একটি 'নো' বল করলেও অনেক আয় করা সম্ভব।

এবার বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন রশিদ খান

স্পোর্টস ডেস্ক : কবে বিয়ে করবেন রশিদ খান, এমন প্রশ্ন অনেক দিন ধরেই ক্রিকেটভক্তদের মুখে মুখে। কথায় নয়, এবার কাজের মাধ্যমে ভক্তদের সেই প্রশ্নের জবাব দিলেন ২৬ বছর ১৪ দিন বয়সী আফগান ক্রিকেটার। নিজের বিয়ে তো করলেনই; পাশাপাশি ঘটা করে এমন আয়োজন করলেন যে, ক্রিকেটভক্তদের সবাইকে অবাকই করে দিলেন রশিদ খান। তিন সহোদরকে নিয়ে একসঙ্গে বিয়ে করলেন আফগান লেগস্পিনার।

গত বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের ইম্পেরিয়াল কন্টিনেন্টাল হোটেলে বিয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করেন রশিদ। একই মজলিশে রশিদের তিন ভাইও শুভ কাজ সারেন। রশিদের সঙ্গে একই অনুষ্ঠানে বিয়ে করা অন্য তিন ভাই হলেন- আমির খলিল, জাকিউল্লাহ ও রাজা খান। দেশটির সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, পশতুন রীতি বিয়ে করেছেন তারা। তবে চার ভাইয়ের কেউই পাত্রীর নাম প্রকাশ করেননি। রশিদ-ভ্রাতৃদের বিয়ের আয়োজনও হয় অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে। বিয়ের অনুষ্ঠানে সতীর্থ ও ক্রিকেট বোর্ডের অনেককে আমন্ত্রণ জানান রশিদ।

ঋতুর হাতে ম্যাচসেরার পুরস্কার তুলে দিলেন আসিফ

স্পোর্টস ডেস্ক : এক দশক পর বিশ্বকাপে বাংলাদেশের মেয়েরা পেল জয়ের দেখা। শেষ বার ২০১৪ সালে বাংলাদেশ বিশ্বকাপে ম্যাচ জিতেছিল। লম্বা সময় পর আবার বিশ্বকাপে বাংলাদেশ নারী দল পেল জয়, ১৬ রানে হারিয়ে দিল স্কটল্যান্ডকে। চার ওভারে মাত্র ১৫ রান খরচায় ২ উইকেট পাওয়া রিতু মনির হাতে উঠল ম্যাচ সেরার পুরস্কার।

তাকে অবশ্য এই পুরস্কার তুলে দিলেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়া বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচের পুরস্কার বিতরণীতে নামেন মাঠে। রিতু মনির হাতে ম্যাচ সেরার পুরস্কার তুলে দেন। মেয়েদের টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজক বাংলাদেশ।

ফাইনালে আর্জেন্টিনা-ব্রাজিল

ফুটসাল বিশ্বকাপ

স্পোর্টস ডেস্ক : ফুটবল বিশ্বকাপ ফাইনালের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত মুখোমুখি হয়নি আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল। কিন্তু এবার বিশ্বকাপ ফাইনালে শিরোপার লড়াইয়ে নামতে যাচ্ছে এই দুই দল। তবে সেটা ফুটবলে নয়, ফুটসাল বিশ্বকাপে মুখোমুখি হচ্ছে লাতিন আমেরিকার দুই প্রতিবেশী দেশ। উজবেকিস্তানে গত ১৪ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছে ফিফা ফুটসাল বিশ্বকাপ। গত বৃহস্পতিবার সেমিফাইনালে ফ্রান্সের মুখোমুখি হয়েছিল আর্জেন্টিনা। অন্য সেমিতে ইউক্রেনের মুখমুখি হয় ব্রাজিল। ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে ফ্রান্সকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। ইউক্রেনের বিপক্ষে ব্রাজিলের জয় একই ব্যবধানে। অনেকটা ফুটবলের মতোই খেলা ফুটসাল। ফিফা বিশ্বকাপ ফুটসালে আর্জেন্টিনা প্রথম চ্যাম্পিয়ন হয় ২০১৬ সালে। ২০২১ সালের ফুটসাল বিশ্বকাপের ফাইনালে তারা হারে পর্তুগালের কাছে। এ নিয়ে তৃতীয়বারেরর মতো ফাইনালে উঠলো দলটি। ব্রাজিল সর্বশেষ ২০১২ সালে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ফুটসাল বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলেছে। সেবার স্পেনকে ৩-২ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ব্রাজিল। এরপর আর ফুটসালের ফাইনালে ওঠতে পারেনি তারা। এ নিয়ে দ্বিতীয়বার শিরোপার লড়াইয়ে নামছে তারা। আগামীকাল রোববার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায় তাসখন্দের হুমো অ্যারেনায় অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল।

ফাইনালেও গ্যালারি ভরা দর্শক আশা করা হচ্ছে। যদিও ইনডোর অ্যারেনার দর্শক ধারণক্ষমতা মাত্র ১২ হাজার ৫০০। তাতে অবশ্য ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ফাইনালের আবেদন কমছে না।

ইনজুরিতে পড়লো হামজা চৌধুরী

বাংলাদেশের হয়ে খেলা অনিশ্চিত

স্পোর্টস ডেস্ক : ইংলিশ ক্লাব লেস্টার সিটির হামজা চৌধুরী খেলবেন বাংলাদেশে, দীর্ঘদিন ধরে সেই স্বপ্নে বিভোর এদেশের ফুটবলপ্রেমীরা। সেই স্বপ্ন পূরণের পথে অনেক দূর এগিয়েছে বাফুফে এবং হামজা। এরই মধ্যে বাংলাদেশি পাসপোর্ট পেয়েছেন হামজা। ছাড়পত্র মিলেছে ইংলিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের। এখন বাকি শুধু ফিফার প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটি ও লেস্টার সিটির অনুমোদন। সেটা পেলেই লাল-সবুজ জার্সিতে মাঠে নামার দরজা খুলে যেতো হামজার। বাফুফে চাইছিল, নভেম্বর উইন্ডোতেই হামজাকে জাতীয় দলের হয়ে খেলাতে। এর মধ্যে বড় দুঃসংবাদ। কাঁধের হাড় নড়ে গেছে ২৭ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডারের। অনুশীলনের সময় এই গুরুতর আঘাত পেয়েছেন হামজা। লেস্টার সিটির কোচ স্টিভ কুপারও নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না, কতদিন মাঠের বাইরে থাকতে হবে এই ফুটবলারকে। কুপার বলেন, 'কাঁধ নড়ে যাওয়া অবশ্যই বড় একটি আঘাত।

আইটি

ভিভোর নতুন স্মার্টফোন

আইটি ডেস্ক : ভিভো ভি৪০ ফাইভজি স্মার্টফোনে পোর্ট্রেইট সিনেম্যাটিক ভিডিও-ফটোগ্রাফির নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছে। ভিভো-জাইস এর রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট টিমের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রথমবারের মতো ভি সিরিজে ক্যামেরায় ব্যবহৃত হয়েছে জাইসের লেন্স। বিশ্বখ্যাত লেন্স নির্মাতা প্রতিষ্ঠান জাইস ১৭৮ বছর ধরে অপটিকস প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে। ভি৪০ ফাইভজি প্রি-অর্ডার করলে গিফট হিসেবে থাকছে রিরো ডব্লিউ১ প্রো স্মার্ট ওয়াচ (দাম ৪ হাজার ৭৯৯ টাকা), এক্সক্লুসিভ গিফট প্যাক ও পোস্টার কার্ড। স্মার্টফোনটির দাম পড়বে ৬২ হাজার ৯৯৯ টাকা। ভিভো ভি৪০ ফাইভজির বিশেষত্ব হলো এর জাইস সিনেম্যাটিক পোর্ট্রেইট ভিডিও ফিচার। ভিডিওতে নান্দনিক সিনেমা কোয়ালিটি আনতে এতে রয়েছে জাইস ফোকাস ট্রানজিশন এবং জাইস সিনেম্যাটিক ভিডিও বোকেহ। এই দুইটি ফিচারের সাহায্যে সাবজেক্টের দিক পরিবর্তনের সঙ্গেতাল মিলিয়ে ফোকাস ধরে রেখে সিনেমাটিক আবহ তৈরি করতে পারবে স্মার্টফোনটি। জাইস সিনেমাটিক স্টাইল বোকেহ, জাইস সিনে-ফ্লেয়ার পোর্ট্রেট, জাইস বায়োটার স্টাইল বোকেহ, জাইস প্ল্যানার স্টাইল বোকেহ, জাইস ডিস্টাগন স্টাইল বোকেহ, জাইস সোনার স্টাইল বোকেহ ও জাইস বি-স্প্রিড স্টাইল বোকেহ- এই সাতটি বোকেহ ইফেক্টে সিনেম্যাটিক ভিডিও ধারণের সুযোগ রয়েছে ভিভো ভি৪০ ফাইভজিতে। সাথে রয়েছে মাল্টিফোকাল পোর্ট্রেট ফিচার। এতে একটি নির্দিষ্ট ফ্রেমে থেকে ২৪ মি মি, ৩৫ মি মি, ৫০ মি মি- এই তিনটি ফোকাল লেন্থে প্রফেশনাল ক্যামেরার মতই ছবি বা ভিডিও ধারণ করা যাবে। ৫০ মেগাপিক্সেল জাইস আল্ট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা, ৫০ মেগাপিক্সেল জাইস ওআইএস মেইন ক্যামেরা ও ৫০ মেগাপিক্সেল জাইস গ্রুপ সেলফি ক্যামেরা থাকছে ভিভো ভি৪০ ফাইভজিতে। এছাড়াও, এআই অরা লাইট পোর্ট্রেইট ফিচার এর পাশাপাশি ইনডোর ও ব্যাকলিট পরিস্থিতিতে ছবি তোলার জন্য রয়েছে আপগ্রেডেড 'এআই থ্রিডি স্টুডিও লাইটিং'। ৫৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের শক্তিশালী ব্লুভোল্ট ব্যাটারি থাকলেও ভিভোর সবচেয়ে স্লিম ডিজাইনের স্মার্টফোন ভিভো ভি৪০। প্রিমিয়াম থ্রিডি কার্ভড স্ক্রিনটি মূলত ৬.৭৮ ইঞ্চি অ্যামোলেড ডিসপ্লে, যার রেজুলেশন ২৮০০ * ১২৬০। ডিসপ্লেটির লোকাল পিক ব্রাইটনেস ৪৫০০ নিটস এবং রিফ্রেশ রেট ১২০ হার্জ। ৮০ ওয়াটের ফ্লাশ চার্জিং প্রযুক্তি থাকছে ভিভো ভি৪০ ফাইভজিতে। কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন প্রসেসরে মিলবে দ্রুত ও স্মুদ পারফরম্যান্স। ১২ জিবি র‍্যামের সঙ্গে ২৫৬ জিবি স্টোরেজ পাওয়া যাবে ভিভো ভি৪০ ফাইভজিতে। এ ছাড়া রয়েছে আইপি৬৮ ও আইপি৬৯ ওয়াটার ও ডাস্ট রেজিস্ট্যান্স প্রযুক্তি। ভিভো ভি৪০ ফাইভজিতে থাকছে গ্লাস ব্যাককভার ম্যাটেরিয়াল এবং ইনডিসপ্লে অপ্টিক্যাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর। ব্যাক সাইডে জেমিনি রিং ডিজাইনের ক্যামেরা মডিউলের সাথে দুইটি রঙে পাওয়া যাবে ভিভো ভি৪০ ফাইভজি; নেবুলা পার্পল ও মুনলাইট হোয়াইট।

ভিডিও কলে নতুন দুই সুবিধা

আইটি ডেস্ক : কাজের প্রয়োজনে অথবা ব্যক্তিগত কারণে অনেকেই নিয়মিত হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কল করেন। হুট করে কেউ কল করলে আশপাশের পরিবেশ বা মানুষজন নিয়ে বেশ বিব্রত হতে হয়। এ সমস্যা সমাধানে ভিডিও কলের জন্য ফিল্টারস ও ব্যাকগ্রাউন্ডস নামের নতুন দুটি সুবিধা যুক্ত করেছে হোয়াটসঅ্যাপ। এর মাধ্যমে ভিডিও কলের সময় বিভিন্ন ফিল্টার ও ব্যাকগ্রাউন্ড যুক্ত করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। হোয়াটসঅ্যাপের তথ্য মতে, আগামী সপ্তাহ থেকে ব্যবহারকারীরা এই নতুন দুটি ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন। ভিডিও কলের সময় ফিল্টারস অপশনের মাধ্যমে মোট ১০ ধরনের ফিল্টার ব্যবহার করা যাবে। এ ছাড়া ভিডিও কল চালু থাকা অবস্থায় ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবর্তন করা যাবে। ফলে ভিন্ন ভিন্ন আবহে ভিডিও কল করার সুযোগ মিলবে। ফিল্টারগুলোর মধ্যে রয়েছে- ওয়ার্ম, কুল, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, লাইট লিক, ড্রিমি, প্রিজম লাইট, ফিশআই, ভিনটেজ টিভি, ফ্রস্টেড গ্লাস এবং ডুও টোন। ব্যাকগ্রাউন্ডের অপশনগুলোর মধ্যে রয়েছে- ব্লার, লিভিং রুম, অফিস, ক্যাফে, পেবেলস, ফুডি, স্মুস, বিচ, সানসেট, সেলিব্রেশন এবং ফরেস্ট। এক ব্লগ পোস্টে হোয়াটসঅ্যাপ জানিয়েছে, ফিল্টারস ও ব্যাকগ্রাউন্ডস সুবিধা চালুর পাশাপাশি ভিডিও কলের জন্য টাচ আপ ও লো লাইট নামের দুটি অপশন যুক্ত করেছে হোয়াটসঅ্যাপ।

হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত হতে লাগবে না ফোন নম্বর

আইটি ডেস্ক : মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম হোয়াটসঅ্যাপ কমবেশি সবাই ব্যবহার করছেন। ব্যক্তিগত চ্যাট তো বটেই অফিশিয়াল কাজেও ব্যবহার করছেন হোয়াটসঅ্যাপ। ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তার জন্য প্ল্যাটফর্মটি অসংখ্য ফিচার যুক্ত করেছে সাইটটিতে। হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তার দিকে বিশেষ নজর দিয়ে থাকে। বেশ কয়েকদিন আগেই শোনা গিয়েছিল যে ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তার স্বার্থে হোয়াটসঅ্যাপে এমন একটি ফিচার চালু হতে চলেছে যার মাধ্যমে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের মতো হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টেও ব্যবহারকারীরা শুধু ইউজারনেম রাখতে পারবেন এবং ফোন নম্বর রাখার প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। অন্য হোয়াটসঅ্যাপ ইউজার আপনাকে ইউজারনেম দিয়েই খুঁজে পাবেন। অচেনা, অজানা লোকের কাছে আপনার ফোন নম্বর আর ফাঁস হবে না। হোয়াটসঅ্যাপে প্রতারণার ঘটনা সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। তাই ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থেই এবার এই ইউজারনেম ফিচার চালু করতে চলেছে হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষ। এর ফলে আপনার কনট্যাক্ট লিস্টে না থাকা ব্যক্তির কাছে আর আপনার ফোন নম্বর পৌঁছোবে না। আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে খুঁজে পাওয়া যাবে ইউজারনেমের সাহায্যেই। আপাতত হোয়াটসঅ্যাপ সংস্থা এই ফিচার নিয়ে কাজকর্ম করছে। তার ফলে এই ফিচার সব ইউজারদের জন্য চালু হতে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে ব্যবহারকারীদের।

যেসব ফোনে নেটফ্লিক্স ব্যবহার করা যাবে না

আইটি ডেস্ক : আমেরিকান জনপ্রিয় ভিডিও স্ট্রিমিং পরিষেবাদাতা প্রতিষ্ঠান নেটফ্লিক্স জানিয়েছে, বেশ কিছু মডেলের আইফোন ব্যবহারকারীরা আর নেটফ্লিক্স চালাতে পারবেন না। অ্যাপল সম্প্রতি বাজারে আনল আইফোন ১৬ এবং এই ফোনেই এসেছে আইওএস ১৮ ভার্সন। আর ইতিমধ্যেই এমন কিছু তথ্য শোনা যাচ্ছে যাতে গ্রাহকদের সমস্যা হবে। জানা গিয়েছে বেশ কিছু আইফোনে নেটফ্লিক্স তাদের পরিষেবা বন্ধ করতে চলেছে। কিছুকিছু আইফোনের মডেলে নেটফ্লিক্সের অ্যাপ আর চলবে না এবং এই পরিষেবা চিরকালের জন্যেই বন্ধ করতে চলেছে নেটফ্লিক্স। ৯ টু ৫ ম্যাকের একটি প্রতিবেদনে জানা গিয়েছে নেটফ্লিক্স স্পষ্টই জানিয়েছে যে আইওএস ১৬ কিংবা আইপ্যাড ওএস ১৬-তে আর এখন থেকে তাদের অ্যাপ সাপোর্ট করবে না। আইওএস ১৭ বা তার বেশি ভার্সনের ক্ষেত্রে নেটফ্লিক্স চালাতে গেলে অ্যাপটি আপডেট করতে হবে। আইওএস ১৭ সফটওয়্যারে আপডেট নেয়নি যে সমস্ত আইফোনে, সেগুলোতে আর নেটফ্লিক্স চলবে না বলেই জানা গিয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে আইফোন ৮, আইফোন ৮ প্লাস, আইফোন এক্স, অ্যাপলের প্রথম জেনারেশনের আইপ্যাড প্রো এবং আইপ্যাড ৫ ট্যাবলেট।

নেটফ্লিক্সের সাপোর্টও বন্ধ হতে পারে : যে সমস্ত গ্রাহকের অ্যাপলের ডিভাইস রয়েছে যাতে আইওএস ১৬ সফটওয়্যার চলে, সেগুলো এখনকার ভার্সন থেকেও

অ্যাক্সেস করা যাবে। কিন্তু আগামী সময়ে আজীবনের জন্য বন্ধ হতে পারে এই সাপোর্ট। এই ডিভাইসগুলোতে আর আগামীতে পরিষেবা দেবে না নেটফ্লিক্স। এমনকি কোনো বাগ ফিক্স আপডেটও দেবে না নেটফ্লিক্স। এর মানে হল অ্যাপলের পুরনো ভার্সনের ডিভাইসে আর নেটফ্লিক্স চলবে না। আইওএস ১৭ বা আইপ্যাড ওএস ১৭-এর পুরনো ভার্সনে নেটফ্লিক্স কাজ করবে না।

গুগল ক্রোম ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তায় সতর্কবার্তা

আইটি ডেস্ক : ইন্ডোজ, ম্যাক ও লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহারকারীদের সতর্ক করে গুগল ক্রোম আপডেট করার পরামর্শ দিয়েছে মাইক্রোসফট।

তা না হলে যে কোনো সময় হ্যাকারের হামলার শিকার হতে পারেন ব্যবহারকারী। সম্প্রতি জনপ্রিয় ওয়েব ব্রাউজার হিসেবে পরিচিত গুগল ক্রোমের পুরনো ভার্সনে বেশকিছু দুর্বলতা খুঁজে পায় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (সিইআরটি-ইন)। এক সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, যারা ক্রোমের ১২৯.০.৬৬৬৮.৭০/.৭১. ভার্সনের আগের সংস্করণ ব্যবহার করছেন, তারা যেন দ্রুত এটি আপডেট করে নেন। গুগল ক্রোমের পুরনো ভার্সনে এতটাই দুর্বলতা রয়েছে যে কোনো সময় এতে হ্যাকাররা হামলা করতে পারে। যার ফলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শক্তিশালী পাসওয়ার্ড প্রদানের পদ্ধতি

আইটি ডেস্ক : যন্ত্রণায় কোনো ডিভাইস বা অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত রাখার উপায় নেই। ঠিকই কোনো না কোনোভাবে হ্যাক করে নিচ্ছে ডিভাইস, অ্যাকাউন্ট। চুরি করছে তথ্য, হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। এজন্য বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিচ্ছেন আপনার ডিভাইস এবং অ্যাকাউন্টের জন্য শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। শক্তিশালী পাসওয়ার্ড হলো এমন একটি পাসওয়ার্ড যা পরীক্ষার মাধ্যমে এবং অনুমানের দ্বারা সহজেই অ্যাক্সেস প্রতিরোধ করে। তবে পাসওয়ার্ড সুরক্ষায় কিছুদিন পর পর পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন। এইসব পাসওয়ার্ড তৈরি করার সময় কয়েকটি বিষয় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। নাহলে সমস্যায় পড়তে পারেন আপনি।

১. দীর্ঘ এবং বৈচিত্র্যময় উভয় পাসওয়ার্ড তৈরি করুন।

২. কমপক্ষে ১৫টি লেটারের জন্য, অক্ষর, সংখ্যা এবং চিহ্নগুলোকে একত্র করে একটি পাসওয়ার্ড তৈরি করতে হবে। যা সহজেই

জটিল পাসওয়ার্ড পরিচালনা করতে সাহায্য করতে পারে এবং নিরাপত্তা বাড়াতে পারে।

৩. অনুমানযোগ্য পাসওয়ার্ডগুলো এড়িয়ে চলুন। নিজেদের পোষা প্রাণীর নাম বা জন্মের বছরের মতো সুস্পষ্ট, যেগুলো খুব সহজেই অনুমান করা যায়। এগুলো এড়িয়ে চলুন। বাস্তব শব্দের উপর ভিত্তি করে পাসওয়ার্ড অভিধান আক্রমণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। ৪. পাসওয়ার্ডের ক্ষেত্রে কিছু ক্যারেক্টার ব্যবহার করতে হয়। এই তালিকায় রয়েছে @ কিংবা থ অথবা #, এইগুলো ব্যবহার করলে আপনার পাসওয়ার্ড মনে রাখতে সুবিধা হবে। খুব জটিল কিছু ক্যারেক্টার ব্যবহার করলে পাসওয়ার্ড মনে রাখতে অসুবিধা হতে পারে।

৫. বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে পাসওয়ার্ড পুনরায় ব্যবহার করা এড়িয়ে চলতে হবে। পাসওয়ার্ড পুনঃব্যবহার ঝুঁকি বাড়ায় যদি একটি অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আপস করা হয়। প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য আলাদা পাসওয়ার্ড নিরাপত্তা বাড়িয়ে তোলে।

ভোলা : লালমোহন উপজেলায় কয়েক মাস আগেও যেসব জমি অনাবাদি ছিল, এখন সেসব জমিতে শোভা পাচ্ছে বস্তা ভর্তি আদা গাছ। কাজের ফাঁকে বস্তার মধ্যে আদা গাছের পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকরা।

বস্তায় আদা চাষে কৃষকদের চমক

লালমোহন প্রতিনিধি : ভোলার লালমোহন উপজেলায় কয়েক মাস আগেও যেসব জমি অনাবাদি ছিল, এখন সেসব জমিতে শোভা পাচ্ছে বস্তা ভর্তি আদা গাছে।

বস্তার মধ্যে দিন দিন পরিপূর্ণ হচ্ছে আদা। আর মাত্র চার মাস পরেই এসব আদা বস্তা থেকে তুলে বিক্রি করবেন চাষিরা। বর্তমানে প্রতিদিন কাজের ফাঁকে আদা গাছের পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন তারা। লালমোহন উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, কৃষি অফিসের পরামর্শে উপজেলার পশ্চিম চরউমেদ ইউনিয়নের ৮জন কৃষক প্রায় ১২শত বস্তায় এ বছর নিজেদের অনাবাদি জমিতে আদা চাষ করছেন। আদা তোলা পর্যন্ত প্রতি বস্তায় চাষিদের খরচ হবে সর্বোচ্চ ৫০ টাকা। বস্তা প্রতি সর্বনিম্ন ১ কেজি আদা পাবে চাষিরা। তারা বাজারে এসব আদা প্রতি কেজি দুই থেকে আড়াইশত টাকার করে বিক্রি করতে পারবেন। লালমোহনের চাষিদের অনাবাদি জমিতে বস্তায় চাষ করা আদার জাতগুলো হচ্ছে- বারি আদা-২ এবং পাহাড়ি আদা।উপজেলার পশ্চিম চরউমেদ ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের পাঙাশিয়া এলাকায় নিজের বসতবাড়ি সংলগ্ন অনাবাদি জমিতে ২৪৫টি বস্তায় আদা চাষ করছেন মো. শাহে আলম। গত এপ্রিল মাসে কৃষি অফিসের পরামর্শে কুড়িগ্রাম থেকে বারি আদা-২ জাতের বীজ এনে চাষ শুরু করেন তিনি। চাষি শাহে আলম বলেন, আগে এসব জমিতে কিছুই চাষ হতো না। তবে কৃষি অফিসের পরামর্শ নিয়ে প্রথমবারের মতো বস্তায় আদা চাষ করেছি। বর্তমানে আদার অবস্থা খুবই ভালো। আগামী মাস চারেকের মধ্যে বস্তার ভেতর থেকে আদা তুলতে পারবো। আদা তোলা পর্যন্ত আমার খরচ হবে ১২-১৩ হাজার টাকা। আশা করছি এই ২৪৫ বস্তা থেকে অন্তত ৬০ হাজার টাকার আদা বিক্রি করতে পারবো।

তিনি আরো বলেন, এই আদা চাষ খুবই সহজ। কোনো শ্রমিকেরও প্রয়োজন হয় না। নিজের অন্যান্য কাজের ফাঁকে নিজেই এসব আদা গাছের পরিচর্যা করতে পারি। আর এই আদা চাষে খরচও অনেক কম। এবার যেহেতু ভালো ফলন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই সামনের বছরও আরো অধিক জায়গায় আদা চাষ করবো। পশ্চিম চরউমেদ ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মহেষখালি সিকদারহাট এলাকার আবুল কালাম নামে আরেক আদা চাষি জানান, গত বছর বাড়ির সীমিত পরিসরে বস্তায় আদা চাষ করেছি। ওই বছর আদা ভালো হয়েছিল। তাই এ বছর ১৫০ বস্তায় নতুন করে আবারো আদা চাষ করেছি। এবারও মনে হচ্ছে ফলন ভালো হবে। আশা করছি এখান থেকে এ বছর অন্তত ৩০ হাজার টাকার আদা পাবো। বস্তা পদ্ধতির এই আদা চাষে অতিরিক্ত জমির প্রয়োজন হয় না। নিজের বাড়ি বা বাগানের যেকোনো স্থানেই এই আদা চাষ করা যায়। তাই সামনের বছর ১ হাজার বস্তায় আদা চাষের পরিকল্পনা রয়েছে।

এ বিষয়ে লালমোহন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. আবু হাসনাইন জানান, ২০২১ সালে তৎকালীন ভোলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং খামারবাড়ির উপ-পরিচালক ও বর্তমান ঢাকা খামারবাড়ির অতিরিক্ত পরিচালক প্রশাসন এবং অর্থ উইং আবু মো. এনায়েত উল্লাহর ব্যক্তিগত উদ্যোগে পাহাড়ি আদা বীজ সংগ্রহ করে জেলার সকল উপজেলায় নারিকেল-সুপারি বাগানে বস্তায় আদা চাষ সম্প্রসারণ শুরু করেন। তারই ধারাবাহিকতায় লালমোহন উপজেলার কৃষকরাও স্বল্প খরচে লাভজনক এই আদাচাষে মনোনিবেশ করে সফলতার মুখ দেখছেন।

তিনি আরো জানান, উপজেলা কৃষি অফিসের পক্ষ থেকে এসব আদা চাষিদের সার্বক্ষণিক খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে চাষিদের প্রয়োজনীয় পরামর্শও দেওয়া হচ্ছে।

আগামীতে যারা এই বস্তা পদ্ধতিতে আদা চাষ করবেন, আমরা তাদের পাশে থাকবো এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবো। যেন কৃষকরা এই আদা চাষ করে লাভবান হতে পারেন।

টঙ্গীতে তাঁতীদলের আহ্বায়ক কমিটি গঠন

গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের টঙ্গীতে গাসিক ৫৫নং ওয়ার্ড তাঁতীদলের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে ৩৭ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটি ঘোষণা দেওয়া হয়।টঙ্গী পশ্চিম থানা তাঁতীদলের আহ্বায়ক সোহেল সিদ্দিকী ও সদস্য সচিব আবুল কাসেমের যৌথস্বাক্ষরে নবগঠিত আহ্বায়ক কমিটিতে মোহাম্মদ আবদুর রহিমকে আহ্বায়ক ও রবিউল ইসলামকে সদস্য সচিব করা হয়েছে। এতে যুগ্ম-আহ্বায়ক পদে রয়েছেন খোরশেদ আলম, বাবুল মিয়া, সুজন জামালী, বাচ্চু মিয়া, রোকুনুজ্জামান, সুলতান মিয়া।

কমিটিতে আবদুল মালেক, শামীম বেপারী, হেলাল মন্ডল, সুমন মিয়া, সুমন রানা, বাবুল মিয়া, শহিদুল ইসলাম, আলামিন, ওয়াদুদ, রশিদ, ভাষানী, সাব্বির, আরিফ, হুমায়ুন, গোলাপ, আনোয়ার হোসেন, সানু, ইসমাইল হোসেন, আলমগীর হোসেন, সুজন, করিম, বাবু, রিপন, স্বপন, মোহাম্মদ মালেক, খোকন, দ্বীন ইসলাম, আবদুল হাকিম ও মোশাররফ হোসেনকে আহ্বায়ক সদস্য করা হয়েছে।নবগঠিত আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণাকালে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর মহানগর তাঁতীদলের আহ্বায়ক তাজুল ইসলাম বেপারী, উত্তরা তুরাগ থানা তাঁতীদলের সভাপতি আলম বেপারী, পীরজাদা নোয়াব আলী, রিয়াজ উদ্দিন, সাদেকুল ইসলাম প্রমুখ।এসময় মহানগর তাঁতীদলের আহ্বায়ক তাজুল ইসলাম বেপারী বলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে এবং কেন্দ্রীয় তাঁতীদলের আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদের দিকনির্দেশনায় এলাকার ত্যাগী ও বহু মামলা-হামলার শিকার এবং নির্যাতিত নেতা-কর্মীদের নিয়ে প্রতিটি কমিটি গঠন করা হচ্ছে।

কমিটিতে কোনো অণুপ্রবেশকারীদের ঠাঁই দেওয়া হবে না।

কলমাকান্দায় তক্ষক উদ্ধার ও অবমুক্তকরণ

কলমাকান্দা প্রতিনিধি : নেত্রকোনার কলমাকান্দার খারনৈ ইউনিয়নের গোবিন্দপুর এলাকার বিরল প্রজাতির বন্যপ্রাণী তক্ষক চোরাচালানের মাধ্যমে কেনা-বেঁচা হচ্ছে মর্মে খবর পেয়ে এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে তক্ষক উদ্ধার ও অবমুক্ত করা হয়।গতকাল বিকেলে গোবিন্দপুর এলাকায় জামালপুর জেলার মেলানদহ থানার ফজরউদ্দিনপাড়ার আল মাজিদ (২২) চোরাচালানের মাধ্যমে তক্ষক কেনার জন্য গোবিন্দপুর এলাকায় অবস্থান করে। তাঁকে তক্ষকসহ আটক করে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন ২০১২ এর ০৬ ও ৩৯ ধারা মোতাবেক ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদন্ড আরোপ করে আদায় করা হয়।

পোরশায় বিএনপির আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ

পোরশা প্রতিনিধি : বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে আটক হওয়ায় নওগাঁর পোরশা উপজেলা বিএনপির একাংশ আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ করেছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে ডিবি পুলিশ কতৃক ঢাকা ভাটারা এলাকা থেকে সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারকে আটক করার খবর ছড়িয়ে পড়লে রাতেই উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি তৌফিকুর রহমান শাহ্ চৌধুরীর নেতৃত্বে পোরশা বাজার এলাকায় এবং গতকাল শুক্রবার দুপুরে উপজেলা সদরে সাবেক সাধারন সম্পাদক লায়ন মাসুদ রানা ও জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক শাহজামানের নেতৃত্বে আনন্দ মিছিল ও সাবেক খাদ্যমন্ত্রীর বিচারের দাবীতে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আমদানী নির্ভর কৃষি পণ্য দেশেই উৎপাদন সম্ভব

বরিশাল প্রতিনিধি : উচ্চমূল্য ও ভেষজ ওষুধিগুণে ভরপুর এবং মসল্লা জাতীয় ফসল আদা। নিত্যদিন রন্ধনশালায় নানা খাবারে স্বাদ বাড়াতে আদার জুড়ি নেই। ওষুধ শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে আদার চাহিদা ব্যাপক। তাই সারাবছর বাজারে ভোক্তার কাছে আদার চাহিদা তুঙ্গে থাকায় বর্তমানে বাজারে আদার মূল্য আকাশ ছোঁয়া।বাজারে আদার চাহিদা বেশি থাকায় চাহিদা পূরণে দেশের বাহির থেকে আদা আমদানি করতে হচ্ছে। এতে মোটা অংকের টাকা চলে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতে আমদানি নির্ভরতা কমাতে জমিতে কৃষক কম খরচে ভালো ফলনে অধিক লাভের আশায় পতিত, অনাবাদি জমিতে বস্তায় আদা চাষে ঝুঁকছেন। যাদের জমি নেই তারা বাড়ির আশেপাশে, আঙিনায়, গাছতলায় বস্তায় আদা চাষ করে বাড়তি আয় করতে পারেন।

এ সফলতার পথ দেখাচ্ছেন কৃষি বিভাগ।এই সর্বপ্রথম বরিশালের গৌরনদী উপজেলার আধুনা গ্রামে বনজ গাছের নিচে পরিত্যক্ত জমিতে বস্তা পদ্ধতিতে বাণিজ্যিকভাবে আদা চাষ শুরু করা হয়েছে।ওই গ্রামের কৃষি উদ্যোক্তা মোঃ আল মাসুদের মেহগনি গাছের নিচে ১৫ হাজার বস্তায় উঁকি দিচ্ছে তরতাজা আদা গাছ। এসব আদাগাছ পরিচর্যায় রয়েছেন দুইজন নারী ও একজন পুরুষ শ্রমিক। প্রতিটি গাছের গোড়ায় দেখা যাচ্ছে আদা। বস্তা পদ্ধতিতে আদাচাষ এলাকায় নতুন হলেও কৃষি বিভাগের সঠিক পরামর্শে বর্ষার কাদা-পানির মধ্যে বস্তার মধ্যে বেড়ে উঠছে আদাগাছ।

স্থানীয় কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, মাটিতে আদা চাষ করলে মাটির আদ্রতা রক্ষা করা যায়না। পাশাপাশি ঘাসের যন্ত্রণায় মাটি শক্ত হয়ে যায়। ফলে আদার বিস্তারে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে ফলন কমে যায়। আর বর্ষাকালে মাটিতে পানি জমে আদা পঁচে যায়। কিন্তু বস্তা পদ্ধতিতে আদা চাষ করলে এ ধরনের কোনো ঝুকি থাকে না। বস্তায় মাটি নরম থাকে ঘাস কম হয়। অন্যদিকে বস্তায় ছিদ্র থাকায় বর্ষাকালে পানি জমেনা। ফলে জমিতে চাষাবাদের চেয়ে বস্তায় আদার ফলন অনেক বেশি হয়।আধুনা গ্রামের কৃষি উদ্যোক্তা মোঃ আল মাসুদ জানিয়েছেন, আমদানি নির্ভর যেসব কৃষি পণ্য রয়েছে সেই পণ্যগুলো যাতে দেশেই উৎপাদন করা যায়, এই আগ্রহটা আমার সব সময় ছিলো। বিশেষ করে প্রতিবছর আদা আমদানি করে দেশের প্রচুর পরিমাণ বৈদাশিক মুদ্রা খরচ হয় এবং দামও অনেক বেশি। তাই দেশের প্রচুর পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা যাতে খরচ কম হয়, সেইলক্ষ্যে বস্তায় আদা চাষ শুরু করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, বর্ষায় আদা চাষ করলে অনেক ক্ষতি হয়। যেকারনে কৃষকরা আদা চাষ করতে আগ্রহী হচ্ছেন না। কিন্তু বস্তা পদ্ধতিতে আদা চাষ সম্পূর্ণ ঝুঁকিমুক্ত। কারণ অতি বৃষ্টি, খড়াসহ যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরু হলে বস্তা দ্রুত অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া যায়। ফলে আদা গাছ সুরক্ষিত থাকে। চলতি বছর ১৫ হাজার বস্তায় প্রাথমিকভাবে আদাচাষের কথা জানিয়ে উদ্যোক্তা আল মাসুদ বলেন, প্রতি বস্তায় ৬০ থেকে ৭০ টাকা করে খরচ হয়েছে। একেকটি বস্তায় আধা কেজি করে আদার ফলন হলেও খরচ বাদ দিয়ে বেশ লাভবান হওয়া যাবে।

স্থানীয় বাসিন্দা রাহাত হাওলাদার বলেন, বস্তা পদ্ধতিতে আদা চাষ কৃষিতে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। তাই প্রতিদিনই এখানে এসে চাষাবাদ পদ্ধতি শিখছি। আগামীতে আমি নিজেও পরিত্যক্ত জমিতে আদা চাষ করবো। গৌরনদী উপজেলা কৃষি অফিসের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোঃ মনিরুজ্জামান জানান, আগে দেশে প্রচুর পরিমানে আদা চাষ হতো। বেশ কয়েক বছর ধরে জলবায়ু পরিবর্তনে জমিতে আদা চাষ করতে গিয়ে পচনসহ নানারোগে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কৃষককে লোকসান গুনতে হয়েছে। ফলে অনেক কৃষক আদা চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, বস্তা পদ্ধতিতে আদাচাষে আলাদা করে জমির প্রয়োজন হয়না। গাছের নিচে বস্তা কিংবা নেট পদ্ধতিতে চাষ করা যায়। চলতি বছর একজন কৃষি উদ্যোক্তা পরীক্ষামূলক ভাবে আদা চাষ করেছেন। প্রতিনিয়ত তার আদা বাগানে গিয়ে চাষীকে পরামর্শ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।মনিরুজ্জামান আরও জানান, চারিদিকে গাছের ছাঁয়ায় বস্তায় আদা চাষ সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এতে অন্য কৃষকরাও বস্তায় আদা চাষে আগ্রহী হয়ে উঠবেন। বস্তায় আদা চাষ একটি আধুনিক পদ্ধতি। যা ফল বাগানে, পতিত জমিতে, বসতবাড়ির আনাচে কানাচে, এমনকি বাড়ির ছাদে চাষ করা যায়। প্রচলিত চাষাবাদের চেয়ে এ পদ্ধতিতে ফলনও বেশি হয়। নয় থেকে দশ মাসের মধ্যে পরিপক্ক আদা উত্তোলন করা সম্ভব। এতে খরচ বাদ দিয়ে প্রতি বস্তায় চার থেকে ৪৫০ টাকা নিট লাভ হয়। বস্তায় আদা চাষে একদিকে কৃষকরা যেমন লাভবান হবেন, তেমনি দেশের বাজারে আদার ঘাটতি পূরণ হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

সরাইলে বসতবাড়িতে ডাকাতি, আহত ২

সরাইল প্রতিনিধি : ব্রাক্ষণবাড়িয়ার সরাইলে বসতবাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গত বুধবার দিবাগত গভীর রাতে উপজেলার অরূয়াইল ইউনিয়নের অরূয়াইল সদরে সাবেক ইউপি সদস্য নেপাল চন্দ্র ঘোষ যাদবের (৭০) বসতঘরে সংঘবদ্ধ একদল ডাকাত ডাকাতি করেছে। এ সময় ডাকাত দলের সদস্যদের পিটুনিতে আহত হয়েছেন যাদব ও তার স্ত্রী মালতী রাণী ঘোষ (৬৫)। স্বর্ণালঙ্কারসহ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুটে নিয়েছে ডাকাতরা। ভুক্তভোগি পরিবার ও স্থানীয় একাধিক সূত্র জানায়, গত বুধবার দিবাগত রাতের খাবার শেষ করে শিশুসহ যাদবের পাঁচ সদস্যের সকলেই ঘুমিয়ে পড়েন। রাত প্রায় ৩টার দিকে প্রসাব করতে দরজা খুলে বাহিরে যান যাদব। বৈদ্যুতিক বাতির আলো জ্বলে ওঠায় ঘুম ভেঙ্গে যায় যাদবের স্ত্রী মালতী রাণী ঘোষ ও পুত্রবধূ ঋতু রাণী ঘোষের (২২)।

ঋতু রাণী পানি করতে যান। এ সময় হঠাৎ ঘরে বসত ঘরে প্রবেশ করে মুখোশপড়া দুই ডাকাত। ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে আরো ৪-৫ জন ডাকাত। তারা প্রথমে পরিবারের সবাইকে দেশীয় অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে জিম্মি করে ফেলে। মালতী রাণী ও ঋতু রাণীর কান থেকে জোর পূর্বক স্বর্ণের জিনিষ গুলো ছিনিয়ে নেয়। মালতী রাণী কানের লতিতে ব্যাথা পান এবং রক্তক্ষরণ হয়। দোকানের নগদ টাকার সন্ধ্যান করাকালে যাদব একটু বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় ডাকাতরা যাদবকে শাবল ও দাউ দেখিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত করে। যাদবের ছেলে সরকারীজীবী প্রবীর চন্দ্র ঘোষ (৩৮) এগিয়ে আসলে তাকেও মারধর করার চেষ্টা করে ডাকাতরা। ভয়ে নিজেকে গুটিয়ে নেন প্রবীর। একপর্যায়ে তারা গৃহকর্তা যাদবকে মারধর করে নগদ প্রায় ৮ হাজার ৫শত টাকা নিয়ে যায়। যাদব বলেন, আমার বসতঘরে ডাকাত আসবে কল্পনাও করিনি। এরা আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে ওৎপেতে ছিল। স্বর্ণলঙ্কার ও নগদ টাকাসহ প্রায় লক্ষাধিক টাকার মালামাল নিয়েছে। সরাইল থানার ওসি মহোদয় আমার বাড়ি পরিদর্শন করে গেছেন। স্থানীয় একাধিক ব্যক্তি বলেন, এখানে এক সময়ের সক্রিয় কিশোর গ্যাং এর সদস্যরা এখন যুবক। নতুন পুরাতনরা মিলে দল গঠন করেছে। ওই দলের সদস্যরাই এখন অরূয়াইলে চুরি ছিনতাই ও ডাকাতি করছে। স্থানীয় এক শ্রেণির প্রভাবশালী বেকার সালিসকারক এদেরকে পেছন থেকে সবসময় শেল্টার দিয়ে আসছেন। সম্প্রতি দুইদিনে অরূয়াইল বাজারের ৩টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তালা ভেঙ্গে চুরির ঘটনা ঘটে। প্রতিষ্ঠান গুলো হচ্ছে- অসিত কুন্ডুর দোকান, রনি চক্রবর্তী ও কাউসারের দোকান। গত দুইদিন আগে অরূয়াইলের সর্বত্র ও সর্বজন স্বীকৃত চোর আলী হোসেনের ছেলে জীবনকে দরে ফেলে বাজারের পাহাড়াদাররা। চাপ দেওয়ার পর আগের দিন চুরি হওয়া অসিত কুন্ডুর দোকানের আইপিএস-এর ব্যাটারি পানির নীচ থেকে বের করে দেয় জীবন।

সাতক্ষীরায় দুই মানবপাচারকারী সহ আটক ৫

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : সাতক্ষীরায় বিজিবির পৃথক অভিযানে দুই মানব পাচারকারীসহ ৫জন আটক হয়েছে। সাতক্ষীরা ৩৩ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধীনে পদ্মশাখরা ও হিজলদি সীমান্ত থেকে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা হলো-সাতক্ষীরা সদর উপজেলার পদ্মশাখরা গ্রামের শামসুদ্দিন গাজির ছেলে দালাল মোঃ জসিম উদ্দিন (৩৮), লক্ষীদাড়ি গ্রামের আসাদুল সরদারের ছেলে মোঃ বিলাল হোসেন (২৩), একই গ্রামের আবদুল মজিদের ছেলে ধুর মোঃ শামছুজ্জামান (৩৯)। তাদেরকে গতকাল শুক্রবার ভোর ৩টার দিকে পদ্মশাখরা সীমান্ত থেকে আটক করা হয়। এদিকে একইদিন ভোর ৪টার দিকে সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার হিজলদি সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে পারাপারের সময় বিজিবি সদস্যরা ২জন বাংলাদেশী নাগরিককে (১ জন মহিলা ও ১জন পুরুষ) আটক করেছেন। তারা হলো- শরিয়তপুর জেলার জাজিরা থানার রামকৃষ্ণপুর গ্রামের মৃত শামসুল মোল্যার মেয়ে মৌসুমী (৩৪)। তিনি বর্তমানে আক্কেল মাহমুদ মুন্সি কান্দি এলাকার বাসিন্দা। আটক অপর ব্যক্তি হলেন ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা থানার রুদ্রবানা গ্রামের মৃত আয়নাল উদ্দিনের ছেলে মোঃ মামুন (৩৩)।সাতক্ষীরা ব্যাটালিয়ন (৩৩ বিজিবি) এর পরিচালক ও অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মোঃ আশরাফুল হক (পিবিজিএম, পিএসসি, জি) গতকাল শুক্রবার সকাল ১১টায় ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরে এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের কাছে এ তথ্য উপস্থাপন করেন।লেঃ কর্নেল মোঃ আশরাফুল হক বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সাতক্ষীরা ব্যাটালিয়ন (৩৩ বিজিবি) এর পদ্মশাখরা বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত পিলার ২/১-এস হতে ৫০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শ্মশান নামক স্থান হতে বাংলাদেশী নাগরিক অবৈধভাবে ভারতে পাচারের উদ্দেশ্যে আগমন করবে। ওই সংবাদ প্রাপ্তির পর অধীন পদ্মশাখরা বিওপির নায়েব সুবেদার আমির হোসেন ও এসআইপি সদস্য হাবিলদার মোঃ আনোয়ারের নেতৃত্বে একটি চৌকষ আভিযানিক দল বর্ণিত স্থানে কৌশলে অবস্থান গ্রহণ করে।

বিরলে ১০ম গ্রেড এর দাবীতে মানববন্ধন

বিরল প্রতিনিধি : বৈষম্য নিরসনে প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন সমন্বয় পরিষদ এর আয়োজনে ১০গ্রেড আমাদের দাবী নয়, ন্যায্য অধিকার শ্লোগানে শতভাগ পদোন্নতিসহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের ১০ম গ্রেড বাস্তবায়নের দাবীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা পরিষদ সম্মূখ সড়কে মানববন্ধন শেষে গত বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন নেতৃবৃন্দ।সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ১০ম গ্রেড বাস্তবায়ন সমন্বয় পরিষদ এর পক্ষে সহকারী শিক্ষক মোঃ আবুল কশেম, সহকারী শিক্ষক মোঃ মতিয়ার রহমান, সহকারী শিক্ষক জাকারিয়া হাবিব, সহকারী শিক্ষক মোসাঃ জান্নাতুন ফেরদৌস, সহকারী শিক্ষক সুমন কুমার রায়, সহকারী শিক্ষক আজমিরা খাতুন, সহকারী শিক্ষক সৈয়দ আইনুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক মোঃ আজিমুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক মোঃ আরিফুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক মোঃ রায়হান পারভেজ, সহকারী শিক্ষক মোঃ সাজেদুল ইসলাম সাজ্জাদ, সহকারী শিক্ষক নিত্যরাম রায়, সহকারী শিক্ষক মোঃ মাইনুল হাসান স্মারকলিপি প্রদান করেন। এ সময় প্রধান শিক্ষক মোঃ তাজ আল মিনার, মোঃ জুলফিকার আলী ও মোঃ এনামুল হক উপস্থিত ছিলেন।

চিরিরবন্দরে শিক্ষক ছাত্রকে ব্যাপক মারধর ৪ আহত

চিরিরবন্দর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রকে এসএস পাইপ দিয়ে ব্যাপক মারপিটের কারণে রক্তাক্ত জখম হলে সহপাঠি বন্ধুরা আহত অবস্থায় ৪ ছাত্রকে চিরিরবন্দর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছে। এ ঘটনাটি গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আনুমানিক ১ টায় উপজেলার ঘুঘুরাতলীস্থ সিটি রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এণ্ড কলেজে ঘটেছে। হাসপাতাল সুত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আনুমানিক ১ টা ৩৮ মিনিটে কয়েকজন ছাত্র রক্তাক্ত জখম, কালসিরা অবস্থায় ৪ জন আহত ছাত্রকে হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নিয়ে এসে হাসপাতালে ভর্তি করে। আহতরা হল- শুভ (১৭)একাদশ শ্রেণি, নিলয় (১৭) একাদশ শ্রেণি, সাকিব (১৭) দশম শ্রেণি ও শাহারিয়ার নাফিস (১৭) একাদশ শ্রেণি। ঘটনা অনুসন্ধানে জানা গেছে, জনৈক ছাত্র তার এক সহপাঠি বন্ধুর কাপড় পড়ায় ওই বন্ধুর সাথে কথা কাটাকাটি হয়।

এরপর সহপাঠি বন্ধু আবাসিক শিক্ষককে অভিযোগ দিলে ওই আবাসিক শিক্ষক ক্ষুদ্ধ হয়ে এসে প্রতিষ্ঠান চেয়ারম্যানের পরামর্শে ওই জনৈক ছাত্রকে এসএস পাইপ দিয়ে ব্যাপক মারপিট শুরু করে। এ সময় তাকে রক্ষা করতে সহপাঠি ৩ বন্ধু এগিয়ে আসলে তাদেরকেও ব্যাপক মারপিট করা হয়। এরপর আবাসিকের সকল ছাত্ররা ক্ষুদ্ধ হয়ে স্কুল এণ্ড কলেজে ভাংচুর করে প্রতিবাদ শুরু করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে শিক্ষকরা সকলে পালিয়ে যায়। সংবাদ পেয়ে চিরিরবন্দর থানার পুলিশ ওই প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। থানার অফিসার ইনচার্জ আবুল হাসনাত খান জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে রয়েছে।

কোন অভিভাবক আইনগত সহায়তা চাইলে, আইনগত সহায়তা দেয়া হবে।উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ডাঃ ডালিয়া আকতার জানান, ভর্তিকৃত রোগীগুলোকে নিয়ে স্কুল কতৃপক্ষ রাতের কোন একসময় হাসপাতাল কতৃপক্ষকে না জানিয়ে নিয়ে গেছে। পরদিন সকালে রোগীগুলোকে পাওয়া যায়নি। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডিউটিরত নার্সগণও এ বিষয়ে কিছু বলতে পারেননি। এ ব্যাপারে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও আব্দুলপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোকলেছুর রহমান বাবু জানান, একটা অনাকাংখিত ঘটনা ঘটেছে। অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করে সমাধান করা হবে।

শেরপুরের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

শেরপুর প্রতিনিধি : ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে শেরপুরের ভোগাই ও চেল্লাখালি নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এতে ঝিনাইগাতীর মহারশি ও নালিতাবাড়ী উপজেলার ভোগাই নদীর পানি বেড়ে গিয়ে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। ঝিনাইগাতীর মহারশি নদীর বিভিন্ন জায়গায় বাঁধ ভেঙে ও পাড় উপচে উপজেলা সদর বাজারসহ বিভিন্ন রাস্তাঘাট তলিয়ে গেছে। বাড়ি-ঘরে প্রবেশ করেছে পানি।

এ ছাড়া নালিতাবাড়ীর ভোগাই নদীর বাঁধ ভেঙে এলাকায় পানি প্রবেশ শুরু করেছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন মানুষ। ঝিনাইগাতি উপজেলা সদর বাজার ও উপজেলা পরিষদ ইতিমধ্যেই প্লাবিত হয়েছে। নালিতাবাড়ীর শিমুলতলা, ঘাকপাড়া, মন্ডলিয়াপাড়া ভজপাড়া ও সন্নাসীভিটায় ভোগাই এবং চেল্লাখালীর বাঁধ ভেঙেছে। নদীর পানিতে তলিয়ে গেছে শেরপুর-নালিতাবাড়ী ভায়া গাজিরখামার সড়ক। চেল্লাখালী নদীর তীরবর্তী বাতকুচি এলাকা প্লাবিত হয়ে অনেকে বাড়িতে আটকা পড়েছেন। আটকা পড়াদের উদ্ধারে অংশ নিয়েছেন নালিতাবাড়ী ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। নন্নী-আমবাগান সড়ক, নন্নী-মধুটিলা ইকোপার্ক সড়ক, আমবাগান-বাতকুচি সড়ক চেল্লাখালী নদীর পানিতে তলিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পথে। এসব এলাকার কয়েক হাজার মানুষ এখন পানিবন্দি। এছাড়াও জেলার প্রতিটি শহরে জলাবদ্ধতায় দুর্ভোগে পড়েছে হাজার হাজার মানুষ। পাহাড়ি ঢলের পানিতে আকস্মিক প্লাবিত হয়েছে নালিতাবাড়ী ও ঝিনাইগাতির অন্তত ১০টি ইউনিয়ন। এসব এলাকার কয়েক হাজার মানুষ আকস্মিক পানিবন্দি হয়ে পড়ছে। তলিয়ে গেছে শত শত একর জমির উঠতি আমন ফসল।শেরপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যমতে, নালিতাবাড়ীর চেল্লাখালী নদীর পানি বিপদসীমার ৫২৫ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে এবং ভোগাই নদীর পানি বিপদসীমার ৫৬ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। একইসাথে বেড়েছে মহারশি, সোমেশ্বরী, মৃগী ও পুরাতন ব্রক্ষপুত্র নদের পানি ।জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, গত ২৪ ঘন্টায় শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে বৃষ্টিপাত হয়েছে ৩২০ মিলিমিটার।

চলমান পাহাড়ি ঢল ও বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে জেলার আমন আবাদের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষকরা।ঝিনাইগাতী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. অশরাফুল আলম রাসেল বলেন, টানা বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে ঝিনাইগাতী সদর, ধানশাইল, কাংশা ও নলকুড়া ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চলের আংশিক প্লাবিত হয়েছে। উপজেলা পরিষদ চত্বরে ঢলের পানি উঠেছে। বিভিন্ন এলাকায় ৭০০ থেকে ৮০০ মানুষ পানিবন্দি অবস্থায় রয়েছেন। উপজেলা প্রশাসন ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা পানিবন্দিদের উদ্ধার করার জন্য কাজ করছে। বন্যার্তদের মধ্যে বিতরণের জন্য শুকনো খাবার প্রস্তুত করা হচ্ছে।

বিকালের মধ্যেই আকস্মিক বন্যার পানি কমে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। নালিতাবাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদ রানা জানান, উপজেলার পোড়াগাঁও, রামচন্দ্রকুড়া ও নয়াবিল ইউনিয়নের ৫/৬টি গ্রামের আকস্মিক বন্যায় খুবই খারাপ আকার ধারণ করেছে। এসব গ্রামের কোথাও কোথাও কোমর ও গলা পরিমান সমান পানি হওয়ায় মানুষজন নিরাপদ আশ্রয় চলে গেছেন। অনেকেই পানিবন্দি অবস্থায় রয়েছে। উপজেলা প্রশাসন ও ফায়ার সার্ভিস উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছে। বন্যার্তদের জন্য শুকনো খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এলাকার ভোগাই ও চেল্লাখালী নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

প্রতিপক্ষের হামলায় নারীসহ আহত ২

বিরল প্রতিনিধি : বিরলে প্রতিপক্ষের হামলায় একনারীসহ দুই জন গুরুতর আহত হয়েছে। আহতা দু'জনে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ঘটনায় থানায় লিখিত এজাহার দায়ের হয়েছে। উপজেলার রাণীপুকুর ইউনিয়নের পশ্চিম কাজীপাড়া গ্রামের মোঃ আবদুল লতিফ এর ছেলে মোঃ সমির উদ্দীন (২৮) থানায় দায়েরকৃত এজাহারে জানান, একই গ্রামের মোঃ সিরাজুল ইসলাম এর ছেলে মোঃ রফিকুল ইসলাম (৪২), মোঃ রবিউল ইসলাম (৩০), মৃত মফিজ উদ্দীন এর ছেলে মোঃ সিরাজুল ইসলাম (৬০), মৃত সায়েদ আলী এর ছেলে মোঃ রেজাউল ইসলাম (৩৮), মোঃ ছলেমান (ছলুয়া) এর ছেলে মোঃ ফরিদুল ইসলাম (২৮) ও তেঘরা সাতভায়াপাড়া গ্রামের মোঃ ইয়াকুব আলী এর ছেলে মোঃ মামুন (৪০)সহ আরো ৫ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি জমি জমাসহ বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে আমার ও আমার শ্বশুড় মোঃ আজাহার আলীর সাথে কারণে ও অকারনে দীর্ঘদিন যাবৎ ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি করে আসতেছে।

এমনিভাবে চলাকালিন জমি জমা ও পূর্ব শত্রুতার জের ধরে আমাকে সহ আমার শ্বশুড় বাড়ীর লোকজনকে মারপিট করার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকে। তফশীল বর্নিত সম্পত্তি আমার শ্বশুড় মোঃ আজাহার আলী সিরাজুল এর নিকট ক্রয় সূত্রে প্রাপ্ত হয়ে ওই সম্পত্তিতে বসত বাড়ী নির্মান করে ও বসত বাড়ীর পাশে ফাঁকা জায়গা রেখে দীর্ঘদিন যাবৎ ভোগ দখল করে আসতেছে। আমার শ্বশুড় তার বাড়ীর পাশে ফাঁকা জায়গায় গত এক সপ্তাহ পূর্বে ইউক্যালিপটাস চারা গাছ রোপন করে। এমতাবস্থায় উপর্যুক্ত ফরিদুল ও মামুন এর কুপরামর্শে রফিকুল, রবিউল, সিরাজুল ও রেজাউল আমার শ্বশুড়ের বাড়ীর পাশে তার ফাঁকা জায়গা তাদের বলে দাবি করে এবং জোরপূর্বক জোবর দখল করার জন্য পায়তারা করে আসছে। গত ০৩/১০/২০২৪ তারিখ সকাল অনুমান ১০ টায় প্রতিপক্ষ সকলে বেআইনি জনতায় দলবদ্ধ হয়ে হাতে লাঠি সোঠা, লোহার রড, ধারালো হাসুয়া, কোদাল সহ ইত্যাদি দেশীয় অস্ত্রে সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আমার শ্বশুর বাড়ীর পাশ্বে ফাঁকা জায়গায় অনধিকার প্রবেশ করে জোরপূর্বক জোর দখল করার জন্য ওই জমিতে গত এক সপ্তাহে রোপনকৃত ইউক্যালিপটাস চারা গাছসহ গাছের সাথে থাকা বাঁশের বাতা ভেঙ্গে ও উঠিয়ে ফেলে অনুমান দুই হাজার পাঁচশত টাকার ক্ষতি সাধন করে। সেই সময় আমার চাচা শ্বশুড় মোঃ আবদুস সালাম তাদেরকে আমার শ্বশুড়ের জমিতে থাকা গাছ ভেঙ্গে নষ্ট করার বাঁধা নিষেধ করিলে মামুন হুকুম দিয়ে বলে বেটা শালাকে মেরে লাশ বানিয়ে দাও। ওই হুকুম পাওয়া মাত্রই রফিকুল, রবিউল, সিরাজুল ও রেজাউল আমার চাচা শ্বশুড়কে এলোপাথারিভাবে কিল ঘুষি মারপিট করে বুকে, পিঠে, হাত, পা, মাথা, মুখ ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে ফুলা ও কালোশিরা জখম করে।

ডিমলায় বিএনপি'র ত্রান বিতরন অব্যাহত

নীলফামারী প্রতিনিধি : নীলফামারীর ডিমলায় গত কয়েক দিনের টানা বর্ষন ও ভারতের উজানের ঢলে তিস্তার পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় উপজেলার কয়েকটি ইউনিয়নে বন্যা দেখা দিয়েছে।চলমান বন্যায় টেপাখড়িবাড়ী, খগাখড়িবাড়ী, খালিশা চাপানী এলাকার বানভাসি মানুষের মাঝে নীলফামারী-১(ডোমার-ডিমলা) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও খালেদা জিয়ার ভাগ্নে ইঞ্জিনিয়ার শাহরিন ইসলাম চৌধুরীর নির্দেশে নীলফামারী জেলা বিএনপি ও ডিমলা উপজেলা বিএনপি'র উদ্যোগে বানভাসী পরিবারের মাঝে গত কয়েকদিন ধরে ত্রান বিতরন অব্যাহত রয়েছে। ত্রান সামগ্রীর মধ্যে চাল, ডাল, তৈল, আটা, চিনি, মোমবাতি, শিশুখাদ্য প্রায় দুই হাজার পরিবারের মাঝে বিতরন করা হয়। ত্রান সামগ্রী বিতরন অব্যাহত রয়েছে।এ সময় উপস্থিত ছিলেন, নীলফামারী জেলা বিএনপি'র সভাপতি আ,খ,ম আলমগীর সরকার, সধারন সম্পাদক জহুরুল আলম, ডিমলা উপজেলা বিএপি'র সভাপতি অধ্যক্ষ মনোয়ার হোসেন, উপজেলা বিএনপি'র সহসভাপতি আরিফ উল ইসলাম লিটন, সাধারন সম্পাদক বদিউজ্জামান রানা, সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম রব্বানী প্রধান, উপজেলা সদর বিএনপি'র সভাপতি ডিআর জাহাঙ্গীর আলমসহ সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহ: গফরগাঁওয়ে "সুস্থ শরীর- সুস্থ মন" এই স্লোগানে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন উদয়ন তরুণ সংঘ ক্লাব, শাঁখচূড়া আয়োজনে পরিচ্ছন্ন অভিযান ও মিনি ম্যারাথন-২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়।

হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলের পাল্টাপাল্টি হামলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েল পাল্টাপাল্টি হামলা চালিয়েছে। গতকাল শুক্রবার ইসরায়েলের সেনাবাহিনী দাবি করেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় তারা প্রায় ১০০ হিজবুল্লাহ যোদ্ধাকে হত্যা করেছে। অপর দিকে, ইরানপন্থি গোষ্ঠীটি দাবি করেছে, তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে গত দুই দিনে ইসরায়েলের ২০ সেনা আহত বা নিহত হয়েছে। বৈরুতের পাশাপাশি সিরিয়া-লেবানন মহাসড়কেও হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা।

হাইফাতে ২০টি রকেট ছুঁড়েছে হিজবুল্লাহ। এ ছাড়া লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলীয় ৩৭টি গ্রাম ও শহরের মানুষদের নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে তারা। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল জানিয়েছে, লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে ইসরায়েলের সামরিক অভিযানে গত ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ১০০ জন হিজবুল্লাহ যোদ্ধা নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)।

ইসরায়েলি বিমান হামলা ও স্থল অভিযানের সময় সংঘর্ষে এসব যোদ্ধারা প্রাণ হারিয়েছেন। আইডিএফ জানিয়েছে, দক্ষিণ লেবাননের বিভিন্ন গ্রামে পরিচালিত অভিযানে হিজবুল্লাহর ফেলে যাওয়া বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে ট্যাংকবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র লঞ্চার এবং গোলাবারুদসহ অস্ত্রের মজুদ পাওয়া গেছে। ইসরায়েলি ১৮৮তম আর্মার্ড ব্রিগেডের সেনারা একটি গ্রাম থেকে এগুলো উদ্ধার করে।

রকেট হামলার সতর্কবার্তা: উত্তপ্ত উত্তরের আকাশ : ইসরায়েলি শহর হাইফা, জিখরন ইয়াকভ, কায়সারিয়া ও আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় রকেট হামলার সতর্কতা হিসেবে সাইরেন বেজেছে। এছাড়া, গ্যালিলি অঞ্চলের একাধিক গ্রামেও একই ধরনের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে রকেট হামলার শঙ্কায় আতঙ্ক বিরাজ করেছে।

আইডিএফ বলছে, গত এক ঘণ্টায় লেবানন থেকে প্রায় ২০টি রকেট ইসরায়েলের হাইফা অঞ্চলের দিকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এর বেশিরভাগই প্রতিরোধ করা হয়েছে। বাকিগুলো জনশূন্য এলাকায় আঘাত হেনেছে। সাম্প্রতিক হামলাগুলোতে কোনো প্রাণহানি বা গুরুতর ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। তবে আইডিএফ পরিস্থিতির ওপর নজর রাখার কথা জানিয়েছে।

লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলীয় ৩৭ গ্রাম ও শহর খালি করতে ইসরায়েলি নির্দেশ : আইডিএফ দক্ষিণ লেবাননের ৩৭টি গ্রাম ও শহরের বাসিন্দাদের দ্রুত এলাকা খালি করার আহ্বান জানিয়েছে। তাদের উত্তর দিকে আওয়ালি নদীর ওপারে আশ্রয় নিতে বলা হয়েছে। কয়েক দিন আগে, আইডিএফ দক্ষিণ লেবাননের কয়েক ডজন এলাকা থেকে লোকজনকে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলে। এরমধ্যে লিতানি নদীর উত্তরেও কয়েকটি অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আইডিএফের আরবি ভাষার মুখপাত্র কর্নেল আভিচাই আদ্রায়ি বলেছেন, হিজবুল্লাহর কর্মকাণ্ডের কারণে আইডিএফকে পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে। আইডিএফ সাধারণ জনগণকে ক্ষতি করতে চায় না। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য দ্রুত বাড়িঘর ছেড়ে যেতে হবে। যারা হিজবুল্লাহ যোদ্ধা বা তাদের অস্ত্রাগারের আশপাশে থাকবেন, তারা ঝুঁকির মধ্যে থাকবেন।

আইডিএফ জানিয়েছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পুনরায় এলাকায় ফিরতে নির্দেশ দেওয়া হবে।

লেবানন-সিরিয়া মহাসড়কে ইসরায়েলি হামলা

লেবাননের পরিবহনমন্ত্রী আলী হামিয়ে জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকালে লেবাননের মাসনা সীমান্তে একটি ইসরায়েলি বিমান হামলায় প্রায় ১২ ফুট চওড়া একটি গর্ত তৈরি হয়েছে। লেবাননের এই অংশে অবস্থিত সীমান্তের মহাসড়কটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে লেবাননের নাগরিকদের সিরিয়ায় যেতে বাধা সৃষ্টি করছে। এর আগে, আইডিএফ মুখপাত্র কর্নেল আভিচাই আদ্রায়ি বলেছিলেন, হিজবুল্লাহ এই সীমান্ত পয়েন্টটি অস্ত্র পরিবহনের জন্য ব্যবহার করছে। এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, অস্ত্র চালান বন্ধে আইডিএফ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পিছপা হবে না।

২০ ইসরায়েলি সেনাকে হত্যা বা আহত করার দাবি হিজবুল্লাহর : হিজবুল্লাহ দাবি করেছে, বৃহস্পতিবার মারুন আল-রাস ও ইয়ারুন এলাকায় বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে তারা ২০ জন ইসরায়েলি সেনা ও কর্মকর্তাকে হত্যা বা আহত করেছে। এর আগে, বুধ ও বৃহস্পতিবার আরও ১৭ জন ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছে হিজবুল্লাহ। তবে ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর দাবি অনুসারে, বুধ ও বৃহস্পতিবার লেবাননে সংঘর্ষে তাদের ৯ জন সেনা নিহত হয়েছে।

হিজবুল্লাহর দাবি ও ইসরায়েলি তথ্যের মধ্যে এই পার্থক্য সংঘাতের পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি অভিযান ও হিজবুল্লাহর পাল্টা হামলার ফলে উত্তেজনা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসরায়েলি সামরিক কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে তৎপর থাকলেও হিজবুল্লাহর পাল্টা আঘাত এই সংঘাতকে আরও বিস্তৃত করার আশঙ্কা বাড়াচ্ছে।

সূত্র: টাইমস অব ইসরায়েল, আল মনিটর, প্যালেস্টাইন ক্রনিকল

শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত জাতিসংঘ মহাসচিব

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসকে ২০২৪ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছে নরওয়ের নোবেল পুরস্কার প্রদান কমিটি। সূত্রের বরাত দিয়ে বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায় রয়টার্স। আন্তোনিও গুতেরেসের পাশাপাশি ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য নিবেদিত জাতিসংঘের সংস্থা দ্য ইউনাইটেড নেশন্স প্যালেস্টাইনিয়ান রেফিউজি এজেন্সি (আনরোয়া) এবং জাতিসংঘের আদালত ইন্টারন্যাশনাল কোর্ড অব জাস্টিকেও (আইসিজে) নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে।

রয়টার্স বলছে, শান্তিতে চলতি বছরের নোবেলের জন্য রাশিয়ার সাবেক বিরোধী নেতা অ্যালেক্সেই নাভালনি এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কিও সম্ভাব্য মনোনীতদের তালিকায় ছিলেন। তবে পরে তাদের দুজনেকে বাদ দেয়া হয়েছে। অ্যালেক্সেই নাভালনিকে বাতিল করার কারণ- তিনি মারা গেছেন। আর ভ্লাদিমির জেলেনস্কি বাদ পড়েছেন এই কারণে যে তিনি একটি যুদ্ধরত দেশের প্রেসিডেন্ট। নরওয়ের থিঙ্কট্যাংক সংস্থা পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিচালক হেনরিক উরদাল রয়টার্সকে বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে দীর্ঘ দিন ধরে সংঘাত-সংঘর্ষ চলছে।

মার্কিন ঘাঁটির শর্তে সার্বভৌমত্ব পেল চাগোস দ্বীপপুঞ্জ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দিয়েগো গার্সিয়া দ্বীপে মার্কিন ও ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি রাখার শর্তে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত চাগোস দ্বীপপুঞ্জকে সার্বভৌমত্ব দিতে রাজি হয়েছে যুক্তরাজ্য। এতে দ্বীপপুঞ্জ থেকে বাস্তুচ্যুত প্রায় ২ হাজার মানুষ ফিরতে পারবেন। নতুন সিদ্ধান্তকে ভারত মহাসাগরের ভূ-রাজনৈতিক ল্যান্ডস্কেপের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এক চুক্তির মাধ্যমে মরিশাসের কাছে চাগোস দ্বীপপুঞ্জের সার্বভৌমত্ব দেয় দেশটি। এই চুক্তির ফলে কয়েক দশক আগে এই দ্বীপপুঞ্জ থেকে বাস্তুচ্যুত হওয়া মানুষ এবার ফিরতে পারবেন সেখানে। এর মধ্য দিয়ে আফ্রিকায় যুক্তরাজ্যের সর্বশেষ উপনিবেশের পতন হলো। এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, দিয়েগো গার্সিয়া হলো মার্কিন-ব্রিটিশ যৌথ সামরিক ঘাঁটির একটি সাইট। এটি জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

বার্তাসংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, নতুন চুক্তি অনুযায়ী ৯৯ বছরের জন্য এখানে মার্কিন সামরিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। এই চুক্তিটি মরিশাসের জন্য আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতিও দেয়। শুধু তাই নয়, এই চুক্তিতে চাগোস দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দাদের পুনর্বাসনেরও প্রতিশ্রুতি রয়েছে। যুক্তরাজ্য এবং মরিশাসের নেতারা ঐতিহাসিক ভুলের সমাধান এবং দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি হিসাবে এই চুক্তিটি তৈরি করেছেন। বিবিসর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৯৬৮ সালে মরিশাস স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকেই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ছিল চাগোস দ্বীপপুঞ্জ। ওই দ্বীপগুলো নিয়ে চলমান বিরোধ এবং আন্তর্জাতিক চাপের প্রতিক্রিয়া হিসেবে দীর্ঘ আলোচনার পর একটি চুক্তির অধীনে নতুন সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছে যুক্তরাজ্য। এর আগে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত আইসিজে এক রায়ে জানান, মরিশাসকে স্বাধীনতা দেওয়ার আগে চাগোস দ্বীপপুঞ্জকে বেআইনিভাবে আলাদা করে দিয়েছিল যুক্তরাজ্য। ১৯৬০ ও ১৯৭০ এর দশকে চাগোস দ্বীপপুঞ্জ থেকে মানুষদের সরে যেতে বলে যুক্তরাজ্য। এটি মানবাধিকার লঙ্ঘন। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে জানা যায়-স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য শর্ত হিসেবে চাগোস দ্বীপগুলোকে ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হয়েছিল মরিশাসকে।

পরবর্তীতে এই দ্বীপগুলোর মধ্যে দিয়েগো গার্সিয়াকে গোপনে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ইজারা দিতে সম্মত হয় যুক্তরাজ্য। তবে আফ্রিকান দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ অবস্থান এবং ব্রেক্সিট-পরবর্তী পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে দ্বীপগুলো নিয়ে বিগত বছরগুলোতে যুক্তরাজ্যের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ ক্রমেই বাড়ছিল। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, এ নিয়ে ২০২২ সাল থেকে আলোচনা চলে আসছে। ১২ দফা বৈঠকের পর অবশেষে এই দ্বীপপুঞ্জকে সার্বভৌমত্ব দিতে সম্মত হয়েছে যুক্তরাজ্য।

নিরপেক্ষ উপসাগরীয় আরব দেশগুলো

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে চলমান সংঘাত নিয়ে উপসাগরীয় আরব দেশগুলো তেহরানকে তাদের নিরপেক্ষ অবস্থান সম্পর্কে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছে। সংশ্লিষ্ট দুটি সূত্র এই দাবি করেছে। কাতারের রাজধানী দোহায় এ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে এ আলোচনা হয়। মূলত, সংঘাতের আরও বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কায় নিজেদের তেল স্থাপনা ঝুঁকিতে পড়তে পারে এমন উদ্বেগ থেকেই তারা এই পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছে সূত্র দুটি। গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল (জিসিসি)-এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মন্ত্রীরা ও ইরানের প্রতিনিধিরা একটি বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন। যেখানে আলোচনার মূল বিষয় ছিল উত্তেজনা কমানোর উপায়। ইরান ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তাদের ইতিহাসের বৃহত্তম হামলা চালানোর পর এই আলোচনা আরও গুরুত্ব পেয়েছে। ইসরায়েলি হামলায় হামাস ও হিজবুল্লাহর শীর্ষ নেতাদের মৃত্যু এবং গাজা ও লেবাননে ইসরায়েলি অভিযানের প্রতিশোধ হিসেবে এই আক্রমণ চালানো হয় বলে জানিয়েছে তেহরান। ইরান জানিয়েছে, তাদের হামলা আপাতত শেষ। তবে ইসরায়েলের পক্ষ থেকে আর কোনো প্ররোচনা এলে তারা আবারও আঘাত হানবে। এরইমধ্যে ইসরায়েল কঠোর প্রতিশোধ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ইরানের তেল স্থাপনাগুলোকে নিশানা করার পরিকল্পনা করছে ইসরায়েল। এই সংঘাতকে ঘিরে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে পৌঁছেছে এবং উপসাগরীয় দেশগুলো নিজেদের তেল সরবরাহ ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য কোনো ধরনের সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি এড়াতে সচেষ্ট।

সংঘাত নিরসনে উদ্যোগ: একটি সূত্র জানিয়েছে, বৈঠকের আলোচনায় উত্তেজনা প্রশমনের বিষয়টি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কাতার, ইরান, সৌদি আরব, কুয়েত ও অন্যান্য উপসাগরীয় দেশগুলো তাৎক্ষণিকভাবে এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। ইরান সরাসরি উপসাগরীয় তেল স্থাপনাগুলোতে হামলার হুমকি না দিলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে, ইসরায়েলের সমর্থকেরা যদি সংঘাতে সরাসরি জড়ায় তবে তাদের আঞ্চলিক স্বার্থগুলোকে নিশানা করা হবে। সৌদি রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ বিশ্লেষক আলি শিহাবি বলেন, উপসাগরীয় দেশগুলো মনে করছে, ইরান তাদের তেল স্থাপনায় হামলা চালাবে না। তবে ইরান পক্ষ থেকে এমন কিছু সংকেত পাওয়া যাচ্ছে যা ইঙ্গিত দিচ্ছে-তাদের এই ক্ষমতাটি রয়েছে এবং এটি যুক্তরাষ্ট্র ও বৈশ্বিক অর্থনীতির ওপর চাপ সৃষ্টির একটি হাতিয়ার হতে পারে।

উপসাগরীয় দেশগুলোর সতর্কতা : বিশ্বের শীর্ষ তেল রপ্তানিকারক দেশ সৌদি আরব সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইরানের সঙ্গে রাজনৈতিক পুনর্মিলনের চেষ্টা করলেও সম্পর্ক এখনও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়নি। ২০১৯ সালে ইরানের বিরুদ্ধে সৌদি আরবের আবকাইকের তেল শোধনাগারে হামলার অভিযোগ ছিল।

বিনোদন

ফের সিঙ্গাপুরে সাবিনা ইয়াসমিন

বিনোদন ডেস্ক : এ বছর ৩১ মে চিকিৎসা শেষে সিঙ্গাপুর থেকে দেশে ফেরেন গানের পাখি সাবিনা ইয়াসমিন। চার মাস পর আবারও দেশটিতে গেলেন চিকিৎসার জন্য। সব ঠিক থাকলে ১০ অক্টোবর দেশে ফিরবেন, গানের মঞ্চেও হবেন নিয়মিত। জানা গেছে, বাংলা গানের কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন গত বুধবার ফের সিঙ্গাপুরে গেছেন। সেখানে এক সপ্তাহ চিকিৎসা নেবেন বলে জানিয়েছেন তাঁর সহকর্মী ও সংগীতশিল্পী দিনাত জাহান মুন্নী।

তিনি আমেরিকা থেকে মুঠোফোনে বলেন, 'আপা এখন অনেকটাই সুস্থ। ফিরতে চান গানে। তবে এখনই গান গাইতে পারবেন কি না তা জানতে এবং চেকআপ করাতে সিঙ্গাপুর গিয়েছেন। চেকআপের পর সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে ফিরবেন তিনি। আমি যেমন আপার নিয়মিত খোঁজ-খবর নিই, তিনিও আমার খোঁজ রাখেন। চার দিন আগেই আমার সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলেছেন। শারীরিক অবস্থা জানিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, আমার জন্য বেশ কয়েকটি শাড়িও পাঠিয়েছেন তিনি। ছোট বোনের মতো স্নেহ করেন বলেই আমাকে উপহার দিতে ভালোবাসেন।'

আন্দোলনে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের টিপস দিলেন আসিফ

বিনোদন ডেস্ক : যার গান ভালোবাসে না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। যিনি সবসময় গান নিয়ে পড়ে থাকেন। যার গান শুনে সবাই মুগ্ধ। 'ও প্রিয়া ও প্রিয়া তুমি কোথায়'- যে গান এখনো সংগীতপ্রেমীদের হৃদয়ে গাঁথা রয়েছে। সেই তিনি বিনোদন জগতের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। যাকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলেও মনে করি না। এ সংগীতশিল্পী সবসময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শরব থাকেন। সম্প্রতি সামাজিকমাধ্যমে একটি পোস্ট দিয়েছেন তিনি। যেখানে আসিফ আকবর লিখেছেন- বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আসল সফলতা আসবে ছাত্রছাত্রীদের সময়মতো বিয়ে করার মাধ্যমে। আসিফ লিখেছেন- বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আসল সফলতা আসবে ছাত্রছাত্রীদের সময়মতো বিয়ে করার মাধ্যমেই। আমি ২৪-২৫ বছর বয়সে বিয়ের পক্ষে। এতে সংসার শুরু করা যায় দ্রুত। তারাও বাবা ও মা হতে পারে, আমরাও দাদা-নানা হতে পারি সুন্দর সময়ে। সন্তানদের বিয়ের জন্য বাবা-মাকে এগিয়ে আসতে হবে উল্লেখ করে এ সংগীতশিল্পী বলেন, 'কবে স্টাডি শেষ হবে, তারপর প্রতিষ্ঠা পাবে, তারপর টাকা জমিয়ে বিয়ে করতে হবে। এর মধ্যে চলে যাবে যৌবনের সুন্দর সময়। স্বর্ণের ভরি এখন এক লাখ ৩৫ হাজার টাকা।

হানিয়ার সঙ্গে নিজেকে তুলনা করলেন লুবাবা

বিনোদন ডেস্ক : গান, মডেলিং ও সিনেমায় অভিনয়ের মাধ্যমে মাত্র অল্প কদিনের মধ্যেই দর্শকহৃদয়ে জায়গা করে নেওয়া সিমরিন লুবাবা নিজেকে তুলনা করলেন পাকিস্তানের জনপ্রিয় টেলিভিশন অভিনেত্রী হানিয়া আমিরের সঙ্গে। আর নিজেকে পাকিস্তানি অভিনেত্রীর সঙ্গে তুলনা করার সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক ভেরিফায়েড পেজে পোস্ট করতেই তা এখন ভাইরাল। নানা সময় নানা ব্যাপারে কথা বলে মূলত আলোচনায় থাকতে দেখা গেছে এ শিশুশিল্পীকে। আর আলোচিত শিশুশিল্পী সিমরিন লুবাবার এ পোস্ট ভাইরাল হতেই কটাক্ষের শিকার হন তিনি। গত বৃহস্পতিবার ফেসবুকে মাত্র ২০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও আপলোড করেন সিমরিন লুবাবা। ভিডিওতে পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির ও লুবাবার কয়েকটি ভিডিও রয়েছে। ভিডিওর ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন- আমি নাকি দেখতে হানিয়া আমিরের মতো। আসলেই কি তাই? আর ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষী ও নেটিজেনদের এমন প্রশ্ন ছুড়ে দিতেই তাতে ইতিবাচক মন্তব্যের পাশাপাশি নেতিবাচক মন্তব্যও ছিল চোখে পড়ার মতো। তবে অধিকাংশ মন্তব্যই ছিল ইতিবাচক। এক নেটিজেন লিখেছেন-আসলেই তাই লাগে। তুমি দেখতে অনেক সুন্দর। আরেক নেটিজেন লিখেছেন-তুমি হানিয়ার থেকেও বেটার। উল্লেখ্য, লুবাবা হচ্ছেন বিশিষ্ট নাট্যকার ও অভিনেতা আবদুল কাদেরের নাতনি। দাদার হাত ধরে শোবিজে অভিষেক হয়েছে তার। তিনি বর্তমানে রাজধানীর একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষার্থী। বিভিন্ন নাটক ও শর্টফিল্মে কাজ করতে দেখা গেছে তাকে। এখন অভিনয়ের পাশাপাশি পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত এ শিশুশিল্পী।

গোবিন্দকে দেখতে গিয়ে মেজাজ হারালেন শিল্পা শেটি

বিনোদন ডেস্ক : নিজের রিভলভার থেকে আচমকা গুলি বের হয়ে অঘটনের মুখে পড়েন বলিউডের অভিনেতা গোবিন্দ। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করান হয় তাকে। অনেকটা রক্তক্ষরণ হওয়ায় আইসিইউ-তে রাখা হয় অভিনেতাকে। গত বৃহস্পতিবার মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে অভিনেতাকে দেখতে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টি। সেখানে গিয়ে মেজাজ হারালেন এই নায়িকা। হাসপাতালের বাইরে তখন সাংবাদিকদের ভিড়। গাড়ি থেকে নেমে আসতেই শিল্পাকে ঘিরে ধরেন তারা। অনেকক্ষণ ধরেই তারা শিল্পার আসার অপেক্ষায় ছিলেন। তাই শিল্পা পৌঁছাতেই তাকে ক্যামেরাবন্দি করতে উদ্যত হন সাংবাদিকরা। অন্যদিকে শিল্পাও হন্তদন্ত হয়ে হাসপাতালে প্রবেশ করছিলেন সহ-অভিনেতাকে দেখার জন্য। কিন্তু সাংবাদিকরা পথ আটকাতেই সমস্যার সূত্রপাত। চটে যান শিল্পা। হাসপাতালে সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনেই তিনি মেজাজ হারান। তাদের উদ্দেশে বলেন, এটাও কি ছবি তোলার জায়গা! এই মন্তব্য করেই তড়িঘড়ি হাসপাতালের ভিতরে চলে যান তিনি। এই মুহূর্তের ভিডিও সামাজিকমাধ্যমে ভাইরাল হয় নিমেষে। ভিডিওটি নিয়ে নেটিজেনদের একাংশ মনে করছেন, এ ক্ষেত্রে শিল্পার মাথা গরম করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। উল্লেখ্য, অস্ত্রোপচার করে শরীর থেকে গুলি বের করা হয়েছে গোবিন্দের। গত মঙ্গলবার কলকাতায় আসার কথা ছিল অভিনেতার। নিজের সঙ্গে সব সময় লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিভলভার রাখেন তিনি। রওনা দেওয়ার আগে রিভলভারটি দেখার সময় তার হাত থেকে পড়ে যায় সেটি। তখনই বন্দুক থেকে গুলি এসে লাগে তারা পায়ে। ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই অডিও বার্তায় গোবিন্দ বলেন, হ্যাঁ, আমার গুলি লেগেছিল। সেই গুলি বের করা হয়েছে। আমার পরিবার, আমার মা-বাবার আশীর্বাদে এখন ভাল আছি। আপনাদের সকলের প্রার্থনার জন্য ধন্যবাদ।

'তুফান-২' নিয়ে যে বার্তা দিলেন শাকিব খান

বিনোদন ডেস্ক : গেল ঈদে তুমুল জনপ্রিয় হওয়া সিনেমা 'তুফান'-এর দ্বিতীয় কিস্তি আসছে আগামী বছর। গত বুধবারই খবরটা জানিয়েছিলেন পরিচালক রায়হান রাফি।

ফেসবুক পোস্টে পরিচালক জানিয়েছিলেন তার নির্মিত 'লায়ন' আসবে ২০২৫ সালের ঈদুল ফিতরে আর 'তুফান ২' আসবে ঈদুল আজহায়। আসলে কি সেটা ঘটছে? এই ঘোষণার পর দর্শকরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 'লায়ন' সিনেমার চেয়ে বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন 'তুফান' নিয়ে। তারা মনে করছেন, তাহলে ২০২৫-এর কোরবানির দিলে 'তুফান-২' দেখতে পাবেন।